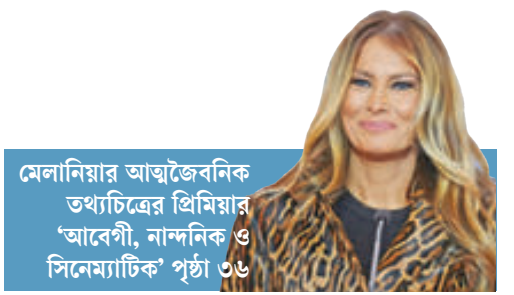




প্রথম আলো

Prothom Alo North America
Thursday, 5 February 2026, 9th Year, Issue 464, 40 Pages

বৃহস্পতিবার, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২২ মাঘ ১৪৩২, ১৮ শাবান ১৪৪৭, ৯ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৬৪, পৃষ্ঠা ৪০



জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬

জরিপে এগিয়ে বিএনপি সমীকরণ বলছে জামায়াত

জনতার রায় কোনদিকে?

১৭ বছরের ব্যবধানে যেমন পাল্টেছে রাজনৈতিক বাস্তবতা, তেমনি পাল্টেছে ভোটারদের প্যাটার্ন।

ইফতেখারুল ইসলাম

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে দেশজুড়ে চলছে উৎসবমুখর পরিবেশ। নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণায় মুখরিত দেশের শহর থেকে গ্রাম। সর্বত্র এখন একটি প্রশ্ন—কে হচ্ছেন দেশের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী? বিপ্লব পরবর্তী সংসদে কোন দলের ওপর আস্থা রাখছেন সাধারণ মানুষ? এছাড়া মানুষের আরও নানা রকম প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টায় এখন চলছে নানামুখী আলোচনা-সমালোচনা, জনমত জরিপ। তবে এসব জরিপের ফলাফল

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১



বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান



জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমান

আওয়ামী লীগের ৪৮ শতাংশ ভোট বিএনপির দিকে, জামায়াত পাবে ২৯ শতাংশ

জরিপের ফলাফল

ঢাকা অফিস

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের এক সপ্তাহ আগে প্রকাশিত এক জনমত জরিপের

ফলে দেখা গেছে, ৯০ শতাংশের বেশি ভোটার এবার ভোট দিতে আগ্রহী। ৮ শতাংশ ভোটার এখনো নিশ্চিত নন। আর আগের নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে ভোট

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

আসন্ন নির্বাচন ঘিরে বাংলাদেশে উত্তেজনা তুঙ্গে

বিশেষ প্রতিনিধি

বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে দেশজুড়ে রাজনৈতিক উত্তেজনা ক্রমেই বাড়ছে। রাজধানী ঢাকা থেকে শুরু করে বিভাগ, জেলা ও গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত নির্বাচনী আলোচনা এখন সর্বত্র। ক্ষমতা, গণতন্ত্র ও ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রব্যবস্থা—সবকিছু মিলিয়ে এবারের নির্বাচনকে ঘিরে প্রত্যাশা যেমন প্রবল, তেমনি রয়েছে গভীর অনিশ্চয়তাও।

১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে জাতীয় সংসদের ১৩তম সাধারণ নির্বাচন আয়োজন করতে যাচ্ছে, যা দেশের রাজনীতিতে এক অভূতপূর্ব মোড় ঘুরিয়ে দেবার ইঙ্গিত দিচ্ছে। এই নির্বাচনটি হবে ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতা বিপ্লবের পর প্রথম বিশাল গণভোট, যেখানে দেশের রাজনৈতিক দৃশ্যপটও সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে।

এবারের নির্বাচনে মোট ৩০০টি আসনের জন্য প্রায় ১.৯৮১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। নির্বাচন

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১



অ্যাড্রিয়েন অ্যাডামস

প্রথমবারের মতো শীর্ষ দুই পদে নারী নেতৃত্ব!

নিউইয়র্ক রাজ্য

রাজ্য গভর্নর নির্বাচনে ক্যাথি হোকুলের সাথে রানিং মেট হচ্ছেন অ্যাড্রিয়েন অ্যাডামস।

বিশেষ প্রতিনিধি

নিউইয়র্কের রাজ্য গভর্নর নির্বাচনে ক্যাথি হোকুলের সাথে রানিং মেট হচ্ছেন অ্যাড্রিয়েন অ্যাডামস। হকুল তাঁর পুনর্নির্বাচনী প্রচারণার জন্য সাবেক সিটি কাউন্সিল স্পিকার অ্যাড্রিয়েন

অ্যাডামসকে রানিং মেট হিসেবে বেছে নিয়েছেন। এর মাধ্যমে নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের শীর্ষ দুই পদে প্রথমবারের মতো নারী নেতৃত্বকেই দেখা যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। রাজ্যের জন্য এটি একটি ইতিহাস হবে।

৪ ফেব্রুয়ারি বুধবার এক বিবৃতিতে হোকুল বলেছেন, “অ্যাড্রিয়েন অ্যাডামসের সঙ্গে নিউইয়র্কের ভবিষ্যতের পরবর্তী অধ্যায় গড়ে তোলার কাজ শুরু করতে পেরে আমি কৃতজ্ঞ। তিনি আমাদের পরবর্তী

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

**ওজন পার্ক এখন প্রস্তুত
আপনার রাজকীয়
আয়োজনের জন্য**

লাবন্য ফাইন ডাইন অ্যান্ড পার্টি হল

বুকিং করতে যোগাযোগ করুন

718-235-7876
labonnofinedine@gmail.com
www.labonnofinedine.com
1193 & 1195 Liberty Avenue,
Brooklyn, NY 11208

LABONNO
FINE DINE & PARTY HALL

CHISHTI CPA PC
TRUSTED ACCOUNTING AND TAX SERVICES
Over 13 Years of Accounting and Taxation Experience

ইনকাম ট্যাক্স আমাদের সেবাসমূহঃ

- ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
- কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ন
- স্মল বিজনেস ট্যাক্স রিটার্ন
- সেক্স-এমপ্রয়মেন্ট ট্যাক্স রিটার্ন (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভারস)
- একাউন্টিং বুককিপিং, ইমিগ্রেশন ফরম প্রস্তুত, বিজনেস প্ল্যান

ইনকাম ট্যাক্স

- INDIVIDUAL TAX RETURN
- CORPORATE TAX RETURN
- SMALL BUSINESSES TAX RETURN
- SELF-EMPLOYED (UBER/LYFT/CAB DRIVER)

একাউন্টিং ও বুককিপিং

- PAYROLL
- W2S, 1099S
- FINANCIAL STATEMENT
- SALES TAX QUARTERLY AND YEAR END FILINGS

Call/email/make appointment at www.chishtiaccounting.com
T: 917-832-7785 C: 347-5153858 E: chishti@chishtiaccounting.com

73-19 Broadway, Jackson Heights NY 11372

LIBERTY TRAVELS & TECH
AIR TICKET. WORLDWIDE MONEY TRANSFER

OUR OTHER SERVICES:

- PHOTOCOPY
- E-MAIL PRINT
- BANNER
- MONEY TRANSFER
- BUSINESS CARDS
- CUSTOM T-SHIRT
- FLYER
- A-SIGN
- CARGO
- FEDEX/UPS
- CELL PHONE
- MUG PRINTING

72-30 Roosevelt Ave, Jackson Heights, New York 11372.
Cell: 347-448-6092, 518-699-2499

AHMED LAW FIRM

এক্সিডেন্ট কেইসেস (Accident Cases)

আপনি কি আহত হয়েছেন? (Injured?)
আমরা যেসব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ (We Specialize in)

- গাড়ি দুর্ঘটনা (Car Accidents)
- কর্মস্থল-সংক্রান্ত দুর্ঘটনা (Work Related Accidents)
- পিছলে পড়া/হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়া (Slip/Trip & Falls)
- নির্মাণকাজ-সংক্রান্ত দুর্ঘটনা (Construction Accidents)

আপনি কি উবার বা লিফট গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়েছেন অথবা এমন দুর্ঘটনায় যাত্রী ছিলেন?
Have You Been In An Uber-Lyft Car Accident Or Was A Passenger In One?

গাড়ি দুর্ঘটনা **কর্মস্থলে দুর্ঘটনা** **পিছলে পড়া** **নির্মাণকাজে দুর্ঘটনা**

কেউ যদি আপনার ক্ষতির জন্য দায়ী হয়, তাহলে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার আপনার আছে।
আমরা অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সঙ্গে আপনার পাশে আছি।

(718) 848-9595 **আজই যোগাযোগ করুন** **Call Now** **(718) 848-9595**

104-09 113th Street, South Richmond Hill, NY 11419 **www.ahmedattorneys.com**



Queens Social Adult
Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক



কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরনের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রাহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- ▶ নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ▶ ফিন্ডট্রিপস (পিকআপ এন্ড ড্রপস)
- ▶ ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- ▶ নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- ▶ চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ▶ ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- ▶ টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ▶ ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- ▶ সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা
- ▶ শিক্ষা কার্যক্রম
- ▶ কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- ▶ গ্রন্থাগার
- ▶ শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম
- ▶ ইয়োগা, তাইচি, ব্যায়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ▶ ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- ▶ রিলাক্সেশন ক্লিন ট্রেনিং
- ▶ পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- ▶ মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- ▶ পিকনিক
- ▶ যাদুঘর ভ্রমণ
- ▶ সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- ▶ নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- ▶ শান্ত সময়
- ▶ ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- ▶ কেরাম বোর্ড
- ▶ লুডু
- ▶ দাবা
- ▶ ধাঁধা
- ▶ অধ্যয়ন



For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com



ঢাকা বিভাগের তিন জেলার উর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও অসামরিক প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিন বাহিনীর প্রধানেরা।

নির্বাচন না হওয়ার কোনো সুযোগ নেই

মতবিনিময়ে সেনাপ্রধান

ঢাকা ডেস্ক

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট সৃষ্টি এবং শান্তিপূর্ণভাবে আয়োজনের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সব সংস্থাই প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। তিনি বলেছেন, ‘সৃষ্টি নির্বাচন করার জন্য আমরা সক্ষম। নির্বাচন কমিশন, সরকার, প্রশাসন, পুলিশ, সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনী—সবাই আগ্রহী। সেখানে নির্বাচন না হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।’

মঙ্গলবার গাজীপুর জেলা পরিদর্শন ও মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন তিনি। আইএসপিআরের মাধ্যমে মতবিনিময় সভার এসব বক্তব্য পাওয়া গেছে।

সভায় সেনাপ্রধান বলেন, ‘নির্বাচনের সময় কোথাও কোথাও অর্থ লেনদেন বা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের চেষ্টা হতে পারে। বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। প্রতি আসনে কিছু অপরাধী থাকতে পারে, তবে সবাই এ ধরনের অপকর্ম করবে না। ভোটের দিন

ভোটটারদের কেন্দ্রে যেতে বাধা দেওয়া বা অন্য কোনো অপরাধ হলে আমাদের বাহিনী ব্যবস্থা নেবে—আটক কিংবা মামলা করা হবে।’

একই কর্মসূচিতে নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল এম নাজমুল হাসান ও বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খান উপস্থিত ছিলেন। তিন বাহিনীর প্রধানেরা আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে গাজীপুর জেলা পরিদর্শন করেন।

সফরকালে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের সম্মেলনকক্ষে ঢাকা বিভাগের গাজীপুর, নরসিংদী ও নারায়ণগঞ্জ জেলার উর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও অসামরিক প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেন তিন বাহিনীর প্রধানেরা। সভায় নির্বাচনকে শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ ও সৃষ্টিভাবে সম্পন্ন করতে আন্তর্জাতিক সমন্বয় এবং সামগ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা হয়। এ সময় তাঁরা পেশাদারত্ব, নিরপেক্ষতা, শৃঙ্খলা, ধৈর্য ও নাগরিকবান্ধব আচরণের মাধ্যমে দায়িত্ব পালনের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

জামায়াত আমিরের এক্স
অ্যাকাউন্ট হ্যাক

বঙ্গভবনের সহকারী
প্রোগ্রামার আটক

ঢাকা ডেস্ক

জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের এক্স অ্যাকাউন্ট (সাবেক টুইটার) হ্যাকের ঘটনায় বঙ্গভবনের সহকারী প্রোগ্রামার মোহাম্মদ হুরওয়ারে আলমকে আটক করার কথা জানিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)। মঙ্গলবার দিবাগত রাতে রাজধানীর রাজারবাগ এলাকা থেকে হুরওয়ারে আলমকে আটক করে ডিএমপির ডিবি কার্যালয়ে নেওয়া হয়।

সূত্র মতে, জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানের এক্স অ্যাকাউন্ট হ্যাকের ঘটনায় বঙ্গভবনের সহকারী প্রোগ্রামার হুরওয়ারে আলম নামের একজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডিবি কার্যালয়ে আনা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাঁর ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ডিবির প্রধান বলেন, গতকাল দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে রাজারবাগ পুলিশ লাইনস অডিটোরিয়ামের পূর্ব পাশের সরকারি কোয়ার্টার থেকে তাঁকে আটক করা হয়েছে। তাঁর মোবাইল ও ল্যাপটপ জব্দ করা হয়েছে।

We Speak বাংলা,
English, হিন্দি
العربية

**ALAM
MEDICAL**

লং আইল্যান্ডে ডিয়ার পার্কে
আপনার পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা এখন
হাতের নাগালে।

Dr. Rehana Alam
DO, DPM
Board certified family medicine
physician

আমাদের সেবাসমূহ :

- হেলথ চেকআপ।
- দীর্ঘস্থায়ী (ক্রনিক) রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনা (ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও অন্যান্য)।
- রোগ প্রতিষেধক টিকা প্রদান।
- শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা।
- নারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সেবা, যার মধ্যে রয়েছে জরায়ুর ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য প্যাপ স্মিয়ার, গর্ভধারণ পরামর্শ ও মেনোপজ ব্যবস্থাপনা সহায়তা।

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

Contact us ☎ 631-778-4048 📍 1755 Deer Park Ave, Deer Park, NY 11729
www.alammedical.com

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

আমাদের সেবাসমূহ

- যন্ত্রসহকারে পূর্ণিক স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়।
- আইমারি কেরাটাইটরনাল মেডিসিন।
- রক্ত, গ্রন্থি, ইন্টার্জি, সন্ধ্যারাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে।
- হৃৎ ও ওমরার যন্ত্রের জন্য ফ্লোরোস্কোপি।
- জন্ম, মৃত্যু, চিকিৎসা সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (মিজিক্যাল এক্সাম)।
- হেলথ ইনসুরেন্স ঘাড় রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে।
- জুল ফর্ম প্রুথ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ব্রাস্ট চেক করা হয়।
- জুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি চেক করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা আন্তর্জাতিক যন্ত্রসহকারে করা হয় এবং পরামর্শ দেওয়া হয়।
- আমরা গায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

আমাদের অফিস গায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের স্বাস্থ্যসেবা আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার বোলোষ্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, অ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, টৌন রোগসহ দাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

ক্রবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সাটিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehil Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432

TEL: 718-263-5999
TEL: 718-577-0711
TEL 718-764-6911

ফ্রি কনসালটেশন

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটোর *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ারসি ভিসা প্রসেসিং

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

Do you want apply for a green card? Are you being deported?
Are you having credit card problems? Are you unable to pay your debts?
Has your bank account been sealed? Are you getting harrassed by creditors?

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সক্ষ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

আমরা বাংলায় কথা বলি

সুরাইয়া রহমান

ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অপতৎপরতা চলছে

এনসিপির দাবি

ঢাকা অফিস

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনে ‘ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের’ অপতৎপরতা চলছে বলে অভিযোগ করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজধানীর বাংলামোটরে রূপায়ন ট্রেড সেন্টারে দলের অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ করেন দলটির নেতারা।

সংবাদ সম্মেলনে এনসিপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির

সেক্রেটারি মনিরা শারমিন বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন তার নিরপেক্ষতা হারিয়েছে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যবহার করে নির্বাচনকে প্রভাবিত করা এবং ‘ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের’ অপতৎপরতা আমরা দেখতে পাচ্ছি।’

নির্বাচন কমিশন, পুলিশ, প্রশাসনসহ রাষ্ট্রীয় সব প্রতিষ্ঠান একটি দলের হয়ে কাজ করছে বলে অভিযোগ করেন মনিরা শারমিন। তিনি বলেন, ‘স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন কমিশনের বড় ভূমিকা রাখার কথা। কিন্তু সেটা তারা রাখছে না। তারা একটি দলের হয়ে কাজ করছে। সাথে সাথে পুলিশ, প্রশাসনও

একটি দলের হয়ে কাজ করছে... একটি দলকে নির্বাচিত করার জন্য রাষ্ট্রীয় সব প্রতিষ্ঠানগুলো একসাথে কাজ করছে’

রাজনৈতিক মতাদর্শ দেখে প্রিজাইডিং অফিসার এবং সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন এনসিপির মুখপাত্র ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। তিনি বলেন, ‘যখন একটা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রিজাইডিং অফিসাররা দায়িত্বে থাকবেন, তখন স্পষ্টভাবেই এই নির্বাচনটা একটা কারচুপির নির্বাচন হতে যাচ্ছে।

হজ্জ নিবন্ধন শুরু হয়েছে

আবেদন করতে পারবেন

আমেরিকার **পাসপোর্টধারী**

বাংলাদেশের **পাসপোর্টধারী**

ZAMZAM TRAVEL US

☎ +1 (718) 395-9697
✉ zamzamtravelus@gmail.com

www.zamzamtravelus.com
37-15 73 Street (Suite-207),
Jackson Heights, NY-11372

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবী দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF SURDEZ & PEREZ, P.C.

We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে

Free Consultation

কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি

আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বাস, ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
- ব্রেইন ইনজুরি
- এম্বুলেন্সের একসিডেন্ট
- স্কুল লায়ালিটি
- খেলাপার মাঠে দুর্ঘটনা
- বার্ণ ইনজুরি
- নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়ে গেলে
- শেড পরজনিং
- কুকুর কামড়ালে
- ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ে জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা

**32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103**

www.surdezperetzlaw.com

যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com

পরামর্শের জন্য ফি লাগে না

WELCOME
CENTERLIGHT Healthcare PACE

CENTERLIGHT PACE-এ, বয়স কেবল একটি সংখ্যা হতে পারে।

আপনার হৃদয়কে তরুণ রাখতে আমাদের সাহায্য করতে দিন।

আপনার PACE®-এর সাথে তাল মিলিয়ে চলা
1-877-286-PACE
CenterLightHealthcare.org



KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY



**We Care
Your Family
Like Ours**

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)

PCA (Personal Care Assistant)

CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

◆ **Queens**

◆ **Nassau**

◆ **Suffolk**

◆ **Bronx**

◆ **Westchester**

◆ **Dutchess**

◆ **Orange**

◆ **Rockland**

◆ **Sullivan**

◆ **Ulster**

NYS Department of Health LHCSAs



Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Main Office

**37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372**

Jamaica Office

**167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432**



Fax: 347-338-6799



347-621-6640

সম্পাদকীয়

শীতের বিপর্যয়: নগরজীবন, স্বাস্থ্য ও আমাদের দায়িত্ব

নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে তীব্র শীত ও টানা তুষারপাত। নগরজীবনের নিত্যদিনের ছন্দকে ভেঙে দেওয়া এক বাস্তবতা। বছরের এই সময়টাতে শহরের ব্যস্ততা ধীরে ধীরে ধমকে যায়, রাস্তাঘাটে জমে ওঠা বরফ মানুষের চলাচলকে যেমন দুর্বিষহ করে তোলে, তেমনি প্রতিদিনের জীবনে যোগ করে নানা ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা। শীতের সৌন্দর্য যতটা ছবির ফ্রেমে মানায়, বাস্তব জীবনে তার অভিঘাত ততটাই কঠিন।

নগরকে কেন্দ্র করে শীতকালীন বিপর্যয়ের প্রথম ও বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় পার্কিং। নিউইয়র্কের মতো ঘনবসতিপূর্ণ শহরে বরফ পরিষ্কারের নিয়মের কারণে নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট পাশে গাড়ি পার্ক করা নিষিদ্ধ হয়। ‘মো অ্যানার্ট’ জারি হলেই শুরু হয় গাড়ি সরানোর দৌড়বাঁপ। অনেকেই সময়মতো গাড়ি সরাতে না পেরে মোটা অঙ্কের জরিমানা শুনছেন, কারও গাড়ি টেনে নেওয়া হচ্ছে। যারা রাতের শিফটে কাজ করেন কিংবা প্রবীণ, তাদের জন্য এই পরিস্থিতি আরও জটিল। একটি ছোট ভুল বা অসতর্কতা মুহূর্তেই অর্থনৈতিক চাপ বাড়িয়ে দেয়।

পার্কিংয়ের পাশাপাশি বড় সমস্যা হয়ে ওঠে চলাচল ও দুর্ঘটনা। বরফে ঢাকা রাস্তা ও ফুটপাথ পিচ্ছিল হয়ে পড়ায় হেঁটে চলার সময় পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। প্রতিদিনই জরুরি বিভাগে বাড়ছে পড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঙার রোগী। গাড়ি দুর্ঘটনাও বাড়ে উল্লেখযোগ্য হারে। অনেক চালক চার চাকার গাড়ি বা উন্নত প্রযুক্তির ওপর অতিরিক্ত ভরসা করে ঝুঁকিপূর্ণভাবে গাড়ি চালান, কিন্তু বরফের ওপর ব্রেক কাজ না করলে প্রযুক্তিও অসহায় হয়ে পড়ে। ফলে দুর্ঘটনার শিকার শুধু চালক নন, পথচারীরাও।

এই তীব্র শীত সবচেয়ে বেশি আঘাত হানে মানুষের স্বাস্থ্যে। ঠাণ্ডাজনিত অসুখ—ফ্লু, নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস—এই সময়টায় ব্যাপকভাবে বাড়ে। শিশু ও প্রবীণদের জন্য শীতকাল বিশেষ ঝুঁকিপূর্ণ। ঠাণ্ডায় রক্তচাপ বেড়ে হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের আশঙ্কাও বাড়ে বলে চিকিৎসকেরা সতর্ক করছেন। অনেক অভিবাসী পরিবার, বিশেষ করে যারা কম আয়ের, তাদের জন্য পর্যাপ্ত গরমের ব্যবস্থা করা কঠিন হয়ে পড়ে। বাড়ির হিটার চালাতে গিয়ে বিদ্যুৎ বা গ্যাস বিলের চাপ বেড়ে যায়, যা অনেকের পক্ষে বহন করা কঠিন।

শীতকালীন বিপর্যয়ের আরেকটি দিক হলো মানসিক স্বাস্থ্য। দিনের আলো কমে যাওয়া, দীর্ঘ সময় ঘরে বন্দি থাকা, চলাচলের সীমাবদ্ধতা—এসব মিলিয়ে অনেকের মধ্যে বিষন্নতা ও একাকিত্ব বাড়ে। বিশেষ করে প্রবীণ ও একাকী বসবাসকারীদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা প্রকট। সামাজিক যোগাযোগ কমে গেলে মানসিক চাপ বাড়ে, যা শারীরিক অসুস্থতাকেও ত্বরান্বিত করতে পারে।

এই পরিস্থিতিতে সতর্কতা ও প্রস্তুতির বিকল্প নেই। নগর কর্তৃপক্ষ নিয়মিত বরফ পরিষ্কারের কাজ করলেও নাগরিকদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে সচেতন হতে হবে। ফুটপাথ পরিষ্কার রাখা শুধু আইনগত বাধ্যবাধকতা নয়, সামাজিক দায়িত্বও। নিজের বাড়ির সামনে জমে থাকা বরফ পরিষ্কার না করলে প্রতিবেশী বা পথচারী দুর্ঘটনার শিকার হতে পারেন। গাড়ি চালানোর সময় গতি কম রাখা, পর্যাপ্ত দূরত্ব বজায় রাখা এবং প্রয়োজন ছাড়া বাইরে না বের হওয়াই নিরাপদ।

স্বাস্থ্য সুরক্ষায় শীতকালীন পোশাক ব্যবহারের পাশাপাশি ফ্লু টিকা নেওয়ার গুরুত্ব বারবার মনে করিয়ে দিতে হবে। প্রবীণ ও শিশুদের ক্ষেত্রে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা জরুরি। কম আয়ের মানুষের জন্য উষ্ণ আশ্রয়কেন্দ্র ও খাবার সহায়তা কর্মসূচি আরও বিস্তৃত করা প্রয়োজন। শুধু সরকারি উদ্যোগ নয়, কমিউনিটি সংগঠন ও স্বেচ্ছাসেবীদেরও এগিয়ে আসতে হবে।

শীতকাল আমাদের মনে করিয়ে দেয় নগরজীবনের ভঙ্গুরতা। আধুনিক অবকাঠামো ও প্রযুক্তির মাঝেও প্রকৃতির সামনে আমরা কতটা অসহায়। একই সঙ্গে এটি সহযোগিতা ও সহমর্মিতার সময়। প্রতিবেশীর খোঁজ নেওয়া, একাকী প্রবীণকে সাহায্য করা, কারও গাড়ি বরফে আটকে গেলে হাত বাড়িয়ে দেওয়া—এই ছোট ছোট উদ্যোগই বিপর্যস্ত সময়ে বড় মানবিক শক্তি হয়ে ওঠে।

নিউইয়র্কসহ আমেরিকার তীব্র শীত এক দুর্ভোগের গল্প। এটি সচেতনতা, প্রস্তুতি ও পারস্পরিক সহায়তার পরীক্ষাও। শীতের বাস্তবতাকে অঙ্গীকার করার সুযোগ নেই, তবে সম্মিলিত দায়িত্ববোধ ও মানবিকতার চর্চা থাকলে এই কঠিন সময়ও মোকাবিলা করা সম্ভব। তুষারপাতের নিচে ঢাকা শহর আবারও জেগে উঠবে—শর্ত একটাই, আমরা যেন দায়িত্বশীল ও সহানুভূতিশীল থাকতে পারি।

রাবিন্দর কৌর

রাবিন্দর কৌর

স্টিভ জবস প্রথম আইফোন উন্মোচনের ঘোষণা দেন ২০০৭ সালে। তখন যুক্তরাষ্ট্রে সাবপ্রাইম মর্টগেজ সংকট ধীরে ধীরে মাথাচাড়া দিচ্ছিল। ইউরোপীয় ইউনিয়নে নতুন করে রোমানিয়া ও বুলগেরিয়া যুক্ত হয়। ভারত প্রথমবারের মতো এক ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত হয়। ঠিক এই সময়েরই দিল্লি ও ব্রাসেলসের মধ্যে বাণিজ্য আলোচনা শুরু। যার ফল দেখা যাচ্ছে প্রায় দুই দশক পর চলতি সপ্তাহেই কয়েক মাসের আলোচনার পর শেষ পর্যন্ত সেই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

গত ২৭ জানুয়ারি ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লেইন, ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট আন্তোনিও কস্তা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একে মাদার অব অল ডিলস বা সব চুক্তির জননী হিসেবে অভিহিত করেন। এই চুক্তির লক্ষ্যদল প্রায় ২০০ কোটি ভোক্তা এবং বিশ্বের মোট জিডিপির এক-চতুর্থাংশ মানুষ। চুক্তির আওতায় ভারতের ঐতিহ্যগতভাবে সুরক্ষাবাদী অভ্যন্তরীণ বাজারের কিছু অংশ উন্মুক্ত করা হচ্ছে, যাতে উৎপাদন ও সেবা খাতে রপ্তানির সুযোগ বাড়ানো যায়। এর বিনিময়ে ইউরোপীয় গাড়ি ও পানীয় মার্কক ভারতীয় মধ্যবিত্ত ভোক্তাদের কাছে তুলনামূলক সস্তা হবে। তবে ইউইউ-ভারত সামগ্রিক কৌশলগত এজেন্ডা কেরল বাণিজ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এতে প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা, বহুপাক্ষিকতায় অঙ্গীকার, জনশক্তি চলাচল এবং

চীন মোকাবিলায় বাংলাদেশকেদ্রিক মার্কিন পরিকল্পনার বিপদ

আবু তাহের খান

ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের নতুন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন গত ২১ জানুয়ারি দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, চীনের সঙ্গে সামরিক যোগাযোগের ঝুঁকি সম্পর্কে তিনি বাংলাদেশকে বোঝাবেন। তদুপরি যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে বাংলাদেশ যাতে বাড়তি অস্ত্র ক্রয় করে এবং দুই দেশের মধ্যে সামরিক সহযোগিতা যাতে আরও বৃদ্ধি পায়, সে নিয়েও তিনি কাজ করবেন বলে জানান। তাঁর এ বক্তব্য বস্তুত রাষ্ট্রদূত হিসেবে মনোনয়ন পাওয়ার অব্যবহিত পরে গত ২৩ অক্টোবর মার্কিন সিনেটের শুনানিতে দেওয়া বক্তব্য ও অঙ্গীকারেরই পুনরাবৃত্তি। গত ২৩ অক্টোবরের শুনানিতে ক্রিস্টেনসেন বলেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হিসেবে বাংলাদেশে তাঁর অন্যতম দায়িত্ব হবে চীনের মোকাবিলায় বাংলাদেশকে কাজে লাগানো। অন্যদিকে সিনেটের ওই সভাতেই রিপাবলিকান দলীয় সিনেটর পিট রিকের্টস দেশটির ‘থিংক টুয়াইস অ্যাক্ট’র উদ্ধৃতি দিয়ে ক্রিস্টেনসেনকে এই মর্মে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ পেলে ওই অ্যাক্টের বিধান প্রয়োগের মাধ্যমে তিনি চীনের প্রভাব মোকাবিলায় বাংলাদেশের কাছে মার্কিন অস্ত্র বিক্রি বাড়ানো ও অন্যান্য সামরিক সহযোগিতা কার্যক্রম জোরদার করার উদ্যোগ নিতে পারবেন। ক্রিস্টেনসেনও রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব গ্রহণের পর রিকের্টসের দেওয়া ওই সব পরামর্শ নিষ্ঠার সঙ্গে বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করেন।

মূলত চীনকে বিবেচনায় রেখে সম্প্রতি প্রণীত মার্কিন ‘থিংক টুয়াইস অ্যাক্ট’ সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বী দেশের প্রভাব মোকাবিলায় কৌশলগত মিত্র অ’W’W’W’নুসন্ধানপূর্বক মিত্রদেশের সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সেখানে অস্ত্র বিক্রি বাড়ানোর বিষয়ে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে, যে ক্ষেত্রে তাদের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশ। বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকদের জন্য যতটা আনন্দের, বাংলাদেশের জনগণের জন্য ততটাই উদ্বেগের। আর ২১ জানুয়ারির সংবাদ সম্মেলনে ক্রিস্টেনসেনের দেওয়া বক্তব্যের পর সে উদ্বেগ কতটা বিষাদে পরিণত হয়, সেটিই এখন দেখার বিষয়। তদুপরি বিষয়টি অধিকতর উৎকণ্ঠাপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এ কারণে যে এসব এমন একটি সময়ে ঘটছে, যখন বাংলাদেশে কোনো নির্বাচিত সরকার দায়িত্বে নেই এবং সামনে যে নির্বাচন হওয়ার কথা রয়েছে, সেটিইবা কতটা গ্রহণযোগ্য হবে, তা-ও নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। এমনই পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্র তথা ঢাকায় নিযুক্ত নতুন রাষ্ট্রদূত যদি বাংলাদেশের ক্ষমতাসীনদের বোঝাতে সক্ষম হন যে চীনসহ অন্য সবাইকে ভুলে গিয়ে শুধু যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি মনোযোগী হওয়া এবং তাদের কাছ থেকে অস্ত্র, গোলাবারুদ, যুদ্ধবিমান ইত্যাদি কিনে নিজেদের সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করাটাই সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত, তাহলে তাতে মোটেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যে দেশের ২৮ শতাংশের বেশি মানুষ এখনো দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে, যেখানে দারিদ্র্যসীমার ওপরে বসবাসকারী অধিকাংশ মানুষের জীবনমান এখন পর্যন্ত দারিদ্র্য পর্যায় থেকে খুব বেশি ওপরে নয় এবং যে দেশে দারিদ্রের হার উল্লেখযোগ্য পরিসরে কমার পর অকার্যকর রাষ্ট্রব্যবস্থার কারণে আবার তা বাড়তে শুরু করেছে, সে দেশের জন্য সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়াস অনেকটাই আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নয় কি? অথচ যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত মিত্র সাজতে গিয়ে তাদের প্ররোচনায় বাংলাদেশ এখন অনেকটা সেদিকেই এগোচ্ছে, যা অদূর ভবিষ্যতে এ দেশকে ইউক্রেন বা পাকিস্তানের পর্যায়ে নামিয়ে আনতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকেরা বুকে হাত দিয়ে বলুন তো, দেশের অধিকাংশ মানুষকে কষ্ট ও ভোগান্তিতে রেখে সামরিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধির মতো সম্পদ-সামর্থ্য কি এই মুহূর্তে বাংলাদেশের রয়েছে?

রাষ্ট্রদূতের প্রথম সংবাদ সম্মেলনে



বাংলাদেশ সংবিধানের ২৫ নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বর্ণনামতে, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি পূর্ণতই জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যান্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘের সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধার ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার অংশ হিসেবে বাংলাদেশের নিজের যেমন এগুলো মেনে চলার কথা, তেমনি বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষায় আগ্রহী অপরাপর দেশও সে অনুযায়ী এ দেশের সঙ্গে আচরণ করবে—সেটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের থিংক টুয়াইস অ্যাক্টের বিধিবিধান, মার্কিন সিনেটরের পরামর্শ কিংবা নবনিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সাম্প্রতিক বক্তব্য কি বাংলাদেশ সংবিধানের ওই অঙ্গীকারের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ? বাংলাদেশ কোন দেশের সঙ্গে কেমন সম্পর্ক রক্ষা করবে অথবা করবে না, রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দায়িত্বাবিমোচন নাকি অস্ত্র কেনাে অগ্রাধিকার দেবে, কিংবা অন্যান্য বিষয়ে এ দেশ কী নীতি গ্রহণ করবে—সেসব একান্তই তার নিজস্ব ব্যাপার।

কিন্তু তা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র যে এসব বিষয়ে বাংলাদেশকে পরামর্শ দিতে বা বোঝাতে চাইছে, সেটি স্পষ্টতই বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের শামিল এবং কূটনৈতিক শিষ্টাচারের পরিপন্থী। আশা করব, একটি বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্র হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র এ ধরনের অবজুহতমূলত ও অকূটনৈতিক আচরণ থেকে বিরত থাকবে। অন্যদিকে বাংলাদেশের বর্তমান অনির্বাচিত সরকার এবং ভবিষ্যতে যারা নির্বাচিত হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে আসবে, তারা সবাই অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা বা রক্ষার ক্ষেত্রে সংবিধান প্রদত্ত এ নির্দেশনা যথাযথভাবে মেনে চলবে বলে আশা রাখি। শুধু ব্যক্তি বা গোষ্ঠীস্বার্থে ক্ষমতায় ঢিকে থাকার জন্য নিজেকে বা নিজেদেরকে বহিঃরাষ্ট্রের প্রতিনিধি না ভেবে এ দেশের জনগণের স্বার্থের প্রতিভূ ভাবুন। তাহলেই একদিকে দেশ যেমন রক্ষা পাবে, অন্যদিকে তেমনি আত্মরক্ষার জন্য ক্ষমতায় থাকা কাউকে বিশেষ দায়মুক্তির উপায়ও অনুসন্ধান করতে হবে না।

প্রচলিত কূটনৈতিক নিয়ম ও প্রথা মেনে কোনো দেশের রাষ্ট্রদূতের পদে একজনের মেয়াদ শেষে আরেকজন আসবেন—এটাই স্বাভাবিক; এবং সাধারণ স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে এটিকে আলাদা চোখে দেখার বা এ নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু বাংলাদেশের মার্কিন রাষ্ট্রদূতের পদে ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন এমনই এক সময়ে ও পরিস্থিতিতে এসে এমন সব বক্তব্য ও অভিপ্রায় নিয়ে

রাষ্ট্রদূতের প্রথম সংবাদ সম্মেলনে



যোগদান করলেন যে তাতে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারা যাচ্ছে না। তদুপরি অতিপ্রকাশ্যে উচ্চারিত তাঁর নানা বক্তব্য বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্যও অত্যন্ত অমর্যাদাকর। কারণ, বাংলাদেশ তার নিজস্ব অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও আঞ্চলিক স্বার্থে কখন কার সঙ্গে কী সম্পর্ক গড়ে তুলবে, সেটি একান্তই তার নিজস্ব এখতিয়ারাধীন বিষয় (চীনের পক্ষে ওকালতি করা হচ্ছে না এবং চীনের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে অমর্যাদাকর কোনো উপাদান থাকলে সেটিও পরিত্যজ্য)। সে ক্ষেত্রে অন্য কোনো দেশ যদি বিশেষ উদ্দেশ্যে বাংলাদেশকে ‘বোঝানোর’ দায়িত্ব গ্রহণ করতে চায়, তাহলে সেটি মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়, সম্মানজনক তো নয়ই।

এ সূত্রে রাষ্ট্রদূত মহোদয়কে বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করি, এ ধরনের পরামর্শ কি যুক্তরাষ্ট্রের একজন রাষ্ট্রদূত জার্মানি, রাশিয়া কিংবা ভারতকে দিতে পারবেন? যদি না পারেন, তাহলে বাংলাদেশকে তা দেওয়ার কথা ভাবছেন কোন কারণে? এ দেশে এই মুহূর্তে একটি নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় নেই বলে কিংবা আগামী সরকার একটি বিতর্কিত নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় যাবে ধরে নিয়ে তাদের সম্ভাব্য দুর্বলতার কথা ভেবে? মাননীয় রাষ্ট্রদূত, যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ মানুষ যেমন গৃহযুদ্ধের বিরুদ্ধে দীর্ঘকালীন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীন হয়েছে, বাংলাদেশের জনগণও তেমনি নয়া ঔপনিবেশিক শাসন, বঞ্চনা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ২৪ বছরের সংগ্রাম ও ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এ দেশকে স্বাধীন করেছে। অতএব চলুন, বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও মমতার ভিত্তিতে গড়ে তুলি। এবং সে ক্ষেত্রে কাউকে মোকাবিলা করার নীতির ভিত্তিতে নয়, বরং সবাইকে ধারণ করে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে যাওয়ার নীতিই হোক আমাদের সবার কূটনীতি ও অন্যান্য রাষ্ট্রিক সম্পর্কের মূল ভিত্তি।

উল্লেখ্য, ঢাকার চীনা দূতাবাস ইতিমধ্যে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেনের বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে এটিকে ‘দায়িত্বজ্ঞানহীন, সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং গোপন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত’ বলে উল্লেখ করেছে। চীনা দূতাবাসের ওই বক্তব্যের ভালাম্পন্দ মূল্যায়নের দায়িত্ব আমাদের নয়, মার্কিন দূতাবাস তথা যুক্তরাষ্ট্রের। বাংলাদেশের একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে এখানে শুধু এইটুকু বলব, উল্লিখিত দুই দেশের মধ্যকার দ্বন্দ্বে বাংলাদেশ যেন কারও পক্ষে ক্রীড়নক হিসেবে ব্যবহৃত না হয়।

সাবেক পরিচালক, বিসিক, শিল্প মন্ত্রণালয়

ট্রাম্পে অতিষ্ঠ ইউরোপ ভারতমুখী



বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার বিষয় অন্তর্ভুক্ত।

প্রায় ২০ বছর ধরে সম্পর্কের ধারাবাহিকতা না থাকলেও হঠাৎ এই গতি কেন? ডোনাল্ড ট্রাম্পই তার একমাত্র উত্তর। ইউইউ-ভারত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি মূলত মার্কিন-পরবর্তী এক বিশ্বব্যবস্থার আভাস দিচ্ছে। ইতোমধ্যে বিশ্ব ভূখণ্ডগত সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি, শাস্তিমূলক শুল্ক আর বহুপাক্ষীয় প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা দেখেছে। বস্তুত আগে থেকেই আলোচনা চলছিল। গাড়ি, মাদক, কৃষি ও দুগ্ধপণ্যের মতো বিষয়ে মতবিরোধের কারণে প্রাথমিক আলোচনা চলছিল, যা ২০১৩ সালে বন্ধ হয়ে যায়। ২০২২ সালে কভিড-পরবর্তী সময়ে বিশ্বের ঝুঁকিমুক্তির

প্রচেষ্টা এবং চীনের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে সরবরাহ ব্যবস্থা বৈচিত্র্যময় করার প্রয়াসে আলোচনা ফের শুরু হয়। তবে পরিহাস হলো, চীন নয়, বরং ট্রাম্পের ছায়াই এই চুক্তি শেষ পর্যন্ত আলোর মুখ দেখছে। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেওয়ার আগেই ট্রাম্পের গ্রিনল্যান্ডের মালিকানা নেওয়ার তোড়জোড় ইউরোপকে সংকটে ফেলে। ঘনিষ্ঠ মিত্রের কাছ থেকে এমন সার্বভৌমত্বের ওপর হুমকি ইউরোপজুড়ে অভিভাবকশূন্যতার অনুভূতি তৈরি করে।

এই সংকটের মধ্যে দায়িত্ব নেওয়ার প্রথম দিনেই ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিবেশী কানাডা ও

মেক্সিকোর ওপর কঠোর শুল্ক আরোপ করেন। এরপর তথাকথিত ‘লিবারেশন ডে’ নামে বিশ্বের ৯০টি দেশের ওপর শুল্ক আরোপ করেন। ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করা হয়। এর মধ্যে ২৫ শতাংশ হলো রাশিয়ার তেল কেনার কারণে। সাম্প্রতিক সময়ে গ্রিনল্যান্ডে প্যাটোর কয়েকটি দেশের সেনা পাঠানোর প্রেক্ষাপটে আবারও ইউইউ ও যুক্তরাজ্যের বিরুদ্ধে শুল্ক অস্ত্র ব্যবহার করা হয়। ফলে যুক্তরাষ্ট্রকে এখন শুধু অনির্ভরযোগ্য নয়, বরং ইউরোপের জন্য সরাসরি হুমকি হিসেবেও দেখা হচ্ছে।

এ প্রেক্ষাপটে ইউরোপে আবারও ‘ডি-রিস্কিং’

ও ‘ডিকাপলিং’ ধারণা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তবে এবার লক্ষ্য চীন নয়, বরং ট্রাম্পের যুক্তরাষ্ট্র। এখানে কেবল সপ্লাই চেইন নয়; জবরদস্তির বিরুদ্ধে কৌশলগত সক্ষমতার প্রশ্নও জড়িত। ফরাসি সরকারের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত মার্কিন ভিডিও কনফারেন্সিং সফটওয়্যার জুমের পরিবর্তে নিজস্ব ভিসিও প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়া তারই উদাহরণ। যুক্তরাষ্ট্র যখন তথাকথিত ডনরো ডকট্রিনের মাধ্যমে পশ্চিম গোলার্ধে নিজেদের গুছিয়ে নিচ্ছে, তখন একসময় মার্কিন এশিয়া নীতির কেন্দ্রে থাকা ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে সহযোগিতার জন্য আরও উন্মুক্ত হয়ে উঠছে।

এই বাণিজ্য চুক্তিটি এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় হলেও এটি একটি সাম্প্রতিক প্রবণতার অংশ, যেখানে বহু দেশ নতুন জোট গঠনের চেষ্টা করছে। সম্প্রতি বেলজিয়াম দক্ষিণ আমেরিকার মার্কাসুর ব্লকের সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন করেছে এবং আরও কয়েকটি চুক্তি প্রক্রিয়াধীন। ভারতও গত কয়েক মাসে যুক্তরাজ্য ও নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে চুক্তি করেছে। বহুপাক্ষিকতা, কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন, এমনকি ডি-ডলারাইজেশনের যে স্বপ্ন পশ্চিমের বাইরের অনেক দেশ দীর্ঘদিন ধরে দেখছে, তা এখন বাস্তব রূপ নিতে শুরু করেছে; প্রথমে ধীরে, এখন দ্রুতগতিতে।

বিশ্ব যখন এগিয়ে চলছে তখন ‘আমেরিকা ফাষ্ট’ নীতির কারণে যেন আমেরিকা একা হয়ে যাচ্ছে।

অধ্যাপক, এশিয়ান স্টাডিজ, ইউনিভার্সিটি অব কোপেনহেগেন;

বেহেশতের টিকিট কিংবা ফ্রি ইন্টারনেট

মাসুদ কামাল

ইসলাম সম্পর্কে যাঁদের কিছুমাত্র জ্ঞান আছে, তাঁরা জানেন বেহেশতের টিকিট বিক্রি করা যায় না। কেউ বলতে পারেন না, তা তিনি যতই আলেম হোন না কেন, পরকালে কার কী পরিণতি হবে। তাহলে যাঁরা এমন পারলৌকিক লোভ দেখান, তাঁদের চিন্তাটা কী? তারা কি দেশের মানুষকে নিতান্তই মূর্খ মনে করেন?

নির্বাচনে জিততে রাজনৈতিক দলগুলো কতটা বেপরোয়া হতে পারে, তার প্রমাণ মেলে তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতির দিকে তাকালেই। কেবল এবারই নয়, আগের প্রতিটি নির্বাচনেই নানা ধরনের লোভনীয় প্রতিশ্রুতির ডালা সাজিয়ে রাখা হয়েছে জনগণের সামনে। নির্বাচন শেষে বিজয়ী দল সবচেয়ে আগে ভুলে গেছে সেসব প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকারের কথা। আগে যাঁরা বলেছেন ব্যবসা-বাণিজ্যকে চাঁদমুক্ত করার কথা, নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার পর চাঁদাবাজিকে তাঁরা তাঁদের দলীয় কর্মকাণ্ডে পরিণত করে নিয়েছেন। এমন ব্যবস্থা করেছেন, যেন চাঁদাবাজি করার একক অধিকার কেবল তাঁদের দলের নেতা-কর্মীদেরই থাকে! মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেপের কথা বলার পর দেখা গেছে মাদকের গডফাদারকে পাশে বসিয়ে মন্ত্রী-এমপিরা বড় বড় অনুষ্ঠানে হাজির হচ্ছেন।

এ রকম অনেক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোর রয়েছে দারুণ দক্ষতা। তারা পারে, অবলীলায় সব ভুলে যেতে পারে। ভুলে গিয়ে তারা লজ্জাও পায় না। জনগণও কেন যেন অসহায়ের মতো সব মেনে নেয়। ‘যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা বাস্তবায়ন করেননি’—এমন কথা নেতাদের সামনে উচ্চারণও করে না। এসব যেন অনেকটা নিয়মে পরিণত হয়ে গেছে এ দেশে। অথচ এসব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন যে একেবারেই অসম্ভব, তা কিন্তু নয়। চাঁদাবাজি, অর্থ পাচার, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড—এসব বন্ধ করা অসম্ভব কিছু নয়। সরকার চাইলেই পারে। কিন্তু রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নকে টিকিয়ে রাখতে তারা ওই পথে যায় না। বরং গতানুগতিক গড্ডলিকা প্রবাহেই গা ভাসায়।

এবারের নির্বাচনে প্রতিশ্রুতির নতুন একটা ধারা দেখা যাচ্ছে। কিছু আবাস্তব কিংবা অলৌকিক প্রতিশ্রুতির কথা শোনা যাচ্ছে। প্রথম খুব আলোচনায় এল ‘বেহেশতের টিকিট’ প্রদানের বিষয়টি। কিছু লোক বললেন, এবারের নির্বাচনে জামায়াতকে ভোট দিলে বেহেশতে যাওয়া সহজ হবে, মিলবে বেহেশতের টিকিট! জনগণের সামনে উপস্থাপনটা এ রকম—আপনারা কি বেহেশতে যেতে চান? তাহলে দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিন। ইহকাল এবং পরকাল—দুই জায়গাতেই আসবে সাফল্য!

এসব নিয়ে এরই মধ্যে অনেক কথা হয়েছে। বেহেশতের গ্যারান্টি দুনিয়ার কেউ যে দিতে পারে না, সেটা বারবার বলা হয়েছে। জামায়াতের প্রতিদ্বন্দ্বী দল বিএনপির চেয়ারম্যান



তারেক রহমানকে দেখলাম এক জনসভায় এ নিয়ে ডিটেইলে বললেন। দর্শকদের মধ্য থেকে একজন বয়স্ক ভদ্রলোককে মঞ্চ ডেকে এনে তাঁর কথা থেকেই প্রমাণ করে দিলেন—বেহেশতের গ্যারান্টি পৃথিবীর কেউ দিতে পারে না। আসলে এ প্রমাণের কোনোই দরকার ছিল না। ইসলাম সম্পর্কে যাঁদের কিছুমাত্র জ্ঞান আছে, তাঁরা জানেন বেহেশতের টিকিট বিক্রি করা যায় না। কেউ বলতে পারেন না, তা তিনি যতই আলেম হোন না কেন, পরকালে কার কী পরিণতি হবে। তাহলে যাঁরা এমন পারলৌকিক লোভ দেখান, তাঁদের চিন্তাটা কী? তারা কি দেশের মানুষকে নিতান্তই মূর্খ মনে করেন? মনে করেন এ ধরনের কথা বলে ভোটারদেরকে লোভী করে তোলা যাবে? নাকি তাঁরা নিজেরাই একজন আরেকজনের চেয়ে বড় মূর্খ? জামায়াতের এমন সব কথাবার্তা নিয়ে এরই মধ্যে সামাজিক মাধ্যমে নানা ধরনের হাস্যরস করতে দেখা গেছে অনেককে।

এর বিপরীতে বিএনপির পক্ষ থেকেও নানা প্রতিশ্রুতির কথা শোনা যাচ্ছে। ফ্যামিলি কার্ড দেওয়া, দুর্নীতি বন্ধ করা, বস্তিবাসীদের জন্য ফ্ল্যাট তৈরি করে দেওয়া—এ রকম অনেক কথাই বলা হয়েছে। ক্ষমতায় গেলে এর কতগুলো বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে, তা বলা মুশকিল। তবে এটি ঠিক, যথাযথভাবে চেষ্টা করলে এবং নিয়ত ঠিক থাকলে এসব করা সম্ভব।

কিন্তু এর মধ্যে বিএনপির আরেকটি প্রতিশ্রুতির কথা শুনে আমি কিছুটা বিস্মিত হয়েছি। দুই দিন আগে বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মুখপাত্র মাহদী আমিন বললেন, ক্ষমতায় গেলে বিএনপি নাকি সারা দেশে বিনা মূল্যে ইন্টারনেট দেবে। প্রথমে শিরোনামটি দেখে আমার বিশ্বাস হয়নি। আমি একাধিক পত্রিকা দেখলাম। একেকজন একেক ধরনের শিরোনাম করেছে। কেউ লিখেছে সকলকেই ফ্রি ইন্টারনেট দেওয়া হবে, আবার কেউবা বিষয়টিকে একটু সহজ করে লিখেছে—বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দেওয়া হবে, তাও আবার ধাপে ধাপে। ব্যাপারটি আমার কাছে বেশ ইন্টারেস্টিং মনে হলো। একটু খোঁজ করতই

এ-সংক্রান্ত ভিডিওটি পেয়ে গেলাম। মাহদী আমিনের বক্তব্যটি শুনলাম। কী বলেছেন তিনি? পাঠকদের জন্য বরং পুরো বক্তব্যটিই এখানে শেয়ার করা যাক।

মাহদী আমিন বলেছেন, ‘তারেক রহমান ঘোষণা দিয়েছেন, সবার জন্য আমরা ইন্টারনেটকে ফ্রি করতে চাই প্রতিষ্ঠানিকভাবে। বিএনপি ইনশা আল্লাহ সরকার পরিচালনায় এলে বাংলাদেশের সব স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, অফিস, গ্রামীণ ডিজিটাল সেন্টার, হাসপাতাল, রেলস্টেশন এবং এয়ারপোর্টসহ যেসব জনবহুল স্থান রয়েছে, সেগুলোকে ধাপে ধাপে বিনা মূল্যে ইন্টারনেট সুবিধার ভেতরে আনতে চাইবে। আমাদের মূল উদ্দেশ্য দেশের মানুষ যেন সহজে তথ্য এবং আধুনিক সেবা পেতে পারে। যাঁরা বিভিন্ন ধরনের কর্মসংস্থানের সঙ্গে জড়িত, নিজেরা উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠেছেন, তাঁরা যেন ফ্রি ইন্টারনেটটুকু পেয়ে যাঁর যাঁর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে আরও শাণিত করতে পারেন। সুতরাং আগামীর বাংলাদেশে ইনশা আল্লাহ ইন্টারনেট হবে সবার—এটিই বিএনপির অঙ্গীকার।’ এ কথা পর তিনি আরও জানিয়েছেন, কীভাবে তাঁরা ইন্টারনেটভিত্তিক কর্মসংস্থানকে এগিয়ে নিতে চান। এটিও বলেছেন, এ খাতে তাঁরা ১০ লাখ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে চান।

এ প্রতিশ্রুতিটা খুবই ভালো। শুনতে ভালো লাগে। এটা বাস্তবায়িত হলে দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য কর্ম ও জীবনযাপন অনেক সহজ হয়ে যাবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এটা কি সম্ভব? সবাইকে ফ্রি ইন্টারনেট দেওয়ার পরিকল্পনা কি আসলেই বাস্তবায়নযোগ্য? সবার জন্য ফ্রি ইন্টারনেট যে পৃথিবীর কোনো দেশেই নেই; তা কিন্তু নয়। যত দূর জানি এ মুহূর্তে এস্তোনিয়া, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুরসহ সাত-আটটি দেশ তো রয়েছেই, যেখানে বিনা খরচে মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারেন। দেশের যেকোনো জায়গায় মানুষ কোনো অর্থ ব্যয় ছাড়াই ইন্টারনেট সেবা পেয়ে থাকেন। কেবল সেসব দেশের নাগরিকেরাই নন,

সেখানে যাওয়া পর্যটকেরা পর্যন্ত পান ফ্রি ইন্টারনেটের সুবিধা।

এই যে দেশগুলোর কথা বললাম, তাদের সঙ্গে আমাদের দেশের রয়েছে বিস্তর পার্থক্য। ওই দেশগুলোর অধিকাংশেই জনসংখ্যা খুবই কম। অনেকটা নগররাষ্ট্রের মতো। এস্তোনিয়ার জনসংখ্যা ১৫ থেকে ২০ লাখ, সিঙ্গাপুরে ৬০-৭০ লাখ। তাই আমাদের বাস্তবতাটা পুরোপুরিই আলাদা। পুরো দেশের কথা বাদ দিন, এক ঢাকা শহরেই এটা বাস্তবায়ন করা রীতিমতো অসম্ভব ব্যাপার।

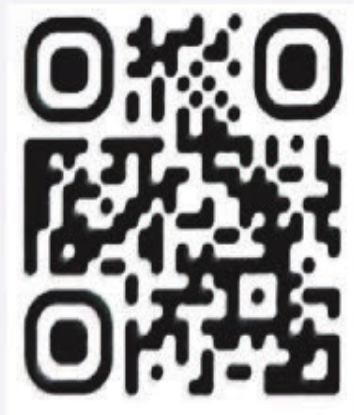
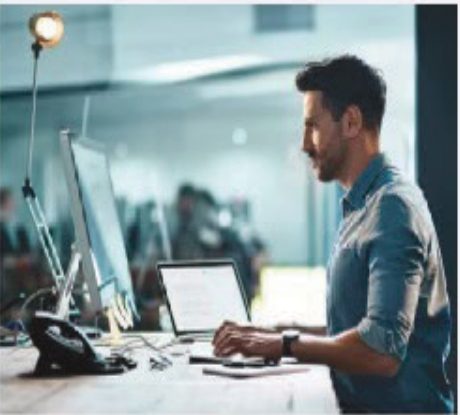
এরই মধ্যে মাহদী আমিনের বক্তব্যের নানামুখী ব্যাখ্যা আসতে শুরু করেছে। কেউ কেউ বলছেন, তিনি তো সবার জন্য ফ্রি ইন্টারনেটের কথা বলেননি। বলেছেন নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, বাস-রেলস্টেশনের কথা, বিমানবন্দরের কথা। পাঠকদের বলব, সে ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্যটা আরেকবার খেয়াল করুন। সেখানে অফিস, উদ্যোক্তাদের কর্মসংস্থানে সহায়তা—এসব বলে তিনি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

আমি কিন্তু মাহদী আমিনের সমালোচনা করছি না; বরং আশাবাদী হতে চাইছি। ফ্রি ইন্টারনেট পেলে আমিও দারুণ খুশি হব। কিন্তু আমি বুঝতে চাইছি, তাঁদের এ পরিকল্পনা কতটুকু বাস্তবায়নযোগ্য? তাঁরা কি পারবেন? কতটুকু পারবেন? আবার বলেছেন, ধাপে ধাপে করবেন। এর অর্থ কী? তাহলে এ মেয়াদে সামান্য কিছু, তারপর বাকিটুকু বাস্তবায়নের জন্য আবারও ভোট চাইবেন? এভাবেই চলতে থাকবে?

আমাদের মতো জনবহুল দেশে ফ্রি ইন্টারনেটের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কতটুকু সম্ভব, তার একটা উদাহরণ আমরা দেখতে পাই ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে। ২০১৯ সালে সেখানে তৎকালীন সরকার নয়াদিল্লি শহরকে ফ্রি ইন্টারনেটের আওতায় আনার চেষ্টা করেছিল। এটা তাদের পূর্ববর্তী নির্বাচনী অঙ্গীকার ছিল। তারা কিছুটা করেছে ছিল। কিন্তু ব্যয় সংকুলান করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনাটি বাতিল করেছিল।

কেবল বিপুল ব্যয়ই নয়, এ ক্ষেত্রে বর্তমানে যাঁরা ইন্টারনেট ব্যবসার সঙ্গে জড়িত, তাঁরাও কিন্তু এ ধরনের সেবামূলক পরিকল্পনার বিরোধিতা করে থাকেন। আমাদের দেশে তো এর সঙ্গে জড়িয়ে যাবে মোবাইল কোম্পানিগুলোও। কারণ, তারাও এখন ইন্টারনেট প্রোভাইডারের ভূমিকায় নেমে গেছে। সব মিলিয়ে আমি নিশ্চিত, বিএনপির এই পরিকল্পনাটি মোটেই বাস্তবায়নযোগ্য নয়। এ বিষয়টি আমি বুঝি, তাঁরা বোঝেন না? আমার তা মনে হয় না। তাঁরা আরও অনেক ভালো বোঝেন। তাঁরাও জানেন এটি কখনোই বাস্তবায়ন করা যাবে না। তাহলে বলেন কেন? হয়তো এ কারণে বলেন, জামায়াত বেহেশতের টিকিট দিতে পারলে আমরা ফ্রি ইন্টারনেট কেন দিতে পারব না? কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, বেহেশতের টিকিট কাজে লাগল কি লাগল না, সেটা জীবিত অবস্থায় কেউ প্রমাণ করতে পারবে না; কিন্তু ইন্টারনেটের বিষয়টি পারবে!

জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক



জটিল আইটি সমস্যার সমাধান আমাদের কাছেই

আমাদের সেবা সমূহ

- বিজনেস ইমেইল এবং ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট
- আপনার তথ্য হ্যাকার এর কাছ থেকে সুরক্ষিত রাখা
- ক্লাউডের মাধ্যমে আপনার ফাইল ব্যাকআপ রাখা
- ওয়্যারলেস/নেটওয়ার্ক এবং সার্ভার সেটআপ
- আপনার টেক কনসালটেন্ট
- সিকিউরিটি ক্যামেরা সেটআপ
- ক্যাবলিং এবং ওয়্যারিং (লো ভোল্টেজ)
- বিজনেস ফোন সেটআপ
- অডিও/ভিডিও সরঞ্জাম সেটআপ
- লাইভ স্ট্রিমিং সেটআপ

আমরা আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি সেজন্য আজ আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন!

যোগাযোগ মাধ্যমঃ

516-853-0476 hello@interlinked360.com www.interlinked360.com

কর্মময় জীবনে বরকত লাভের উপায়

ইমতিয়াজ মাহমুদ আনাস

মানুষ হিসেবে আমরা কেউই অর্থহীন, এলোমেলো বা লক্ষ্যহীন জীবন চাই না। প্রত্যেক মানুষই চায় তার জীবন হোক সুন্দর, সফল এবং অন্তরে প্রশান্তিতে ভরা। আমরা চাই জীবনে প্রয়োজনীয় সচ্ছলতা থাকুক, সম্মান থাকুক, কাজের স্বীকৃতি থাকুক এবং একই সঙ্গে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাখিল হোক কল্যাণ ও বরকত। বাস্তবতা হলো সাফল্য আর প্রশান্তি সব সময় একসাথে আসে না। অনেক মানুষ আছে যারা বাহ্যিকভাবে সফল, কিন্তু অন্তরে অশান্ত। আবার কেউ কেউ অল্পতেই সন্তুষ্ট, কিন্তু জীবনে স্ববিরতা আর অগ্রগতির অভাব স্পষ্ট। প্রকৃত সফলতা তখনই আসে, যখন কর্মময় জীবন ও বরকতপূর্ণ জীবন একসাথে মিলিত হয়।

কর্মময় জীবন মানুষকে এগিয়ে নেয়, তাকে দায়িত্বশীল করে তোলে, তার সম্ভাবনাকে বিকশিত করে। আর বরকতপূর্ণ জীবন মানুষকে মানসিক প্রশান্তি দেয়, অন্তরের তৃপ্তি দেয়, অল্পে বেশি ফল পাওয়ার সৌভাগ্য এনে দেয়। এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করাই একজন সচেতন মুমিনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। ইসলাম কখনো এমন জীবন শেখায় না, যেখানে শুধু ইবাদত থাকবে কিন্তু দায়িত্ববোধ থাকবে না; আবার এমন জীবনও নয়, যেখানে কাজ থাকবে কিন্তু আল্লাহর স্মরণ থাকবে না।

বরকতময় ও কর্মচঞ্চল জীবন গঠনের প্রথম ধাপ হলো নিজের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হওয়া। একজন মানুষ যদি শারীরিকভাবে দুর্বল হয়, মানসিকভাবে বিধ্বস্ত থাকে, তাহলে তার পক্ষে নিয়মিত কাজ করা, ইবাদতে মনোযোগী হওয়া বা দায়িত্ব পালনে দৃঢ় থাকা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবনধারার কথা বলে যেখানে বিশ্রাম আছে, কিন্তু অলসতা নেই; আনন্দ আছে, কিন্তু গাফেলতি নেই; কাজ আছে, কিন্তু আত্মবিশ্রুতি নেই।

জীবনে কঠিন সময় আসবেই। হতাশা, ব্যর্থতা, আর্থিক চাপ, পারিবারিক দৃশ্চিন্তা এসব থেকে কেউ মুক্ত নয়। কিন্তু মুমিনের পার্থক্য এখানেই যে, সে হতাশার কাছে আত্মসমর্পণ করে না। সে আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা রাখে এবং একই সঙ্গে সমস্যার সমাধানে বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করে। ইসলামে শুধু তাওয়াক্কুলের কথা বলা হয়নি, তাদবীরের কথাও বলা হয়েছে। কারণ অলস বসে থাকা, ভাগ্যের ওপর সব চাপিয়ে দেওয়া এগুলো ইসলামী শিক্ষা নয়।

ইসলাম অলসতা ও উদাসীনতাকে অত্যন্ত নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখে। অলসতা কোনো নিরীহ স্বভাব নয়; বরং এটি ধীরে ধীরে মানুষকে ভেতর থেকে ক্ষয় করে দেয়। অলস মানুষ সময়ের মূল্য বোঝে না, সুযোগ হারায়, দায়িত্ব এড়িয়ে চলে এবং একসময় নিজের অক্ষমতাকেই স্বাভাবিক বলে মেনে নেয়। এই মানসিকতা মানুষকে ইবাদতেও দুর্বল করে দেয়। নামাজে দেরি হয়, আমলে শৈথিল্য আসে, নেক কাজ পিছিয়ে যেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত মানুষ এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যায়,



যেখানে সে ভালো কাজের কথা ভাবলেও তা বাস্তবায়ন করতে পারে না।

এই অলসতার পেছনে সবচেয়ে বড় উসকানিদাতা হলো শয়তান। শয়তান মানুষকে একদিনে ধ্বংস করে না। সে ধীরে ধীরে কাজ করে। প্রথমে বলে “এখন না, পরে করো।” তারপর বলে “আজ না, কাল করো।” এভাবেই ইবাদত, দায়িত্ব ও কল্যাণকর কাজগুলো পিছিয়ে যেতে থাকে। একসময় মানুষ আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরে যায় এবং তার জীবন হয়ে ওঠে শূন্য ও নিষ্ফল।

মানবজীবন মূলত একটি কর্মমুখর যাত্রা। এই যাত্রায় কেউ প্রতিটি মুহূর্তকে মূল্যবান মনে

করে, আবার কেউ সময়কে অবহেলা করে নষ্ট করে ফেলে। কর্মঠ মানুষ জানে সময় একবার চলে গেলে আর ফিরে আসে না। তাই সে নিজের সময়কে পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করে। যেমন ধারালো ছুরি নিয়মিত ব্যবহারে আরও ধারালো হয়, তেমনি নিয়মিত কাজ ও দায়িত্ব পালন মানুষের দক্ষতা বাড়িয়ে দেয়। এর প্রভাব শুধু দুনিয়াবি জীবনে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং পরকালীন জীবনের জন্যও তা পাথেরয় হয়ে ওঠে।

এর বিপরীতে অলস ও উদাসীন মানুষ ধীরে ধীরে নিজের সম্ভাবনাকে হত্যা করে। সে অজুহাতে আশ্রয় নেয়, অন্যের দোষ ধরে, পরিস্থিতিকে দায়ী

করে, কিন্তু নিজে পরিবর্তনের জন্য এগোয় না। ফলে তার জীবন স্ববির হয়ে যায়, আত্মসম্মান ক্ষয় হতে থাকে এবং হতাশা তাকে গ্রাস করে।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এখানে অলসতা, কর্মবিমুখতা কিংবা পরনির্ভরশীলতার কোনো স্থান নেই। বরং ইসলাম মানুষকে দায়িত্বশীল, কর্মঠ ও আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। কুরআনে নামাজের মতো মহান ইবাদত শেষ হওয়ার পর মানুষকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (সূরা জুমু'আ, আয়াত ১০)। এর মাধ্যমে স্পষ্ট করা হয়েছে ইবাদত মানুষকে কাজ থেকে দূরে সরানোর জন্য নয়, বরং কাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে ছিলেন একজন অত্যন্ত কর্মঠ মানুষ। তিনি কখনো অলস জীবন যাপন করেননি এবং তাঁর সাহাবিদেরও অলসতা পছন্দ করতেন না। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য আর কিছু নেই, এমনকি আল্লাহর নবী দাউদ আলাইহিস সালাম নিজ হাতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন (বুখারি, হাদিস: ২০৭২)। এই হাদিস প্রমাণ করে যে, পরিশ্রম ও হালাল উপার্জন নবীদের সূর্য্যাত।

কর্মমুখর জীবন গঠনের ক্ষেত্রে দিনের শুরুটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফজরের পর ঘুমিয়ে পড়া অলসতার অন্যতম প্রধান কারণ। ভোরের সময়টি এমন একটি সময়, যখন মন পরিস্কার থাকে, পরিশেষে শান্ত থাকে এবং কাজে মন বসে। রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর উম্মতের জন্য সকালের সময় বরকতের দো'আ করেছেন (তিরমিজি, হাদিস: ১২১২)। যারা ভোরে কাজে অভ্যস্ত, তাদের জীবনে সাধারণত শৃঙ্খলা, গতিশীলতা ও বরকত লক্ষ্য করা যায়।

নামাজে গাফেলতি অলসতার আরেকটি বড় কারণ। সময়মতো নামাজ আদায় না করলে শয়তান মানুষের ওপর আরও প্রভাব বিস্তার করতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঘুমন্ত মানুষের ওপর শয়তান গিঁট দেয়, কিন্তু আল্লাহর স্মরণ, ওজু ও নামাজের মাধ্যমে সেই গিঁট খুলে যায় এবং মানুষ সকালবেলা উদ্যমী হয়ে ওঠে (বুখারি ও মুসলিম)। অর্থাৎ নামাজ শুধু আখিরাতের জন্য নয়, দুনিয়ার কর্মক্ষমতার জন্যও অপরিহার্য।

বর্তমান যুগে অলসতার একটি বড় উৎস হলো সময়ের অপচয়। মোবাইল ফোন, সোশ্যাল মিডিয়া, অপ্রয়োজনীয় ভিডিও ও অর্থহীন আলোগ এসব আমাদের অজান্তেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেড়ে নেয়। ইসলাম স্পষ্টভাবে শিক্ষা দেয় অর্থহীন কথা ও কাজ পরিত্যাগ করা একজন মানুষের ইসলামের সৌন্দর্যের অংশ (তিরমিজি, হাদিস: ২৩১৭)। যে ব্যক্তি নিজের সময়ের মূল্য বোঝে, সে অলসতার কাছে সহজে পরাজিত হয় না।

ইসলাম মানুষকে আত্মনির্ভরশীল হতে শেখায়। সমাজের চোখে ছোট মনে হবে এই ভয়ে হালাল পরিশ্রম থেকে পিছিয়ে যাওয়া মুমিনের জন্য শোভন নয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

বলেছেন মানুষের কাছে হাত পাতার চেয়ে নিজের কাঁধে কাঠ বহন করাও উত্তম (বুখারি, হাদিস: ১৪৭০)। এই শিক্ষা আমাদের আত্মসম্মান, পরিশ্রম ও দায়িত্ববোধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

সংকাজের ক্ষেত্রে দেরি করা আরেকটি মারাত্মক অলসতা। নেক কাজের সুযোগ এলে আজই তা বাস্তবায়ন করা উচিত। কারণ ফিতনার সময় কখন আসবে, ঈমান কখন দুর্বল হয়ে পড়বে তা কেউ জানে না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফিতনার আগেই সংকাজে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন (মুসলিম, হাদিস: ১১৮)। কুরআনেও জান্নাত ও ক্ষমার দিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩০)।

সং ও কর্মঠ মানুষদের জীবনী অধ্যয়ন করাও কর্মমুখর জীবন গঠনের একটি কার্যকর উপায়। নবী-রাসূল, সাহাবি, তাবেঈ ও সালাফে সালেহীনদের জীবন আমাদের শেখায় কিভাবে সীমিত সুযোগেও অসাধারণ কাজ করা যায়। কুরআন বলেছে তাদের

মুমিনের জীবনে অলসতার কোনো স্থান নেই। এই দুনিয়াতে যা কিছু কল্যাণকর সৃষ্টি হয়েছে, তা করেছে কর্মঠ ও ব্যস্ত মানুষরা। অলসরা শুধু সমালোচনা করেছে, দোষ ধরেছে, কিন্তু সমাজকে কিছু দিতে পারেনি। তাই আমাদের উচিত অলসতার জড়তা ঝেড়ে ফেলে কর্মমুখর ও বরকতপূর্ণ জীবনের ব্রত গ্রহণ করা।

জীবনের ঘটনাবলিতে বোধসম্পন্ন মানুষের জন্য শিক্ষা রয়েছে (সূরা ইউসুফ, আয়াত ১১১)। সং মানুষের সান্নিধ্য মানুষকে স্বাভাবিকভাবেই কর্মঠ করে তোলে।

মুমিনের জীবনে অলসতার কোনো স্থান নেই। এই দুনিয়াতে যা কিছু কল্যাণকর সৃষ্টি হয়েছে, তা করেছে কর্মঠ ও ব্যস্ত মানুষরা। অলসরা শুধু সমালোচনা করেছে, দোষ ধরেছে, কিন্তু সমাজকে কিছু দিতে পারেনি। তাই আমাদের উচিত অলসতার জড়তা ঝেড়ে ফেলে কর্মমুখর ও বরকতপূর্ণ জীবনের ব্রত গ্রহণ করা।

পরিশেষে বলা যায় ইহকালের কল্যাণ আসে কাজে, আর আখিরাতের কল্যাণ আসে আমলে। এই দুইয়ের সমন্বয়ই একজন পরিপূর্ণ মুমিনের পরিচয়। মরন আল্লাহ আমাদের সবাইকে অলসতা থেকে মুক্ত রেখে কর্মঠ, দায়িত্বশীল ও বরকতপূর্ণ জীবন যাপনের তাওফীক দান করুন। আমিন।

খতিব, নূরে মদীনা জামে মসজিদ, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

ইলম অনুযায়ী আমল না করার পরিণতি

আবদুল্লাহ শুয়াইব

ইলম আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি এক অসাধারণ দান, যা কেবল তথ্য বা জ্ঞানসঞ্চয়ের বিষয় নয়; বরং এটি এমন এক নূর, যা অন্তরকে আলোকিত করে, আচরণকে শুদ্ধ করে এবং জীবনের প্রতিটি মোড়কে আল্লাহমুখী করে তোলে। কিন্তু এই নূর তখনই কার্যকর হয়, যখন তা আমলের রূপ ধারণ করে। নতুবা এই নূর নিজেই মানুষের জন্য অন্ধকার হয়ে দাঁড়ায়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এক সময় একটি হাদীস সংগ্রহের জন্য আলেমদের মাসের পর মাস সফর করতে হতো, রোদ-বৃষ্টি-ক্ষুধা সহ্য করতে হতো। আর আজকের যুগে আমরা ঘরে বসেই কয়েক সেকেন্ডে সহীহ বুখারী, মুসলিম, তাফসীর ইবনে কাসীর কিংবা ইমাম কুরতুবীর ব্যাখ্যা খুলে ফেলতে পারি। এই সহজলভ্যতা নিঃসন্দেহে আল্লাহর এক বিশাল নিয়ামত। কিন্তু প্রশ্ন হলো এই নিয়ামতের যথার্থ শুকরিয়া কি আদায় হচ্ছে? জ্ঞান যত বাড়ছে, অন্তরের নরমভাব কি তত বাড়ছে? কুরআনের আয়াত যত মুখস্থ হচ্ছে, চোখের পানি কি তত ঝরছে? লাইব্রেরির তাক যত ভারী হচ্ছে, সিজদা কি তত দীর্ঘ হচ্ছে?

এই প্রশ্নগুলো এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। কারণ এখানেই লুকিয়ে আছে আমাদের সময়ের সবচেয়ে ভয়ংকর আধ্যাত্মিক সংকট ইলম ও আমলের বিচ্ছেদ। এই বিচ্ছেদ

কোনো উচ্চ শব্দ করে আসে না, বরং নিঃশব্দে ঘৃণাপোকার মতো অন্তরকে খেয়ে ফেলে। মানুষ বাহ্যিকভাবে দ্বীনের কথা বলে, আয়াত-হাদীস উদ্ধৃত করে, বক্তৃতা দেয়, লেখে কিন্তু অন্তরের ভেতর আল্লাহতীতি ক্রমশ শুকিয়ে যেতে থাকে। জ্ঞান তখন আর ইবাদতে নিয়ে যায় না, বরং অহংকারে নিয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা কুরআনে স্পষ্ট করে বলেছেন, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কখনো সমান হতে পারে না। আবার এটাও বলেছেন, তিনি ঈমানদার ও জ্ঞানীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। কিন্তু এই মর্যাদা শতহীন নয়। এই মর্যাদার শর্ত হলো



জ্ঞান যেন কর্মে প্রতিফলিত হয়। নতুবা সেই জ্ঞানই আল্লাহর ক্রোধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত কঠোর ভাষায় ঘোষণা দিয়েছেন তোমরা এমন কথা বলো কেন, যা নিজেরা করো না? আল্লাহর কাছে এর চেয়ে ঘৃণা কিছু নেই। এখানে ব্যবহৃত ‘মাকত’ শব্দটি সাধারণ অসম্ভবতার চেয়েও ভয়াবহ। কারণ কথা ও কাজের এই দ্বন্দ্ব একজন মানুষকে ধীরে ধীরে মুনাফিকীর বৈশিষ্ট্যের দিকে ঠেলে দেয়। আর মুনাফিকী এমন এক ব্যাধি, যার পরিণতি

দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতেই ভয়াবহ।

এই বাস্তবতাকে আরও স্পষ্ট করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মি'রাজের রাতে দেখা এক ভয়ংকর দৃশ্যের কথা বলেছেন। তিনি দেখেছেন এমন একদল মানুষ, যাদের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছে। জিবরীল আলাইহিস সালাম তাঁকে জানানেন এরা সেই বক্তা ও দাঁড়, যারা মানুষের সামনে কথা বলত, কিন্তু নিজেরা সে অনুযায়ী আমল করত না। তারা আল্লাহর কিতাব পড়ত, কিন্তু তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করত না। এই হাদীস কেবল সাধারণ পাপীদের



জন্য নয়; এটি মূলত জ্ঞান বহনকারী, মিস্বের দাঁড়ানো, কলম হাতে নেওয়া মানুষদের জন্য এক প্রচণ্ড সতর্বার্তা। কারণ তাদের বিচ্যুতি শুধু তাদের নিজেদের ধ্বংস করে না, বরং অসংখ্য মানুষকে দ্বীন থেকে বিমুখ করে দেয়।

এই কারণেই সালাফে সালেহীনরা আমলহীন জ্ঞানীকে সবচেয়ে বেশি ভয় করতেন। তারা বলতেন, একজন প্রকাশ্য পাপীর চেয়ে পাপী আলেম বেশি ভয়ংকর। কারণ সাধারণ পাপী লজ্জিত থাকে, অনুতপ্ত হয়। কিন্তু আমলহীন আলেম

নিজের জ্ঞানকে ঢাল বানিয়ে নেয়। সে নিজের ভুলকে ভুল মনে করে না। তার জ্ঞানের মুখোশের আড়ালে মানুষ যখন পাপাচার দেখতে পায়, তখন তারা শুধু ব্যক্তিকে নয়পূরো দ্বীনকেই প্রম্ববদ্ধ করতে শুরু করে।

আরেকটি গভীর লক্ষণ আছে যখন কোনো ব্যক্তি বা সমাজের ওপর থেকে আল্লাহর রহমত উঠিয়ে নেওয়া হয়, তখন সেখানে আমলের জাগ্রা দখল করে নেয় তর্ক। মানুষ আত্মশুদ্ধির পথ ছেড়ে বিতর্কের ময়দানে নেমে পড়ে। ইমাম আওবাঈ বলেছিলেন, আল্লাহ যখন কোনো জাতির অকল্যাণ চান, তখন তাদের তর্কের দরজা খুলে দেন এবং আমলের দরজা বন্ধ করে দেন। আজ সোশ্যাল মিডিয়ার দিকে তাকালেই এর বাস্তব চিত্র দেখা যায়। ফিকহের সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঝগড়া, আকীদার নামে একে অপরকে কাফির বানানো কিন্তু ফজরের জামাতে অনীহা, চরিত্র সংশোধনে উদাসীনতা। ইলম যদি আমলে পরিণত না হয়, তবে সেই ইলম ধীরে ধীরে পথভ্রষ্টতার কারণ হয়। আল্লাহ তাআলা এমন লোকদের উদাহরণ দিয়েছেন যারা কিতাব বহন করে, কিন্তু তার হক আদায় করে না তারা সেই গাধার মতো, যে বইয়ের বোঝা বহন করে, কিন্তু ভেতরের কিছুই বোঝে না। এই আয়াত কেবল অতীতের এক জাতির জন্য নয়; এটি আজকের মুসলিম সমাজেরও আয়না। আমরা অনেকেই জানি কী হারাম, কী হালাল; কী করা উচিত, কী করা উচিত নয়। কিন্তু জ্ঞান বাস্তব জীবনে নামতে চায় না। তখন জ্ঞান শুধু তথ্য হয়ে থাকে, হেদায়াত হয়ে ওঠে না।

আরও ভয়ংকর বিষয় হলো আমল না করলে ইলম টিকে থাকে না। ইলম কোনো মৃত সম্পদ নয়; এটি জীবন্ত। সুফিয়ান ছাওরী বলেছিলেন, ইলম আমলকে ডাক দেয়। যদি আমল সাড়া দেয়, ইলম থাকে। না দিলে ইলম চলে যায়। কখনো স্মৃতি থেকে মুছে যায়, কখনো তাওফীক ছিনিয়ে নেওয়া হয়, কখনো বরকত হারিয়ে যায়। মানুষ হয়তো কথা বলতে পারে, কিন্তু সেই কথায় আর নূর থাকে না।

সবশেষে, আমল ছাড়া ইলমের প্রকৃত স্বাদ পাওয়া যায় না। বই পড়ার আনন্দ আর আমলের আনন্দ এক নয়। যে ব্যক্তি জানে হাসিমুখে কথা বলা সদকা আর যে ব্যক্তি বাস্তবে কাউকে হাসিয়ে স্বস্তি দেয় এই দু'জন এক নয়। দ্বিতীয়জনই ইলমের স্বাদ পেয়েছে। এই স্বাদ থেকেই জন্ম নেয় তাকওয়া। আর তাকওয়াই হলো ইলমের চূড়ান্ত ফল।

সুতরাং ইলম কোনো অলংকার নয়, কোনো আত্মপ্রদর্শনের উপকরণ নয়। এটি এক ভয়ংকর আমানত। এই আমানতের হক আদায় না করলে, সেই ইলমই কিয়ামতের দিন আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে। তাই প্রয়োজন প্রতিটি নতুন জ্ঞানের সঙ্গে একটি নতুন আমল যুক্ত করা। তবেই জ্ঞান নূর হবে, বোঝা হবে না। তবেই ইলম আমাদের উদ্ধার করবে, ধ্বংস করবে না।

শিক্ষার্থী, আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

WWW.MOINLAW.COM



LAW OFFICES
Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256

(To schedule appointment only)

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস বিনামূল্যে পরামর্শ

প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং

ক্লায়েন্টদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

• **IMMIGRATION**
(Consultation fee applies)

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্ত পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি



Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm

37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372

Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590

Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com

New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372



Member

H1B

L1A VISA

EB5

E2 VISA

POLITICAL ASYLUM

হটলাইন : +1 ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

ভারতে বসে বাংলাদেশে রাজনীতিতে ফেরার ছক আ.লীগ নেতাদের

গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বাংলাদেশে তারা ‘অপরাধী’ ও ‘পলাতক’ হিসেবে চিহ্নিত। তাদের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধ, হত্যা ও অর্থ পাচারের মামলা রয়েছে। তবে ভারতের কলকাতার শপিংমল আর ফুডকোর্টে বসে নির্বাসিত আওয়ামী লীগ নেতারা বাংলাদেশের রাজনীতিতে ফেরার ছক কষছেন। এমন তথ্য উঠে প্রকাশিত হয়েছে ব্রিটিশ গণমাধ্যম গার্ডিয়ানের এক প্রতিবেদনে।

১৬ মাস আগে গণ-অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা দেশ ছাড়তে বাধ্য হন। জাতিসংঘের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সেই সময় প্রায় ১,৪০০ মানুষ প্রাণ হারান। এরপর রোয়ানল থেকে বাঁচতে প্রায় ৬০০ নেতা-কর্মী কলকাতায় আশ্রয় নিয়েছেন। কলকাতায় অবস্থান করা গার্ডিয়ানের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক

সংবাদদাতা হ্যানা এলিস-পিটারসেনের প্রতিবেদনে বলা হয়, ভারত এখন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক কার্যক্রম সচল রাখার প্রধান ক্ষেত্র। গত বছর মে মাসে অন্তর্বর্তী সরকার আওয়ামী লীগের সব কার্যক্রম স্থগিত করে। ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনেও দলটিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এদিকে যুদ্ধাপরাধ ট্রাইবুনাল শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দিলেও তিনি দিল্লিতে বসে সব পরিকল্পনা করছেন। তিনি প্রতিদিন প্রায় ১৫-১৬ ঘণ্টা দলের নেতা-কর্মী ও তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ রাখছেন। ভারত সরকার বাংলাদেশের প্রতাপর্ণ অনুরোধ উপেক্ষা করে শেখ হাসিনাকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়ে রেখেছে।

কলকাতায় অবস্থানরত নেতাদের মধ্যে আছেন সাবেক মন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক, বাহাউদ্দিন নাছিম ও ছাত্রলীগ সভাপতি সাদ্দাম হোসেন। সাদ্দাম হোসেন জানান, শেখ

হাসিনা ‘হিরো’ হিসেবে দেশে ফিরবেন। দেশে তাদের বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ ‘মিথ্যা’ বলে দাবি করছেন।

সাবেক মন্ত্রী নানক বর্তমান নির্বাচনকে ‘প্রহসন’ আখ্যা দিয়ে দলের কর্মীদের সব ধরনের প্রচারণা ও ভোট বর্জন করার নির্দেশ দিয়েছেন।

শেখ হাসিনার ১৫ বছরের শাসনামলে গুম, খুন ও বিচারহীনতার যে অভিযোগ হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ও জাতিসংঘ দিয়েছে, তা নিয়ে এসব নেতার মধ্যে কোনো অনুশোচনা দেখা যায়নি। বাহাউদ্দিন নাছিম জুলাই অভ্যুত্থানকে ‘সন্ত্রাসী দখলদারিত্ব’ বলে মন্তব্য করেছেন। তবে সাবেক এমপি তানভীর শাকিল জয় স্বীকার করেছেন, তাদের আমলে কিছু ‘ভুল’ ও ‘কর্তৃত্ববাদী আচরণ’ ছিল।

দিল্লিতে শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক প্রকাশ্য ভাষণ ও নির্বাচন নিয়ে কড়া মন্তব্যের পর ঢাকা ও দিল্লির মধ্যে কূটনৈতিক উত্তেজনা রেড়েছে।



জ্যাকসন হাইটসে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলো শবে বরাতের মাহফিল

ডেস্ক রিপোর্ট

মহিমাম্বিত রাত শবে বরাত বা লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান জ্যাকসন হাইটসে এ বছর উদযাপিত হয়েছে ব্যতিক্রমী আবেগ ও উদ্দীপনায়। গত ২ ফেব্রুয়ারি (সোমবার) বাদ মাগরিব সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এই মাহফিলে শবে বরাতের মাহাত্ম্য ও ফজিলত তুলে ধরেন আমন্ত্রিত আলেম ও বক্তারা।

দীর্ঘ প্রায় এক যুগ ধরে স্থানীয় কিছু মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারে এ রাতের কর্মসূচি না থাকায় প্রবাসী মুসলমানদের মধ্যে যে আফসোস ও বেদনাবোধ জমে উঠেছিল, তারই এক অনন্য প্রতিফলন ঘটেছে এ আয়োজনের মাধ্যমে।

বিষয়টি গভীরভাবে অনুধাবন করেন গোস্তেন এইজ হোমকেয়ার ও শাহ নেওয়াজ গ্রুপের সিইও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শাহ নেওয়াজ ও তাঁর সহধর্মিণী রানো নেওয়াজ। জ্যাকসন হাইটসের মুসলমানদের দীর্ঘদিনের আক্ষেপের প্রতি সাড়া দিয়ে তাঁরা

ক্রততার সঙ্গে একটি রহানী মাহফিল আয়োজনের উদ্যোগ নেন। তাঁদের এই উদ্যোগে বিগত ১০ বছর ধরে যে শবে বরাত উদযাপন থেকে বঞ্চিত ছিলেন স্থানীয় মুসলমানরা, এ বছর তাঁরা তা পালন করেন ব্যাপক উৎসাহ ও ধর্মীয় ভাবগান্ধীর্যের মধ্য দিয়ে।

অতিথি বক্তা ইমাম কাজী কায়ুম তাঁর বক্তব্যে বলেন, পবিত্র কোরআনের সূরা দুখানের আয়াতের মর্মার্থ অনুযায়ী এই রাতে মহান আল্লাহ বান্দার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর ফয়সালা করে থাকেন। বিগত এক বছরের আমলনামা পেশ করা হয় এবং আগামী এক বছরের জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ ও বিপদাপদ লিপিবদ্ধ করা হয়। সূর্যাস্ত থেকে ফজর পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা ও দান করার জন্য বান্দাদের অপেক্ষায় থাকেন—এ কারণেই এ রাত মানব জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অনুষ্ঠানে পবিত্র কালাম থেকে তেলাওয়াত করেন নতুন প্রজন্মের ইমাম কারী মুসতানজিদ বিল্লাহ রাব্বানী। এছাড়া বক্তৃতা রাখেন বাংলাদেশ

সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, এটর্নি মর্দন চৌধুরী, গোস্তেন এইজ হোমকেয়ার প্রোগ্রাম প্ল্যানার অনিক রাজ, আই টিভির পরিচালক শহীদুল্লাহ, জেএমসি’র নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক ফখরুল দেলওয়ার এবং কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট ফাহাদ সোলাইমানসহ আরও অনেকে।

অনুষ্ঠানের সভাপতি শাহ নেওয়াজ স্বল্প সময়ের নোটিশে মাহফিলে উপস্থিত হওয়া সকল অংশগ্রহণকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ঘোষণা দেন, ইনশাআল্লাহ এই মাহফিল প্রতি বছরই অনুষ্ঠিত হবে। তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ে বলেন, শবে বরাত বিদ্বৈরীরা মসজিদ বন্ধ করে দিলেও ভবিষ্যতে আরও বৃহৎ পরিসরে জ্যাকসন হাইটসে শবে বরাত পালিত হবে।

মিলাদুনবী ও ঈসালে সাওয়াবের দোয়া পরিচালনা করেন ইমাম কাজী কায়ুম। দোয়া শেষে উপস্থিত মুসল্লিদের মাঝে তাবারক বিতরণ করা হয়। পুরো অনুষ্ঠানটি সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করেন শাহ শহীদুল হক।

এনসিপিকে ভোট দেওয়ার কথা বলেছেন। আর ১৮ দশমিক ৬ শতাংশ ভোটার এখনো তাদের সিদ্ধান্ত জানাননি।

জরিপে দেখা গেছে, ভোটাররা ব্যক্তিগত যোগ্যতা বা বিশেষ দক্ষতার চেয়ে জনদরদি প্রার্থীকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন।

জরিপের তথ্য অনুযায়ী, ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে দল ও প্রার্থী উভয়কেই সমান গুরুত্ব দেবেন বলে জানিয়েছেন ৩৩ দশমিক ২ শতাংশ ভোটার। অন্যদিকে ৩০ দশমিক ৪ শতাংশ ভোটার কেবল দলকে গুরুত্ব দেবেন বলে জানিয়েছেন। শুধু প্রার্থীকে গুরুত্ব দেবেন বলে মত দিয়েছেন ৩০ দশমিক ২ শতাংশ ভোটার। আর ৬ দশমিক ১ শতাংশ ভোটার এখনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি, দল নাকি প্রার্থী—কোনটি তাঁদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

অনুষ্ঠানে বিশেষজ্ঞ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব রিডিংয়ের অর্থনীতি বিভাগের ভিজিটিং প্রফেসর এম নিয়াজ আসাদুল্লাহ এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মো. সাহাবুল হক।

একটি জন্মানুক পরিবারের গল্প



ডাঃ জিয়াউদ্দিন আহমেদ

বগুড়া জেলার একটি গ্রামের ১৬ জনের সবাই জন্মানুক। এই পরিবারের উপর গত বছর একটি হৃদয়গ্রাহী প্রতিবেদন বের করে সময় টেলিভিশন। তা দেখে সবাইকে পাঠায় যুক্তরাষ্ট্র, ম্যানচেস্টার প্রবাসী মিজান রহমান। এক সময়ের জাতীয় হকি খেলোয়াড়, এখন সিলেটের শহরতলিতে একটি ছোট চক্ষু হাসপাতাল করে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য আশার আলো। তার পোস্টটি দেখে অনেকেই নির্বাক হয়ে যান। অনেকেইই সামর্থ্য আছে সহায়তা করার বা সহানুভূতি দেওয়ার, কিন্তু আমেরিকার নিউ জার্সির সফল ব্যবসায়ী লোবান সিদ্দিকী বসে থাকতে পারলেন না। আমাকে ফোন করে বললেন, “আমি এই পরিবারের সবার চোখের চিকিৎসার সব খরচ দেব। তাদের ভাঙা ঘর মেরামত করে দেব, তাদের ভিক্ষাবৃত্তির পরিবর্তে দোকান করে দেব। আপনি ব্যবস্থা করুন।”

আমি আমার ঢাকা মেডিকেলের সার্জদকে ফোন করলাম। গ্রামের নাম বের করে পরিবারের সাথে যোগাযোগ করতে বললাম। আমরা যখন জীবনের উন্নতি করার জন্য বিদেশে পাড়ি জমাই, মুক্তিযোদ্ধা আরশাদ তখন গরীব মানুষের সেবা দেওয়ার জন্য রাজধানী থেকে তার নিজ জেলায় ফিরে যান। শুরু করেন বিভিন্ন সেবাদান—ফ্রি চিকিৎসা থেকে শুরু করে খুঁজে খুঁজে বিভিন্ন সহায়তা এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি।

আরশাদ একটু ইতস্তত করে বললেন, “আমি কালকেই যেতাম, কিন্তু রুবার কানসারের কিমো চলছে এবং সে ঝিনা থেকে এখন উঠতে পারছেন। তবে চিন্তা নেই, আমি পাশের গ্রামের এক শিক্ষককে চিনি, যে ভালো মানুষ আর আমার কথা শুনবে।” তরুণ স্কুল শিক্ষক মেহদী হাসান সেই গ্রামে গিয়ে পরিবারের সাথে কথা বললেন, আশার বার্তা শোনালেন। কিন্তু তাদের সন্দেহ গেল না। তারা বললেন, বহু বছর ধরে কত লোক এসেছে, কত ছবি তোলা হয়েছে, কত আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, সরকার অনুদান দিয়েছে—শুনছি কিন্তু হাতে পাইনি। সবাই মিলে ভিক্ষা করে, ভাঙা ঘরে বৃষ্টি পড়ে, মানুষের অবহেলা আর সহমর্মিতা মিলে জীবন স্থবির হয়ে আছে। আশার কথা শুনলে এখন ভয় লাগে।

লোবান সিদ্দিকী শিক্ষক মেহদী হাসানের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখলেন। তাকে বেশ কিছু টাকা পাঠালেন যেন তাদেরকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যেতে পারে, টেস্ট করতে পারে, এবং মায়া মমতা দিয়ে রেস্তোরায় খাওয়াতে পারে। চলতে থাকলো পরিকল্পনা ও অস্থা অর্জনের প্রক্রিয়া। জানা গেল, তাদের আগে চোখ পরীক্ষা করানো হয়েছে। কোন

কোন এনজিও এবং দরদী মানুষ সহায়তা করেছেন। কিন্তু জীবন তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি।

ঢাকায় আমাদের প্রিয় মানুষ চোখের ডাক্তার ডাঃ খায়ের, জাতীয় চক্ষু ইনস্টিটিউটের পরিচালক ছিলেন। জুলাইয়ের যোদ্ধাদের চোখের চিকিৎসার সব দায়িত্ব তিনি নিয়েছিলেন। এখন তিনি এডিশনাল ডিজি হেলথ। তার সাথে পরামর্শ করলাম। তার সহায়তায় বগুড়া মেডিকেল কলেজের চক্ষু বিভাগে তাদের কয়েকজনকে দেখানো হলো। শুধু একটি শিশুর হয়তো অপারেশন করলে কিছু দৃষ্টি ফিরে আসতে পারে।

ইতিমধ্যে আমি সমাজ কল্যাণ উপদেষ্টা শারমীন মুরশিদকে টেক্সট পাঠালাম, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় যা করতে পারে তার উদ্যোগ নেওয়ার জন্য। তিনি বললেন, “আমি কালকেই লোক পাঠাবো।” আমি নাবিকের (নর্থ আমেরিকা বাংলাদেশী ইসলামিক সার্কেল) ডাঃ রাশেদ নিজামকে ঘটনা জানিয়ে সাহায্য চাইলাম। তিনি বললেন, “আমরা শিঘ্রই লোক পাঠিয়ে খবর নেব এবং তাদের সহায়তা করব।”

লোবান আর শিক্ষক মেহদি হাসান তাদের সেই একমাত্র শিশুর চোখের অপারেশনের ব্যবস্থা করতে উদ্যোগ নিয়ে সময় নির্ধারণ করতে চাইলেন। হঠাৎ পরিবার বেঁকে বসলো। বললো তারা শিশুর চোখের অপারেশন করাবে না। আরেকজন বললো, একবার তার অপারেশন করা হয়েছিল, লাভ হয়নি। খবরগুলি নতুন। সবাই বিস্মিত হয়ে গেল। শিক্ষক বোঝালেন, অপারেশন করলে তাদের বাড়ী-ঘর ঠিক করে দেওয়া হবে এবং একটি উপার্জনের উপায়ও দেওয়া হবে যাতে ঘরে ঘরে ভিক্ষা করতে না হয়। সময় দেওয়া হল। কিন্তু তারা অনড়। বুঝলাম মানুষের উপর শুধু অবিশ্বাস নয়, তাদের জীবনের এই ধরাকে তারা পরিবর্তন করার সাহস হারিয়েছে। স্বপ্ন দেখার সাহস নেই। কোন অনিশ্চয়তা তারা নিতে পারছে না। লোবানের খুব মন খারাপ। আমি বললাম, মেনে নিতে হবে। যে যেভাবে যে কেউ জীবনে স্তম্ভি পায় তাই তো করা দরকার।

আমি ডাঃ রাশেদ নিজামকে টেক্সট করে জানালাম। বললাম, তাদের বাড়ী-ঘর বানিয়ে একটি দোকান দিয়ে দেব। নাবিক থেকে তোমাদের কি কোন সিদ্ধান্ত হয়েছে জানিও।

রাশেদ নিজাম টেক্সট করলেন, “দুঃখিত আপনাকে জানাতে দেরি হলো, সাদেক ভাই। আমরা তাদের কয়েকজনকে ঢাকার শ্রেষ্ঠ রিটিনার পাঠালেন যেন তাদেরকে দেখিয়েছি। কোন আশা নেই। তবে আমরা তাদের বাড়ী-ঘর মেরামত করে জীবিকা অর্জনের দায়িত্ব নিয়েছি।” এই পুরো বিষয়টি পরিবার আমাদের, শিক্ষক বা লোবানের সাথে একেবারেই জানায়নি। তারা হয়তো বুঝেনি যে

এই উদ্যোগ একই জায়গা থেকে ই কিন্তু বিভিন্ন মারফত শুরু হয়েছে। উদ্দেশ্য একই—তাদের জন্য কিছু একটা করার প্রত্যাশা।

মনটা ভালো হলো, কিন্তু একটি নরম দুঃখ কোথাও যেন আটকে থাকলো। যারা গরীব আর বঞ্চিত, তাদের জীবন সংগ্রাম সত্যিই দুঃখের, এবং সাধারণ মানুষের ভুল বোঝার যথেষ্ট কারণ থাকতেই পারে।

লোবানকে বললাম, “দুঃখ করোনা। তোমার জন্যই তো সব হলো। যে ভাবেই হোক, এটিই তো প্রাপ্য ছিল।”

নাবিক সম্পর্কেও কিছু বলা প্রয়োজন।

নাইন ইলেভেনের পর কথা হচ্ছিল নাবিকের অন্যতম কান্ডারী, বিশ্বখ্যাত অধ্যাপক ও পরিচালক ডাঃ মোহাম্মদ আতাউল করীমের সাথে। তার অর্জনের কথা বললে শেষ হবেনা। ১৯৭০ সালে তিনি সিলেট এম.সি. কলেজে সব চেয়ে মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তখন তিনি ছাত্রলীগের সদস্য ছিলেন। তার বাবা ডাক্তার, নিজ এলাকায় আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন।

তিনি বললেন, “আজকের পৃথিবীতে আমরা বাঙালী মুসলিম, কিন্তু শুধু ধর্ম এক হওয়ার জন্য অন্য বিভিন্ন দেশের রাজনীতি বা বিভাজনের সংঘাতের জন্য সেই মুসলিমদের সাথে আমাদের এক করে দেখার সুযোগ দেওয়া যাবেনা। আমরা স্বতন্ত্র, স্বাধীন, ভাষা, ঐতিহ্য আর ইতিহাস নিয়ে ভিন্ন। আমাদের সে জন্য বাংলাদেশের মুসলমান হিসেবে শুধু পরিচিতি নয়, বহু ভালো কাজ করে গর্বিত হতে হবে। অন্য ধর্মের মতন মুসলিমরা এখন চ্যারিটি করে না। আমরা দুঃখি মানুষদের জন্য বড় করে সহায়তা করব। আমাদের কাজ ধর্ম প্রচার করা নয়। আমরা আমাদের ধর্মকে নিজেদের কাছে আর বিশ্বের মানুষের কাছে তার সত্যিকারের মহিমা ও মূল্যবোধকে প্রকৃত জ্ঞান দিয়ে পরিচয় করিয়ে সম্মানের আসনে বসাব।”

আজ বহু বছর ধরে নাবিক বাংলাদেশে বহু প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের মাধ্যমে নিরবভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষের সকল দুঃখে তারা এগিয়ে আসতে চায়। এমনকি তারা শ্মশানঘাটের জন্য জমি কিনে দিয়েছে। অনেকেই ধর্মের নামে কিছু করলে ডানপাশি বা রাজনৈতিক ইসলামিক দলের সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারে বলে এড়িয়ে চলেন। কিন্তু নাবিক তার গন্তব্যে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে।

আজকের গল্পের বেশ কিছু দিক আছে। চিন্তা করার সুযোগ আছে। এটাই আমাদের জীবন, এবং এর ভিতরের অনাবিল ও অস্ফুট চিত্রপট বারবার মনে করিয়ে দেয়, আমরা এখনো অনেক কিছুই জানি না। জীবনের অসাধারণ গল্পগুলো আসলে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন চিত্র ছাড়া আর কিছু নয়।

জিতলেও ফল ঝুলবে বিএনপির ২ প্রার্থীর

এই আদেশ দেন।

আইনজীবীরা জানিয়েছেন, তাঁরা নির্বাচন করতে পারবেন, তবে বিজয়ী হলে আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের ফলাফলের গেজেট প্রকাশ স্থগিত থাকবে।

রিটানিং কর্মকর্তা চট্টগ্রাম-৪ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আসলাম চৌধুরীর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করেছিলেন। তবে ঋণখেলাপির

অভিযোগে নির্বাচন কমিশনে পৃথক আপিল করেছিল জামায়াতের প্রার্থী আনোয়ার সিদ্দিকী ও সংশ্লিষ্ট ব্যাংক।

এদিকে চট্টগ্রাম-২ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সরোয়ার আলমগীরের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করেছিলেন রিটানিং কর্মকর্তা। তবে তাঁর বিরুদ্ধে ঋণখেলাপির অভিযোগে নির্বাচন কমিশনে আপিল করেছিলেন জামায়াতের প্রার্থী মুহাম্মদ নুরুল আমিন।

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্জ ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500

Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:

30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:

170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com



Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

• Tax Preparation

Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.

• Represent Taxpayers before the IRS / State Tax Authority

• Accounting

Payroll, Sales Tax, etc.

• Immigration

(No Legal Advice)

• New Business Setup & more...



Wasi Choudhury, EA

Admitted to Practice before the IRS

সাবেক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ট্রান্সিট
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক

Member: naea NYSSEA

Tel: 718-440-6712

718-205-3460

Fax: 718-205-3475

Email: wasichoudhury@yahoo.com



ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে
ও পেমেন্ট করতে পারেন

এখানে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক এর সদস্য পদ গ্রহণ /
নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয়
অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।



37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী



এটিএম, ফোন কার্ড এবং
মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই



- প্রতিদিন সর্বোচ্চ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্সুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন
প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রুকস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২



মিশিগানে নানা আয়োজনে সরস্বতী পূজা উদযাপন

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

মুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের বিভিন্ন শহরে প্রবাসী সনাতন ধর্মাবলম্বীদের উদ্যোগে বিদ্যাদেবী সরস্বতীর পূজা উদযাপিত হয়েছে। ডেট্রয়েট, ওয়ারেন ও হ্যামট্রাম্যাকসহ নানা স্থানে পূজা-অর্চনা, পুষ্পাঞ্জলি, হাতেখড়ি, প্রসাদ বিতরণ এবং শিশু-কিশোরদের সাংস্কৃতিক আয়োজনের মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করা হয়।

দেবী সরস্বতী বিদ্যা, জ্ঞান, সৃষ্টি ও বিস্ময়তার প্রতীক। এ উপলক্ষে শিশু, কিশোর, তরুণ-তরুণী ও নারীরা শ্বেত পোশাকে মন্দিরে উপস্থিত হন। পূজার দিন মন্দির প্রাঙ্গণগুলো শিশুদের পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে।

দুর্গা টেম্পল: ডেট্রয়েটের দুর্গা টেম্পলে রোববার (১ ফেব্রুয়ারি) সকালে পূজা, দুপুরে পুষ্পাঞ্জলি, শিশুদের হাতেখড়ি ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পরে শিশু-কিশোরদের জন্য চিত্রাঙ্কন ও গীতা শ্লোক আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। চারটি গ্রুপে বিভক্ত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয় এবং অংশগ্রহণকারী সবার জন্য

এ ছাড়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিশু-কিশোরেরা কবিতা ও গান পরিবেশন করে। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন মন্দিরের সাধারণ সম্পাদক উজ্জ্বল সূত্রধর, বিশ্বেশ্বর চন্দ ও বৈশালী দেব।

মেডেলের ব্যবস্থা ছিল। শিশুদের আঁকা ছবিতে বাংলাদেশ, বাংলার প্রকৃতি ও সংস্কৃতির উপস্থিতি দর্শকদের দৃষ্টি কাড়ে।

এ ছাড়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিশু-কিশোরেরা কবিতা ও গান পরিবেশন করে। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন মন্দিরের সাধারণ সম্পাদক উজ্জ্বল সূত্রধর, বিশ্বেশ্বর চন্দ ও বৈশালী দেব। মন্দিরের প্রেসিডেন্ট পঙ্কজ দাশ ও ভাইস প্রেসিডেন্ট নিপেশ সূত্রধর প্রতিকূল আবহাওয়া উপেক্ষা করে আগত ভক্তদের ধন্যবাদ জানান। মন্দিরের মিডিয়া ও পাবলিকেশন পরিচালক পার্থ দেব বলেন, প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এখানে সরস্বতী পূজা

জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হয়ে আসছে।

শিব মন্দির: ওয়ারেন সিটির শিব মন্দিরে তিথি অনুযায়ী ২৩ জানুয়ারি পূজা, পুষ্পাঞ্জলি, হাতেখড়ি ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ২৫ জানুয়ারি পুনরায় আয়োজন করা হয় পূজা ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি। শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও গান-নৃত্যের পরিবেশনায় অনুষ্ঠান প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

কালী মন্দির: ২৩ ও ২৪ জানুয়ারি দুই দিনব্যাপী কালী মন্দিরে সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজা-অর্চনা, পুষ্পাঞ্জলি, হাতেখড়ি ও প্রসাদ বিতরণের পাশাপাশি বিকেলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

রাধাকৃষ্ণ টেম্পল: ২৩ জানুয়ারি তিথিমতো পূজা এবং ২৪ জানুয়ারি সরস্বতী পূজা উদযাপন করা হয়। দিনব্যাপী পূজা, পুষ্পাঞ্জলি, হাতেখড়ি ও প্রসাদ বিতরণে ভক্তদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

এ ছাড়া প্রবাসীদের উদ্যোগে বিভিন্ন বাড়িতেও তিথি অনুযায়ী সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সব আয়োজনেই শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য।

Tax & Immigration Services



MOHAMMED PIER

Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532



Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

INCOME TAX

Income Tax Service & Direct Deposit
quick Refund & Electronic Filing

IMMIGRATION SERVICES

Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms
available

REAL ESTATE

For Buying & Selling houses
mortgage services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583

Email: piertax@gmail.com

জান্নাত ফার্মেসি

(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ণ বাংলাদেশী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান)
GRAND RE-OPENING SALES



আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & \$1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সার্টিফিন ব্রুয়ার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত

আস-সালাম ফার্মেসি



(সার্টিফিন ব্রুয়ার্ড, এফ ট্রেনের
সাবওয়ে এবং তাজমহল
রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ,
জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫



ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭



আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার



Akash Ferdaus MD

Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার

Sudhesh Srivastava MD

Cardiologist

পায়ের ডাক্তার

Dr. M Nayeem

Podiatric Surgeon



Complete Physical & Follow up



DMV/TLC, School Physical



Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine



Blood, Urine Test, EKG



Immigration Physical



Podiatric Surgery



COVID Test & COVID Vaccine



All Types of Vaccine

FOR APPOINTMENT

718-431-0009

Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

মিশিগানের হেজেল পার্ক কাগজপত্রহীন এক অভিবাসীকে গ্রেফতার করেছে আইস

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

মিশিগানের হেজেল পার্ক শহর থেকে কাগজপত্রহীন এক অভিবাসীকে আইস (ইমিগ্রেশন এন্ড কন্ট্রোল এন্ড ইন্সপেকশন) গ্রেফতার করেছে। ফস্ক ২ ডেট্রয়েট ও সিবিএস নিউজ ডেট্রয়েট সূত্রে জানা গেছে, গত ২ ফেব্রুয়ারী সোমবার আইস হেজেল পার্ক শহরের একটি ওয়ার হাউস থেকে এডউইন রোমেরো গুতিরেস নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

হেজেল পার্ক পুলিশ সংবাদ মাধ্যমকে জানায়, তারা বেলা প্রায় ১১টার পর একজন আইস কর্মকর্তার ফোন পান এবং তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখেন, এক ব্যক্তিকে আইস তারা আসার আগেই গ্রেফতার করেছে। সিবিএস নিউজ ডেট্রয়েটকে আইস এক বিবৃতির মাধ্যমে জানিয়েছে যে, ফেডারেল কর্মকর্তারা একটি ট্রাফিক স্টপ করার চেষ্টা করার পর এডউইন রোমেরো গুতিরেস নামে ডেনিজুয়েলার এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

তারা জানায়, গুতিরেস গাড়ি চালিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় প্রায় আরেকটি গাড়ির সাথে ধাক্কা খেয়েছিলেন, এরপর তিনি একটি গুদামঘরের পার্কিং লটে গাড়ি ঢুকিয়ে ভবনের ভেতরে দৌড়ে প্রবেশ করেন। আইস এর তথ্য অনুযায়ী, নিরাপত্তা কর্মীরা ফেডারেল কর্মকর্তাদের ভবনটিতে প্রবেশের অনুমতি দেন, এবং সেখানে তারা গুতিরেসকে গ্রেপ্তার করেন।

আইস জানিয়েছে, গুতিরেসকে ২০২৩ সালে রিও গ্র্যান্ডে উপত্যকায় কোনো পরীক্ষা ছাড়াই অবৈধভাবে মার্কিন-মেক্সিকো সীমান্ত অতিক্রম করার পর গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহায়তায় রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন করবে জামায়াত

নির্বাচনী ইশতেহার

ঢাকা ডেস্ক

ক্ষমতায় গেলে রোহিঙ্গা সংকটের শান্তিপূর্ণ, টেকসই সমাধান ও রোহিঙ্গাদের নিরাপদ প্রত্যাবাসন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহায়তায় নিশ্চিত করা হবে বলে জানিয়েছে জামায়াতে ইসলামী। আজ বুধবার রাজধানীর বনানীতে একটি হোটেলে আয়োজিত নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা অনুষ্ঠানে এ কথা জানায় জামায়াত।

পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে দলটি তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে বলে, বিশ্বে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশিদের মর্যাদা বাড়ানোর চেষ্টার পাশাপাশি বাংলাদেশি পাসপোর্টের মর্যাদা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে। প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখার কথাও উল্লেখ করা হয় ইশতেহারে। ভারত, ভুটান, নেপাল, মিয়ানমার, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ ও থাইল্যান্ডসহ প্রতিবেশী ও নিকট প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে পারস্পরিক সম্মান ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে শান্তি, বন্ধুত্ব ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক

গড়ে তোলা হবে।

মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বাড়ানোর পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান, কানাডাসহ উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর সঙ্গে গঠনমূলক সম্পর্ক তৈরি করা হবে বলেও জানিয়েছে জামায়াত।

এ ছাড়াও পূর্ব ইউরোপ, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক সম্প্রসারণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলেও জানায় তারা।

জামায়াতের ইশতেহারে অগ্রাধিকার পাচ্ছে যেসব বিষয় বিষয়জামায়াতের ইশতেহারে অগ্রাধিকার পাচ্ছে যেসব বিষয়

জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সংস্থায় সক্রিয় সম্পৃক্ততা তৈরি করা হবে বলেও জানানো হয় জামায়াতের নির্বাচনী ইশতেহারে। বলা হয়, শান্তি, নিরাপত্তা, মানবাধিকার এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মতো বৈশ্বিক বিষয়গুলো মোকাবিলায় জাতিসংঘ এবং এর সহযোগী সংস্থাগুলোতে বাংলাদেশের সক্রিয় অংশগ্রহণ আরও জোরদার করা হবে।

জামায়াত আমিরের এক্স ‘হ্যাক’ তারেক রহমানের প্ল্যান

পাটওয়ারীর অভিযোগ

ঢাকা ডেস্ক

জামায়াত আমিরের এক্স অ্যাকাউন্ট ‘হ্যাক’ তারেক রহমানের প্ল্যানের অংশ বলে দাবি



নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

করেছেন ঢাকা-৮ আসনের ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী ও এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। তিনি বলেছেন, তারেক রহমান যে প্ল্যানের কথা বলেছিলেন, তারই অংশ হচ্ছে জামায়াত আমিরের আইডি হ্যাক করা।

বুধবার নিজের নির্বাচনী এলাকায় প্রচারকালে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী এই অভিযোগ করেন।

নারী কর্মীদের হেনস্তা-হামলার

বিশেষ প্রতিনিধি

বাংলাদেশের রাজনীতিতে মনিষা চক্রবর্তী ইতিমধ্যেই এক অনন্য আলোচ্য নাম হয়ে উঠেছেন। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার রক্ষার অটল লড়াই, ন্যায় ও সাম্যের প্রতি অবিচল প্রতিশ্রুতি—এই মূলমন্ত্রে তিনি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বরিশাল-৫ (সদর) আসনে বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) থেকে মনোনীত প্রার্থী হিসেবে জনসাধারণের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর প্রতিশ্রুতি ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি কেবল বরিশাল নয়, দেশের প্রতিটি বঞ্চিত ও হতদরিদ্র মানুষের কাছে অনুপ্রেরণার এক জীবন্ত প্রতীক হয়ে উঠেছে।

মনিষা একজন চিকিৎসক, সমাজকর্মী এবং দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত একজন নারী নেতা। ২০১৮ সালে বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বাসদের মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মাধ্যমে তিনি



রাজনৈতিক মঞ্চে দৃঢ়ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। মানুষের অধিকার, সাম্য এবং ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার বার্তা নিয়ে তিনি বঞ্চিত ও শ্রমজীবী মানুষের আস্থা অর্জন করেছেন। ভোটের ফলাফল যা-ই হোক, মনিষার প্রতি মানুষের অনুরাগ ও সমর্থন দেশে-বিদেশে প্রশংসিত।

এইবার মনিষা তার নির্বাচনী

তহবিল সংগ্রহে “মাটির ব্যাংক” উদ্যোগ চালু করেছেন—সাধারণ মানুষের ক্ষুদ্র অনুদানের মাধ্যমে, যেটি মানুষের বিশ্বাস ও সাম্যবাদী চেতনার এক অদ্বিতীয় প্রকাশ। প্রথম পর্যায়ে ১০টি ব্যাংক ভাঙে প্রথম তহবিল সংগ্রহ সম্পন্ন হয়েছে। মনিষার বক্তব্য, “নির্বাচনে কালো টাকা ও দুর্নীতির সংস্কৃতি ভাঙতে হলে মানুষের আস্থা ও অর্থের ওপর ভর করে কাজ করতে হবে।”

মনিষা চক্রবর্তী নারীর কর্মসংস্থান, স্বচ্ছতা, সামাজিক ন্যায় ও উন্নয়নের বার্তা নিয়ে প্রতিনিয়ত কাজ করছেন। বরিশালকে উন্নত, জনবান্ধব ও পর্যটনবান্ধব শহর হিসেবে গড়ে তোলার তার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। স্থানীয় শ্রমিক, রিকশা ও ইজিবাইক চালক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষদের মধ্যে মনিষার নেতৃত্বে এক আত্মত্যাগ সাঁড়া সৃষ্টি হয়েছে। মনিষা সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন দিগন্তের দিশারি হয়ে উঠেছেন।

কোয়ার্টারে আমাদের প্রচারণা চালাতে দেওয়া হয়নি। ভোটকেন্দ্র দেখতে চেয়েছিলাম। মিডিয়া হাউসের ওপর প্রেসার দেওয়া হচ্ছে। সত্য সংবাদ প্রকাশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। মিডিয়া-প্রশাসন পক্ষ নিয়ে ফেলেছে।’

নাসীরুদ্দীন বলেন, লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড (সবার জন্য সমান সুযোগ) নেই।

কতটুকু নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে, তা নিয়ে শঙ্কা রয়েছে।

এনসিপির এ নেতা বলেন, ‘মাল্টি লেভেল মার্কেটিং সিস্টেমে চাঁদাবাজি হচ্ছে। ওয়ার্ড কমিটি থেকে একদম আকাশ থেকে তারেক রহমান পর্যন্ত চাঁদার ভাগ যায়। তা আমরা এই সকল কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। তাদের সন্ত্রাসী গ্যাংস্টারের যে ইকোনমি, এটা বাংলাদেশে গণ-অভ্যুত্থানের পরে আমরা চাই না। আমরা একটি নতুন বাংলাদেশ চাই।’

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাস্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)

সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবসিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

MITU DISABILITY CENTER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.

MITU HOME CARE LLC.



RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

MITU DISABILITY CENTER

- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.

আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হাঁটের ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, অবস হওয়া, ক্লিনকিং করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।

Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিস্ট)



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU HOME CARE LLC.

আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন

আপনার মা-বাবা, স্বত্বের-শাশুড়ী, আত্মীয়-বর্জন, প্রতিবেশী বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে বাস্তব সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com



Md. Kamroul Hasan
President & Ceo

YOUR HOME SOLD
GUARANTEED REALTY
Our Name is Our Promise

YOUR HOME SOLD GUARANTEED OR WE'LL BUY IT

আমরা বাড়ি বেচা কেনা, ট্রান্সি মিড্রিং এবং টিএলএল ইনসিউরেন্স করে থাকি।

HASAN BROKERAGE INC.
TLC সহ সকল প্রকার ইনস্যুরেন্স করা হয়

PHONE: 718-612-8825
EMAIL: hasanbrokerage@gmail.com
ADDRESS: 2115 Starling Leasing,
2nd Floor, Bronx, NY 10462

HASAN TAXI SERVICES INC



শেখ হাসিনা রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক থাকবেন না

দ্য উইককে মির্জা ফখরুল

ঢাকা অফিস

বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যু পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) আবারও ভরসা রাখছে অভিজ্ঞ ও প্রবীণ নেতৃত্বের ওপর। তাঁদের মধ্যে অন্যতম মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, যিনি দলের প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের পরিবারের দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ সহচর এবং বিএনপির জ্যেষ্ঠ নেতা।

শেখ হাসিনার পতনের পরবর্তী রাজনৈতিক রূপান্তরের মধ্যেই যখন জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে দলটি, তখন মির্জা ফখরুল স্পষ্ট করে জানিয়েছেন—নির্বাচনের পর জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে কোনো ধরনের জোটে যাবে না বিএনপি। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য উইককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বিএনপির সংস্কার এজেন্ডা, ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে নিজের অবস্থান তুলে ধরেন। সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ নিচে তুলে ধরা হলো।

দ্য উইক: আর মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই নির্বাচন। অবাধ, সূষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিয়ে আপনি কতটা আশাবাদী?

মির্জা ফখরুল ইসলাম: বাংলাদেশের মানুষ একটি অবাধ, সূষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন চায়। প্রায় ১৫ বছর ধরে জনগণ কা্যত ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। ১৮ থেকে ৩০ বছর বয়সী এমন একটি প্রজন্ম রয়েছে, যারা কখনো প্রকৃত অর্থে ভোট দেওয়ার অভিজ্ঞতা পায়নি। স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মধ্যে ভোটাধিকার প্রয়োগের প্রবল আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে।

আমি মনে করি, ভোটার উপস্থিতি ভালোই হবে। নির্বাচনকে ব্যাহত করতে পারে এমন কোনো বড় ধরনের কোনো অস্থিরতা বা গুরুতর বাধা হবে বলে আমি মনে করি না। নির্বাচন



কমিশন দায়িত্বশীলভাবে কাজ করছে এবং সরকারও নির্বাচন আয়োজনে আন্তরিক বলে মনে হচ্ছে। উপমহাদেশে নির্বাচনকালে কিছু সমস্যা থাকেই, কিন্তু সেগুলো এমন নয় যে অবাধ ও সূষ্ঠু নির্বাচন বাধাগ্রস্ত হবে। রাজনৈতিক দলগুলো সক্রিয়ভাবে প্রচারণা চালাচ্ছে, সব মিলিয়ে মানুষ ভোট দেওয়ার জন্য প্রস্তুত।

দ্য উইক: নির্বাচন-পূর্ব বা নির্বাচন-পরবর্তী জোট গঠন করে জাতীয় ঐক্য সরকার গঠনের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা চলছে...

মির্জা ফখরুল ইসলাম: গত ১৫ বছর ধরে স্বেরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময় আমরা বাম ও ডান—উভয় ধারার অনেক সমমনা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জোট গড়ে গিয়েছিলাম। মোট প্রায় ২০ থেকে ২৪টি রাজনৈতিক দল সেই সংগ্রামে বিএনপির সঙ্গে ছিল। আমরা যখন ৩১ দফা সংস্কার প্রস্তাব ঘোষণা করি, তখনই স্পষ্ট বলেছিলাম—বিএনপি সরকার গঠন করলে সেই সরকার হবে ঐকমত্যের ভিত্তিতে এবং সেখানে থাকবে সেই সব দল, যারা গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আমাদের সঙ্গে ছিল। এই অবস্থান এখনো অপরিবর্তিত। তবে যারা সেই আন্দোলনের অংশ ছিল না, তারা সরকারে অন্তর্ভুক্ত হবে না।

দ্য উইক: এর মধ্যে কি জামায়াতে ইসলামীর নামও পড়ে?

মির্জা ফখরুল ইসলাম: না। জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে আমাদের কোনো সমঝোতা নেই এবং আমি এমন কোনো সম্ভাবনা দেখি না যে, জামায়াত

বিএনপি নেতৃত্বাধীন কোনো জাতীয় সরকারের অংশ হবে।

দ্য উইক: ছাত্রদের গঠিত জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সঙ্গে বিএনপি কেন জোট করল না?

মির্জা ফখরুল ইসলাম: আমরা চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু এনসিপি অনেক বেশি আসন দাবি করেছিল, যা বাস্তবসম্মত ছিল না। আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের প্রার্থীরা ওই আসনগুলোতে জয়ী হতে পারবে, কিন্তু সম্পূর্ণ নতুন প্রতীকে এনসিপির প্রার্থীরা জিতবে কি না—সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই। বাংলাদেশের নির্বাচনে প্রতীক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

প্রশ্ন: আওয়ামী লীগ অংশ না নেওয়ায় এই নির্বাচন কী একটি আলাদা?

মির্জা ফখরুল ইসলাম: আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না। তবে এটুকু জানি, আওয়ামী লীগের সঙ্গে আগে যুক্ত ছিলেন—এমন কিছু স্বতন্ত্র প্রার্থী নির্বাচন করতে পারেন। প্রতিবেদনে এসেছে, শেখ হাসিনা তাঁর দলকে নির্বাচনে না যেতে নির্দেশ দিয়েছেন। নির্বাচন প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে এবং মানুষ ভোট দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতি নির্বাচনে বড় কোনো প্রভাব ফেলবে বলে আমি মনে করি না। আদর্শভাবে তাদের নতুন নেতৃত্ব ও নতুন ভাবমূর্তি নিয়ে রাজনীতিতে ফেরা উচিত ছিল, কিন্তু তা হয়নি। শেখ হাসিনা দলে বিকল্প নেতৃত্বের সুযোগ দেন না—এটাই বাস্তবতা।

দ্য উইক: তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন ঘিরে বেশ আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে...

মির্জা ফখরুল ইসলাম: ব্যাপক প্রাণচাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। তাঁর ফিরে আসা বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। প্রথম ভাষণেই তিনি মানব উন্নয়নকে কেন্দ্র করে একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। তিনি নারীর ক্ষমতায়ন, কৃষকের কল্যাণ ও কর্মসংস্থানের ওপর জোর দিয়েছেন। প্রস্তাবিত ‘ফার্মার কার্ড’ ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষি উপকরণের

ন্যায্য মূল্য এবং পণ্যের সঠিক দাম নিশ্চিত করার কথা বলেছেন।

দ্য উইক: রাজনৈতিক আলোচনায় ভারতবিরোধী মনোভাব বাড়ছে। কোন বিষয়গুলো এখনই সমাধান দরকার?

মির্জা ফখরুল ইসলাম: প্রথমত, পানি বণ্টন সমস্যা আন্তরিকভাবে সমাধান করতে হবে—শুধু আলোচনা নয়, বাস্তব সমাধান চাই। দ্বিতীয়ত, সীমান্ত হত্যাकाণ্ড বন্ধ হতে হবে। এটি কোনো সভ্য সমাজে গ্রহণযোগ্য নয়। তৃতীয়ত, বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়গুলো ন্যায্যভাবে পরিচালনা করতে হবে। সাম্প্রতিক ক্রিকেট—সংক্রান্ত ঘটনাটি দুর্ভাগ্যজনক ও অপ্রয়োজনীয় ছিল। এতে দুই দেশেই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। সার্বভৌমত্ব, আত্মমর্যাদা ও পারস্পরিক আস্থার ভিত্তিতে অবিলম্বে সংলাপের মাধ্যমে এসব বিষয়ের সমাধান হওয়া উচিত। বেগম খালেদা জিয়ার শোকের সময় ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সফর ইতিবাচক বার্তা দিয়েছে।

দ্য উইক: সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথে শেখ হাসিনা কতটা বড় ফ্যাক্টর, বিশেষ করে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে?

মির্জা ফখরুল ইসলাম: তিনি একটি ফ্যাক্টর, তবে তাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া যাবে না এমন না। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ভেঙে দিয়ে এবং ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে শেখ হাসিনাই এই সংকট তৈরি করেছেন। দীর্ঘ মেয়াদে তিনি রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক থাকবেন না। ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক তাঁর বাইরেও এগিয়ে যেতে পারে এবং যাওয়া উচিত।

দ্য উইক: শেষ প্রশ্ন—১৯৭১ সালের অমীমাংসিত বিষয় থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ কি পাকিস্তানের প্রতি নরম হয়েছে?

মির্জা ফখরুল ইসলাম: পাকিস্তানকে অবশ্যই ১৯৭১ সালের গণহত্যার জন্য ক্ষমা চাইতে হবে—এটাই আমাদের অবস্থান। একই সঙ্গে আঞ্চলিক উন্নয়ন ও জনগণের কল্যাণের জন্য সব প্রতিবেশী দেশের একসঙ্গে কাজ করা প্রয়োজন।

তিন মাসের মাথায় আবারও ‘শাটডাউনে’ মার্কিন সরকার

উত্তর আমেরিকা অফিস

মাত্র তিন মাসের ব্যবধানে দ্বিতীয় দফায় শাটডাউনে পড়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সরকার। এর আগে গত অক্টোবরে একবার শাটডাউনে পড়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। তহবিল আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত জটিলতার জেরে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, সরকারি খাতগুলোতে প্রস্তাবিত বরাদ্দ প্যাকেজ সময়মতো পাস না হওয়ায় শুরু হয়েছে এই জটিলতা। যুক্তরাষ্ট্রের রীতি অনুযায়ী, যেকোনও বিল দেশটির পার্লামেন্ট কংগ্রেসের নিম্ন ও উচ্চ— উভয়পক্ষে পাস হওয়ার পর তা প্রেসিডেন্টের দফতরে যায়। সেখানে প্রেসিডেন্ট স্বাক্ষর করার পর তা আইন হিসেবে কার্যকর হয়।

আর্থিক বরাদ্দের বিলটি প্রেসিডেন্টের দফতরে পাঠানোর ডেডলাইন ছিল স্থানীয় সময় শনিবার রাত ১২টা পর্যন্ত। কিন্তু প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিলটি সবে সিনেটে পাস হয়েছে, এখনও নিম্নকক্ষ হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস বা প্রতিনিধি পরিষদ পর্যন্ত পৌঁছাতেই পারেনি।

এদিকে কয়েক দিন আগে যুক্তরাষ্ট্রের মিনোসোটা অঙ্গরাজ্যে অভিবাসনবিরোধী অভিযানে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে নিহত হন অ্যালেক্স



প্রিটি নামের এক মার্কিন নাগরিক। এ ইস্যুতে ব্যাপক উত্তাপ চলছে দেশটির সরকারি দল রিপাবলিকান পার্টি এবং বিরোধী দলের মধ্যে।

২০২৫ সালের ২০ জানুয়ারি ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে দেশজুড়ে ব্যাপক মাত্রায় অবৈধ অভিবাসনবিরোধী অভিযান সংক্রান্ত একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। তিনি আদেশে স্বাক্ষরের পর থেকে মার্কিন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা হোমল্যান্ড সিকিউরিটির নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে শুরু হয় অভিযান।

গত ডিসেম্বরের শেষ দিকে মার্কিন

জামায়াত প্রার্থী নুরুজ্জামান বাদলের মৃত্যু

জানা গেছে, মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে হঠাৎ শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন নুরুজ্জামান বাদল। তাৎক্ষণিকভাবে তাকে শ্রীবরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। পরে সেখান থেকে দ্রুত ময়মনসিংহ স্বদেশ হাসপাতালে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

ময়মনসিংহ নেওয়ার পথে রাত তিনটার দিকে শহরের প্রবেশমুখ ব্রিজ এলাকায় পৌঁছালে তার অবস্থার অবনতি ঘটে এবং সেখানে তার মৃত্যু

মোমেনের ১৭ বছরের দুর্নীতির অভিযোগ তুললেন জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার

নিজস্ব প্রতিবেদক

আরটি টকশোর এক আলোচনায় সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে এম আব্দুল মোমেনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ১৭ বছরে অনিয়ম, দুর্নীতি ও দায়িত্বজ্ঞানহীন কর্মকাণ্ডের অভিযোগ তুলেছেন দৈনিক জন্মভূমির সম্পাদক ও বিশিষ্ট সাংবাদিক রতন তালুকদার।

আলোচনায় তিনি বিশেষভাবে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক নিয়ে ড. মোমেনের বিতর্কিত বক্তব্যগুলোকে দেশের কূটনৈতিক স্বার্থের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর বলে আখ্যা দেন।

রতন তালুকদার বলেন, চট্টগ্রামে জন্মাস্থমী উপলক্ষে হিন্দু সম্প্রদায়ের এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. মোমেন প্রকাশ্যে দাবি করেন, ‘ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক’ এবং ‘ভারত সরকারকে বলে এসেছি শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় রাখতে হবে’ একজন দায়িত্বশীল পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মুখ থেকে এমন বক্তব্য কূটনৈতিক শালীনতা ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদার পরিপন্থী বলে মন্তব্য করেন তিনি।

তার মতে, এসব বক্তব্য প্রকাশের পর থেকেই দেশে ভারতবিরোধী মনোভাব আরও তীব্র হয় এবং এক ধরনের নেতিবাচক আবহ সৃষ্টি হয়। শেখ হাসিনা সরকার ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে নানা বক্তব্য দিলেও ড. মোমেনের কথাবার্তা ছিল আরও উসকানিমূলক, যা জনমনে ক্ষোভ বাড়াতে সহায়ক হয়েছে।

আরটি টকশোতে রতন তালুকদার আরও বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে ড. মোমেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সক্রিয় হয়ে নিজেকে ‘বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে আসা’ ব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপন করছেন, তার ভাষা অনুযায়ী, জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময়ে ড. মোমেন যুক্তরাষ্ট্রে যান নিউইয়র্কে অবস্থান করেন। ২৭ জুলাই নিউইয়র্কে আওয়ামী লীগের একাংশের সভা এবং ২৯ জুলাই একটি ব্যক্তিগত দাওয়াতে তার উপস্থিতির তথ্যও তুলে ধরেন তিনি। তিনি প্রশ্ন তোলেন, যখন



এ কে এম আব্দুল মোমেন

শেখ হাসিনা সরকারের রাজনৈতিক পরিস্থিতি চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে, তখন ড. মোমেন বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার ঝুঁকি নেবেন এটা কতটা যুক্তিসংগত? তার দাবি, বাংলাদেশে ফেরার গল্পটি মূলত একটি সাজানো রাজনৈতিক নাটক।

ড. মোমেনের রাজনৈতিক অতীত প্রসঙ্গে রতন তালুকদার বলেন, ১৯৯১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর তিনি খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিএনপিতে যোগ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, তবে সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। পরবর্তীতে বড় ভাই সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিতের প্রভাব ও লবিংয়ের মাধ্যমে আওয়ামী লীগে প্রবেশ করেন বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

আবুল মাল আব্দুল মুহিতের মুক্তিযুদ্ধকালীন ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন জন্মভূমির সম্পাদক। তার দাবি, তিনি পাকিস্তান সরকারের অধীনে ওয়াশিংটন দূতাবাসে কর্মরত ছিলেন এবং স্বাধীনতার শেষ পর্যায়ে বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান নেন।

রতন তালুকদার বলেন, শেখ হাসিনা সরকারের আমলে যেসব ব্যক্তি রাজনৈতিক ও কূটনৈতিকভাবে সরকারকে বিব্রত করেছেন, ড. এ কে এম আব্দুল মোমেন তাদের অন্যতম। বিশেষ করে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক নিয়ে তার দায়িত্বজ্ঞানহীন ও আপত্তিকর বক্তব্য দেশের ভেতরে ও বাইরে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

এসব বক্তব্যের কারণে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকেও তাকে একাধিকবার সতর্ক ও ভর্তসনা করা হয়েছিল বলেও তিনি দাবি করেন।

দেশ বাঁচাতে পারে জাতীয় পার্টি

বলেছেন শামীম হায়দার

ঢাকা ডেস্ক

জাতীয় পার্টির মহাসচিব ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী বলেছেন, একটি দল দেশটাকে পাকিস্তান বানাতে চায়। তারা মা-বোনদের অসম্মান করছেন এবং আজকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার যোষক পরিবর্তন করছেন। এই দেশটাকে বাঁচাতে পারে একমাত্র জাতীয় পার্টি। সেই সঙ্গে সুন্দরগঞ্জের মানুষকে নিরাপত্তা দিতে পারবে জাতীয় পার্টি। তাই লাঙলে ভোট দিতে হবে। মঙ্গলবার রাতে ধুবনী কঞ্চিবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে জাতীয় পার্টির নির্বাচনী সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, এই সরকার দেশ চালাতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ। মবেল ভয়ে এই সরকার বিচার করতে পারছেন না। যারা ৭১ এর চেতনাকে ধুলিসাং করেছেন, তাদের বিচার এই দেশের মাটিতে হবে। দেশের জন্য সকল রাজনৈতিক দল আন্দোলন করেছে। সকল দলের ভুলত্রুটি আছে, সেজন্য কোনো দলকে নিষিদ্ধ করা রাজনৈতিক সমাধান হতে পারে না।

শামীম হায়দার পাটোয়ারী বলেন, দেশে শৃশাসন নেই। দেশ একটি ক্লান্তি লগ্নে ডা়িয়ে আছে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য জাতীয় পার্টিকে ভোট দিতে হবে। দেড় বছরে সরকার এই দেশকে নরকে পরিণত করেছে। তিনি দলীয় নেতাকর্মীকে ঐক্যবদ্ধ থেকে মবকে মোকাবিলা করার আহ্বান জানান। সুন্দরগঞ্জের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য লাঙলে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে সংসদে পাঠাতে হবে। তাহলে সুন্দরগঞ্জের মানুষ শান্তিতে থাকতে পারবেন।

জাপা মহাসচিব বলেন, নির্বাচিত হলে ধুবনী কঞ্চিবাড়িকে একটি আলাদা উপজেলা করব। এটি আমার একটি অসম্মাণ কাজ।

সভায় আরও বক্তব্য রাখেন জাতীয় পার্টির সাবেক এমপি মো. ওয়াহেদুজ্জামান সরকার বাদশা, উপজেলা জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদক মো. আব্দুল মান্নান মন্ডল প্রমুখ।

বিশেষ প্রতিনিধি

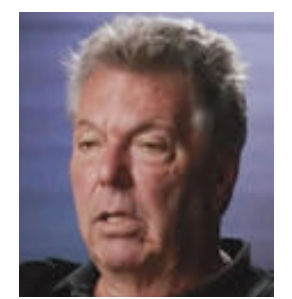
সাবেক মার্কিন ফাস্ট লেডি জিল বাইডেনের সাবেক স্বামী উইলিয়াম “বিল” স্টিভেনসনকে তার নতুন স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ২ ফেব্রুয়ারি সোমবার ডেলাওয়্যার অঙ্গরাজ্যের পুলিশ জানিয়েছে, ডিসেম্বর মাসে নিজ বাড়িতে স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে প্রথম ডিগ্রির হত্যার মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ডেলাওয়্যারের নিউ ক্যাসল কাউন্টি পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, ৭৭ বছর বয়সী বিল স্টিভেনসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি এলসমিয়ার এলাকায় তাদের বাড়িতে ৬৪ বছর বয়সী স্ত্রী লিন্ডা স্টিভেনসনকে হত্যা করেছেন। ২৮ ডিসেম্বর পারিবারিক বিরোধের একটি ফোনকল পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লিডাকে মেঝেতে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে। তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করা হলেও ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু ঘোষণা করা হয়।

লিন্ডার মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট কারণ এখনো প্রকাশ করা হয়নি। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্ত করা হবে। লিন্ডা স্টিভেনসনের শোকবার্তায় উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি ফিলাডেলফিয়া স্পগলস দলের একজন বড় ভক্ত ছিলেন। তিনি তার স্বামী বিল স্টিভেনসনের সঙ্গে তাদের কন্যা ক্রিস্টিনা ভেটোরি, এক নাতনি এবং এক বোন রেখে গেছেন।

বিল স্টিভেনসনকে গ্রেপ্তারের পর উইলমিংটনের হাওয়ার্ড ইলাং কারেকশনাল ইনস্টিটিউশনে ৫ লাখ ডলার জামিনে আটক রাখা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, তিনি এখনো জামিন দিতে পারেননি। কয়েক সপ্তাহব্যাপী তদন্তের পর তার গ্রেপ্তার কার্যকর করা হয়।

২০২০ সালে ‘ইনসাইড এডিশন’-এ দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বিল ও লিন্ডাকে একে অপরের প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রকাশ করতে দেখা যায়। সে সময় বিল বলেন, “একজন বন্ধুর সঙ্গে বারে বসে থাকা অবস্থায়



তাকে দেখেই বলেছিলাম—‘ও কি লিন্ডা?’ সেদিনের পর থেকে আমরা আর আলাদা হইনি।” লিন্ডা তখন হাসিমুখে বিলের হাত ধরে বলেন, তিনি ছিলেন “খুবই রোমান্টিক” এবং “ভীষণই একগুঁয়ে।”

জিল বাইডেন ১৯৭৫ সালে বিল স্টিভেনসনের সঙ্গে তার পাঁচ বছরের দাম্পত্য জীবনের ইতি টানেন। ১৮ বছর বয়সে জিল এবং ২৩ বছর বয়সে সাবেক কলেজ ফুটবল খেলোয়াড় স্টিভেনসন বিয়ে করেছিলেন। স্টিভেনসন ইউনিভার্সিটি অব ডেলাওয়্যারের কাছে জনপ্রিয় বিনোদনকেন্দ্র ‘দ্য স্ট্রিন বেলুন’ চালু করেছিলেন, যেখানে ব্রুস স্প্রিংস্টিন, ডেভ ম্যাথিউজ এবং অলম্যান ব্রাদার্স ব্যান্ডের মতো খ্যাতনামা শিল্পীরা পারফর্ম করেছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানটি ২০২৪ সালে বন্ধ হয়ে যায়।

বিচ্ছেদের পর জিল বাইডেন ওই বারের অংশীদারিত্ব ধরে রাখার চেষ্টা করেছিলেন, তবে তা সফল হয়নি। স্টিভেনসন পরে দাবি করেন, ১৯৭৪ সালেই তিনি সন্দেহ করেছিলেন যে জিল ও জো বাইডেনের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। তবে জো ও জিল বাইডেনের বক্তব্য অনুযায়ী, তারা প্রথম দেখা করেন ১৯৭৫ সালে একটি পরিচয়মূলক ভেটের মাধ্যমে। এই ঘটনায় জিল ও জো বাইডেনের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। বিল স্টিভেনসনের পক্ষে কে আইনজীবী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, সেটিও এখনো জানা যায়নি।



এখনও বরফের চাদরে ঢাকা নিউইয়র্ক

হৃদয় অনিবার্ণ খন্দকার

নিউইয়র্ক শহরটি শীতকালীন তুষারঝড়ে সম্পূর্ণ সাদা হয়ে গেছে। দুই সপ্তাহ ধরে অবিরাম তুষারপাতের পরও শহরটির রূপ এখনও ধবধবে সাদা। ফুটপাথ থেকে শুরু করে পার্ক, সবকিছুই এখনও বরফের চাদরে ঢাকা। রাস্তার পাশে জমে থাকা বরফের স্তূপ এখন নিতাদিনের দৃশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। শহরের গতিপ্রকৃতি মূলত অচল; গণপরিবহন ব্যবস্থা এখনও পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি, অনেক

সড়ক এখনও পথচারী ও যানবাহনের জন্য বিপজ্জনক। স্কুল-কলেজ বন্ধ, দৈনন্দিন জীবনে যেন একটু একটু করে জমে থাকা ঠান্ডায় জড়তা নেমে এসেছে।

এই তুষারচ্ছন্ন অবস্থায় নিউইয়র্কবাসী প্রতিদিন নতুন করে লড়াই করছে। ঠান্ডায় কাপতে কাপতে কর্মস্থলের দিকে যাত্রা, পিছলে পড়ার ভয়ে অনিশ্চিত পথচলা, আর বরফ সরানোর ক্লাস্তিকর পরিশ্রম—এগুলো এখন তাদের নিত্যসঙ্গী। অনেক বয়স্ক ও গৃহহীন মানুষ বিশেষ করে বিপন্ন;

তীব্র শীত ও বরফ তাদের জন্য মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করেছে। দোকানপাট ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানেরও ক্ষতি হচ্ছে। তবুও নিউইয়র্কের মানুষ তাদের অদম্য মানসিক শক্তি নিয়ে একে অপরের পাশে দাঁড়িয়েছে, প্রতিবেশীর বাড়ির সামনের বরফ পরিষ্কারে সাহায্য করছে, এবং এই দীর্ঘ শীত যুদ্ধের শেষের আশায় অপেক্ষা করছে।

৩ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার ছবিগুলো নেয়া হয়েছে নিউইয়র্ক সিটির উয়েস্ট সাইডের আমস্টারডাম এভিনিউ এবং ব্রডওয়ে এভিনিউ থেকে।

নিউইয়র্কে সিলেট সদর সোসাইটি'র উপদেষ্টা পরিষদ ও ট্রাস্টি বোর্ডের পরিচিতি সভা

ডেক্স রিপোর্ট

নিউইয়র্কে সিলেট সদর সোসাইটি অব ইউএসএ'র নব গঠিত উপদেষ্টা পরিষদ এবং ট্রাস্টি বোর্ডের পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৪ জানুয়ারি শনিবার কুইন্সের জয়া হলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সংগঠনের সদস্যরা ছাড়াও কমিউনিটি নেতা, ব্যবসায়ী, সংস্কৃতি কর্মী এবং সিলেট সদর অঞ্চলের প্রবাসীরা অংশ নেন। অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল নতুন নেতৃত্বদের পরিচয় করানো এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে সংহতি ও অংশগ্রহণ বাড়ানো।

সংগঠনের সভাপতি মিনহাজ আহমদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং সিনিয়র সহসভাপতি হুমায়ুন আহমেদ চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠান শুরু হয় আমেরিকা ও বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশনার মাধ্যমে।

সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ ওয়াদুদ চৌধুরী। এছাড়া বিভিন্ন কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ এবং বিশেষ অতিথিরা বক্তব্য প্রদান করেন। তাদের মধ্যে ছিলেন বাপার সাবেক প্রেসিডেন্ট লেফটেন্যান্ট কমান্ডার শামসুল হক, উপদেষ্টা দেওয়ান শাহেদ



চৌধুরী, শাহ নেওয়াজ চৌধুরী, তোফায়েল আহমদ চৌধুরী, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য জুনেদ এ খান, শমশের আলী, আলতাফ চৌধুরী, মনসুর আহমদ চৌধুরী, সহসভাপতি এহতেশাম চৌধুরী, সদস্য আলী আহসান, জাকির হোসেন, শরিফুল খালিসদার এবং কমিউনিটি নেতা আসিফ চৌধুরী, শ্যামল কান্তি চন্দ প্রমুখ। বক্তারা সংগঠনের নতুন নেতৃত্বকে শুভেচ্ছা জানান এবং সামনের সময়ের জন্য সফলতা কামনা করেন।

সাংস্কৃতিক আয়োজন অনুষ্ঠানের

বিশেষ আকর্ষণ ছিল। প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী মেহজাবিন মেহা, এজাজ এবং জাকির তাদের মনোজ্ঞ সঙ্গীত পরিবেশনার মাধ্যমে উপস্থিত দর্শকদের আনন্দিত করেন। দর্শকরা পুরো অনুষ্ঠানজুড়ে সঙ্গীত উপভোগ করেন।

নতুন উপদেষ্টা পরিষদ এবং ট্রাস্টি বোর্ডের পরিচিতি সভা প্রমাণ করল যে সিলেট সদর সোসাইটি অব ইউএসএ প্রবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে সংহতি, পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ।

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে হত্যার পর লাশে আগুন

সাবেক এমপি ও চার পুলিশ সদস্যসহ ছয়জনের মৃত্যুদণ্ড

ঢাকা ডেস্ক

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় পুলিশের গুলিতে নিহতের পর লাশ পোড়ানোর ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাবেক এমপি মুহাম্মদ সাইফুল ইসলামসহ ছয় আসামিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল। সেই সঙ্গে সাতজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং দুজনকে সাত বছর করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া আসামি সাইফুল ইসলামের সব সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করে জুলাই-আগস্টে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে বণ্টন করতে বলা হয়েছে রায়ে। তবে আসামি থেকে রাজসাক্ষী হওয়া আশুলিয়া থানার তৎকালীন এসআই আবজালুল হককে ক্ষমা করে দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল।

বৃহস্পতিবার বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এই রায় দেন। ট্রাইব্যুনালের অপর দুই সদস্য হলেন বিচারক মো. মঞ্জুরুল বাহিদ ও বিচারক নূর মোহাম্মদ শাহরিয়ার কবীর।

এই মামলায় মোট আসামি ১৬ জন। তাঁদের মধ্যে গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে আছেন আটজন। অন্যরা পলাতক।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সাবেক এমপি পলাতক সাইফুল ইসলাম ছাড়াও রয়েছেন আশুলিয়া থানার তৎকালীন ওসি এ এফ এম সায়েদ রনি (পলাতক), আশুলিয়া থানার তৎকালীন এসআই আবদুল মালেক, সাবেক এএসআই বিশ্বজিৎ সাহা (পলাতক), কনস্টেবল মুকুল চৌকদার এবং স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতা রনি ভূঁইয়া (পলাতক)।

যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন ঢাকা রেঞ্জের সাবেক ডিআইজি সৈয়দ নুরুল ইসলাম (পলাতক), সাবেক পুলিশ সুপার মো. আসাদুজ্জামান রিপন (পলাতক), ঢাকা জেলার সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) আব্দুল্লাহিল কাফী, সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সাভার সার্কেল) শাহিদুল ইসলাম, সাবেক পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান (পলাতক), ডিবি'র তৎকালীন পরিদর্শক আরাফাত হোসেন আরজু এবং সাবেক পুলিশ পরিদর্শক (অপারেশন) নির্মল কুমার দাস (পলাতক)।

এ ছাড়া সাত বছরের সাজা দেওয়া হয়েছে এসআই আরাফাত উদ্দিন ও এএসআই কামরুল হাসানকে। আসাদুজ্জামান রিপন, আব্দুল্লাহিল কাফী ও শাহিদুল ইসলামকে সাজা ছাড়াও এক লাখ টাকা করে অর্থদণ্ড করা হয়েছে। এ ছাড়া মাসুদুর রহমান,



রায়ের পর ট্রাইব্যুনাল থেকে বের হয়ে আহাজারি করেন এক আসামি। পরে তাঁকে ধরাধরি করে হাজতখানায় নেয় পুলিশ



২০২৪ সালের ৫ আগস্ট সাভারের আশুলিয়ায় পুলিশ গুলি চালানোর পর ছয় তরুণকে ভ্যানে তুলে আগুন ধরিয়ে দেয়। তাতে ছয়জনের লাশ আগুনে পুড়ে যায়। তবে পোড়ানোর সময়ও একজনের দেহে প্রাণ ছিল বলে জানা যায়

নির্মল কুমার দাস ও আরাফাত হোসেন আরজুকে ৫০ হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড করা হয়।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট সাভারের আশুলিয়ায় পুলিশ গুলি চালানোর পর ছয় তরুণকে ভ্যানে তুলে আগুন ধরিয়ে দেয়। তাতে ছয়জনের লাশ আগুনে পুড়ে যায়। তবে পোড়ানোর সময়ও একজনের দেহে প্রাণ ছিল বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়।

গত বছরের ২ জুলাই এই মামলায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগপত্র জমা দেওয়ার পর তা আমলে নিয়ে সাবেক সংসদ সদস্য সাইফুল ইসলামসহ পলাতক থাকা আট আসামির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন ট্রাইব্যুনাল। গত বছরের ২১ আগস্ট অভিযোগ গঠন করা হয়।

এই মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে সাতজনকে হত্যা, আন্দোলনকারীদের নির্যাতন, ষড়যন্ত্র ও সহযোগিতাসহ মোট সাতটি অভিযোগ আনা হয়েছে। আসামিদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছেন

মোট ২৪ জন।

আসামির আহাজারি “আমি আগুন দিইনি। আগুন দিয়েছে কনস্টেবল মামুন, আর কাঠ দিয়েছে কনস্টেবল জুয়েল। এ ছাড়া আগুন দেওয়া এএসআই মনিরকে সাক্ষী বানানো হয়েছে। যারা টাকা দিয়েছে, তাদের সাজা সাত-আট বছর। আমি গরিব মানুষ। টাকা দিতে পারিনি—এ জন্য মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। রাজসাক্ষী শেখ আবজালুল হক জড়িত ছিল। যারা জড়িত, তাদের আনা হয়নি। আমি নির্দোষ। আল্লাহ বিচার করবে।”

রায়ের পর ট্রাইব্যুনাল থেকে বের করে হাজতখানায় নেওয়ার সময় আহাজারি করে এসব কথা বলেন সাবেক এসআই আবদুল মালেক। তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল। চিংকার করে কথা বলার একপর্যায়ে তিনি মাটিতে পড়ে যান। পরে তাঁকে ধরাধরি করে হাজতখানায় নেয় পুলিশ। সেখানে গিয়েও তিনি চিংকার করে বলতে থাকেন।

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem

Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি

- ★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
- ★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
- ★ যারা হোম কেয়ারে কাজ করেন তাদের বিশেষ সুবিধা

646-920-4799

আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য

- ব্যক্তিগত পরামর্শ
- ইন্টারেস্ট রেট কম
- ইনভেস্টমেন্ট
- ফ্রি এপ্রোভাল
- ফাস্ট ক্লোজিং
- দ্রুত এবং বিশ্বস্ত

139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435

Akib Hussain



হ্যামট্রাম্যাক শহরের ডাউনটাউন এলাকায় জোসেফ ক্যাম্পু সড়কে 'মা গ্রোসারি অ্যান্ড সুপার মার্কেট' নামের নতুন এই সুপার মার্কেটটির উদ্বোধন করেন ডেপুটি সিটির মেয়র মেরি শেফিল্ড

মিশিগানে নতুন সুপার মার্কেটের উদ্বোধন

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

মুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যে আরেকটি সুপার মার্কেটের উদ্বোধন হয়েছে। শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) হ্যামট্রাম্যাক শহরের ডাউনটাউন এলাকায় জোসেফ ক্যাম্পু সড়কে 'মা গ্রোসারি অ্যান্ড সুপার মার্কেট' নামের নতুন এই সুপার মার্কেটটির উদ্বোধন করেন ডেপুটি সিটির মেয়র মেরি শেফিল্ড।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হ্যামট্রাম্যাক শহরের সাবেক কাউন্সিলম্যান মুহিত মাহমুদ, সিনিয়র সাংবাদিক শফিক রহমান, বাংলা পত্রিকার সম্পাদক ইকবাল ফেরদৌসসহ কমিউনিটির বিশিষ্ট

ব্যবসায়ী ও নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে মেয়র মেরি শেফিল্ড বলেন, প্রবাসী বাংলাদেশিরা মুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার নানা পেশায় মেধা, যোগ্যতা ও দক্ষতার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন। নতুন এই সুপার মার্কেট স্থানীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

এই সুপার মার্কেটে তাজা শাকসবজি, ফল, মাছ, মাংসসহ বিভিন্ন জনপ্রিয় ব্র্যান্ডের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য পাওয়া যাচ্ছে। শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করায় ফ্রেস্তাদের জন্য কেনাকাটার নতুন সুযোগ তৈরি হয়েছে। আশপাশের অনেক বাসিন্দা পায়ে হেঁটেই দোকানে আসতে পারছেন।

অবশেষে মুক্ত সেই এরফান সোলতানি

উত্তর আমেরিকা
ডেস্ক



ইরানে সরকার বিরোধী বিক্ষোভে সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন ২৬ বছর বয়সী এরফান সোলতানি। পেশায় পোশাক ব্যবসায়ী তেহরানের কারাজ এলাকার এই বাসিন্দাকে গত ৮ জানুয়ারি নিজ বাসা থেকে গ্রেপ্তার করে ইরানি নিরাপত্তা বাহিনী। মাত্র দুই দিনের মধ্যে কোনো আইনজীবী বা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ ছাড়াই তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। তাঁর এই মৃত্যুদণ্ডের সাজার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আরও বাড়তে থাকে। এবার অবশেষে জামিনে মুক্তি মেলেছে এরফান সোলতানির।

PEOPLE TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS. 100% JOB PLACEMENT RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:

Certified Training Institute by:

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

AGRA PALACE RESTAURANT & PARTY HALL

আগ্রা প্যালেস রেষ্টুরেন্ট এণ্ড পার্টি হল

বিয়ে, জন্মদিন, বেবী শাওয়ার, গ্রাজুয়েশন, অভিষেক, সভা-সেমিনারসহ সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য একটি অভিজাত রেষ্টুরেন্ট ও পার্টি হল।

- সুন্দর ও মনোরম পরিবেশ।
- সু-সজ্জিত বিশাল পার্টি হল।
- অভিজ্ঞ ও দক্ষ শেফ এর তত্ত্বাবধানে তৈরী হাল্কা খাবার পরিবেশনা।
- ছোট বড় সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য আসন সংখ্যা ৫০ থেকে ৪৫০।

INDOOR & OUTDOOR CATERING AVAILABLE

বুকিং ও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

ADDRESS: 116-33 Queens Blvd, Forest Hills, New York, NY 11375
Contact : (917) 362-1336, 929-521-2019 , 718-261-8880

এপস্টেইনের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে অনুশোচনা বিল গেটসের যুদ্ধে ইউক্রেনের ৫৫ হাজার সেনা প্রাণ হারিয়েছে

সোহানা নাজনীন

দণ্ডিত যৌন অপরাধী জেফরি এপস্টেইনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখাকে এখন প্রকাশ্যেই ভুল বলে স্বীকার করছেন মাইক্রোসফটের সহ-প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস। একাধিক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, এপস্টেইনের সঙ্গে কাটানো প্রতিটি মুহূর্তের জন্যই তিনি অনুতপ্ত এবং সেটি তাঁর জীবনের একটি বড় ভুল সিদ্ধান্ত ছিল।

এপস্টেইন–সংক্রান্ত সদ্য প্রকাশিত নথিতে গেটসের নাম একাধিকবার উঠে আসার পর নতুন করে বিতর্কের মুখে পড়েন তিনি। নিউইয়র্কের অর্থলগ্নিকারী এপস্টেইন ২০১৯ সালে ফেডারেল যৌন পাচারের অভিযোগে কারাগারে থাকা অবস্থায় আত্মহত্যা করেন। এর আগেই, ২০০৮ সালে অপ্রাপ্তবয়স্কে দিয়ে যৌন কাজ করানোর দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন তিনি।

অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে গেটস বলেন, ২০১৩ সালের একটি ইমেইলের কথা বারবার সামনে আনা হচ্ছে, যেখানে তার বিরুদ্ধে অতিরিক্ত সম্পর্ক ও যৌনবাহিত রোগের গুপ্ত খোঁজার ইঙ্গিত দেওয়া হয়। তবে গেটস স্পষ্টভাবে সেই দাবি অস্বীকার



মাইক্রোসফটের সহ-প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস

বিল গেটসের একটি প্রতিক্রিয়া

বিল গেটসের একটি প্রতিক্রিয়া

করেন। “ওই ইমেইলটি কখনো পাঠানোই হয়নি। মনে হয় জেফরি নিজেই নিজেকে লিখেছিল। ইমেইলটি ভুয়া,” বলেন গেটস। “সে কী ভেবেছিল, তা আমি জানি না।”

তিনি যোগ করেন, “এটা শুধু আমাকে মনে করিয়ে দেয়—তার সঙ্গে কাটানো প্রতিটি মিনিটের জন্য আমি অনুতপ্ত। আমি সত্যিই দুঃখিত যে আমি সেই সময়টা ব্যয় করেছি।”

৭০ বছর বয়সী গেটস জানান,

২০১১ সালে প্রথমবার এপস্টেইনের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। তখন তার ধারণা ছিল, এপস্টেইন তাকে এমন ধনী দাতাদের সঙ্গে যুক্ত করতে পারবেন, যারা গেটস ফাউন্ডেশনের বৈশ্বিক স্বাস্থ্য কার্যক্রমে অর্থ দিতে আগ্রহী হবেন। “আমি কেবল কয়েকটি নৈশভোজে গিয়েছিলাম,” বলেন গেটস। “আমি কখনো দ্বীপে যাইনি, কোনো নারীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি।” তার ভাষায়, “সময় যত যাচ্ছে, তত পরিষ্কার

হচ্ছে—এটা ছিল একটি ভুল সিদ্ধান্ত, কিন্তু এর সঙ্গে কোনো ধরনের অনৈতিক আচরণের সম্পর্ক ছিল না।”

গেটস আরও বলেন, “এপস্টেইন সবসময় বলত সে খুব ধনী মানুষদের চেনে এবং তাদের দিয়ে বৈশ্বিক স্বাস্থ্য খাতে অনুদান করাতে পারবে। পেছনে তাকিয়ে বুঝি, সেটা ছিল একেবারে ভুল হিসাব। আমি বোকামি করেছি। আমি একা নই—অনেকেই এখন তাকে চেনার জন্য অনুতপ্ত।”

এই বক্তব্যের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে নতুন চাপ তৈরি হয়েছে। রিপাবলিকান কংগ্রেস সদস্য ন্যাসি মেস হাউস ওভারসাইট কমিটির চেয়ারম্যান জেমস কমারকে আহ্বান জানিয়েছেন, যেন বিল গেটসকে কংগ্রেসে শপথের অধীনে সাক্ষ্য দিতে জেন সমন জারি করা হয়। ন্যাসি মেস বলেন, “যদি অভিযোগগুলো মিথ্যা হয়, তাহলে কংগ্রেসের সামনে শপথ নিয়ে তা বলতে বিল গেটসের কোনো সমস্যা থাকার কথা নয়। বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ও ক্ষমতাবান একজন মানুষ কেন একজন দণ্ডিত শিশু যৌন পাচারকারীর সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ ছিলেন—এই প্রশ্নের উত্তর আমেরিকান জনগণ জানতে চায়।” তার ভাষায়, “এই এপস্টেইন কাণ্ডের শেষ

পর্যন্ত আমরা যাব। কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়—না বিলিয়নিয়ার, না হলিউড, না আর কেউ।”

এদিকে, এপস্টেইন–সংক্রান্ত নথিতে নিজের নাম উঠে আসার পর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন গেটসের সাবেক স্ত্রী মেলিন্ডা ফ্রেঞ্চ গেটস। এনপিআরের ‘ওয়াইল্ড কার্ড’ পডকাস্টে তিনি বলেন, বিষয়টি তাকে “অবিশ্বাস্য রকমের দুঃখ” দিয়েছে। “সমাজ এখন এক ধরনের হিসাব-নিকাশের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে,” বলেন মেলিন্ডা। “এই নতুন করে আলোচনার ফলে আমার বৈবাহিক জীবনের খুব বেদনাদায়ক স্মৃতিগুলো আবার সামনে এসেছে।” তবে তিনি স্পষ্ট করে দেন, এখন তিনি সেসব পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছেন। “আমার জীবনে এখন এক অপ্রত্যাশিত ও সুন্দর অধ্যায় চলেছে। যেসব প্রশ্ন এখনও রয়ে গেছে, সেগুলোর উত্তর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরই দিতে হবে—এমনকি আমার সাবেক স্বামীকেও। সেগুলোর দায় আমার নয়।”

উল্লেখ্য, ২৭ বছরের দাম্পত্য জীবনের পর ২০২১ সালের মে মাসে বিবাহবিচ্ছেদের ঘোষণা দেন বিল ও মেলিন্ডা গেটস। ২০২৪ সালে মেলিন্ডা ফ্রেঞ্চ গেটস গেটস ফাউন্ডেশন থেকেও সরে দাঁড়ান।

১৯০৮ সালের টুংগুস্কা বিস্ফোরণ: সাইবেরিয়ার আকাশে এক মহাজাগতিক রহস্য

মিহিরকান্ত চৌধুরী

১৯০৮ সালের ৩০ জুন ভোরবেলা, যখন সূর্য ধীরে ধীরে উঠছিল মধ্য সাইবেরিয়ার অনন্ত বনভূমির ওপরে, তখন এমন এক ঘটনা ঘটে যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিজ্ঞানীদের বিস্মিত করে রেখেছে। এই ঘটনাই ইতিহাসে পরিচিত “টুংগুস্কা বিস্ফোরণ” নামে — এক রহস্যময় মহাজাগতিক ধ্বংসযজ্ঞ যা রাশিয়ার পডকামেনায়া টুংগুস্কা নদীর কাছাকাছি এক বিশাল অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল।

এক মুহূর্তে প্রায় দুই হাজার বর্গকিলোমিটার বনভূমি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। বিস্ফোরণের শক্তি এতটাই প্রবল ছিল যে তা পনেরো মেগাটন টিএনটি সমতুল্য শক্তি উৎপন্ন করেছিল — কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে, সেখানে কোনও গর্ত বা “ক্রেটার” তৈরি হয়নি। এ কেবল একটি বৈজ্ঞানিক ঘটনা নয়; এটি মানবতার অজানাকে জানার আকাঙ্ক্ষা, প্রকৃতির অপ্রতিরোধ্য শক্তি এবং রহস্যের প্রতি এক অনন্ত অনুসন্ধানের গল্প।

১. যেদিন আকাশ ভেঙে পড়েছিল
সেই সকালের কথা। সাইবেরিয়ার নির্জন টুঙ্গ্রা ও ঘন অরণ্যে এভেনকি (Evenki) যাযাবর জাতি তাদের বলগাহরিগ চরাচ্ছিল, আর ফাঁদ পেতে পশুশিকার চলছিল শান্তিপূর্ণভাবে। হঠাৎ, সকাল সাড়ে সাতটার দিকে, উত্তর আকাশে দেখা গেল এক দীপ্ত আগুনের গোলা। এটি সূর্যের থেকেও উজ্জ্বল, আকাশ চিরে দ্রুত ছুটে চলেছে। শুরুতে নিরব, তারপর ধীরে ধীরে এক গর্জন ভেসে আসে — যেন পাহাড় ফেটে যাচ্ছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ঘটে গেল এক প্রবল বিস্ফোরণ।

বিস্ফোরণের অভিঘাতে শত শত কিলোমিটার দূরে মানুষ মাটিতে পড়ে যায়, জানালার কাচ ভেঙে যায়, ঘোড়া আতঙ্কে ছুটে পালায়। এই কপ্পনের চেউ পৃথিবীকে দুইবার প্রদক্ষিণ করে। প্রায় ৬৫ কিলোমিটার দূরের ভানাভারা নামের বাণিজ্যকেন্দ্রে বাসিন্দা সেমিওন বরিসভ পরে বলেছিলেন — “একটা আগুনের বল সূর্যের মতো উজ্জ্বল হয়ে আকাশে উঠল, তারপর এমন এক বজ্রধ্বনি হলো যেন মাটিই ফেটে গেছে।” ইউরোপ পর্যন্ত পৌঁছে যায় সেই প্রভাব। লন্ডন, প্যারিসে রাতের আকাশে দেখা যায় এক অদ্ভুত রূপালী আভা; মানুষ বলত, “রাত্রে সংবাদপত্র পড়া যায়, এত আলো!”

২. নীরবতার বন
এরপরের কয়েক সপ্তাহ পুরো অঞ্চল নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে। কেউ সাহস করে ঘটনাস্থলে যায়নি। মধ্য সাইবেরিয়া ছিল এক নির্জন, দুর্গম অঞ্চল — হাজার হাজার কিলোমিটার জুড়ে কোনো রেললাইন নেই, সড়ক নেই।

এভেনকি জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে ভয়। তারা বলল, এটি ছিল “আকাশের দেবতার ক্রোধ” — কোনো অভিশপ্ত আগুন নেমে এসে পৃথিবীকে দগ্ধ করেছে। রুশ প্রশাসনের কাছে সেই সময় এই খবর ছিল অপ্রাসঙ্গিক — তখন রাশিয়া জর্জরিত রাজনৈতিক অস্থিরতায়। ফলে ঘটনার তদন্তে কেউ আগ্রহ দেখাল না। প্রায় বিশ বছর কেটে গেল, তারপর প্রথম বিজ্ঞানী দল সেখানে পৌঁছায়।

৩. লিওনিদ কুলিক ও অনুসন্ধানের সূচনা
১৯২০-এর দশকে এক রুশ বিজ্ঞানী, লিওনিদ আলেক্সেয়েভিচ কুলিক, প্রথম এই রহস্যময় ঘটনার তদন্ত শুরু করেন। তিনি ছিলেন এক খনিজবিদ ও উষ্ণাপিণ্ড গবেষক, এবং বিশ্বাস করতেন এটি নিশ্চয়ই এক বিশাল



উষ্ণাপিণ্ডের পতন।

১৯২১ সালে তিনি খবর পান সাইবেরিয়ার এক অঞ্চলে এক অজানা বিস্ফোরণ ঘটেছে, যেখানে গাছপালা মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। কুলিক তৎক্ষণাৎ গবেষণার তহবিল চান।

তাঁর যুক্তি ছিল — যদি এটি সত্যিই কোনো বিশাল উষ্ণাপিণ্ড হয়, তবে সেটি রাশিয়ার জন্য বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক উভয় দিক থেকেই মূল্যবান হতে পারে। প্রথম অভিযানে তিনি ব্যর্থ হন, কিন্তু ১৯২৭ সালে, বহু কষ্টে তিনি এক ছোট দল নিয়ে যাত্রা শুরু করেন টুংগুস্কার উদ্দেশ্যে।

৪. নিষিদ্ধ বনের পথে
যাত্রা ছিল দুঃহ — হাজার কিলোমিটার ট্রেনে, তারপর ঘোড়ার গাড়ি, শেষে জলাভূমি পেরিয়ে পায়ে হেঁটে। স্থানীয় গাইডরাও ভয়ে ছিল; তারা বলত, “ওখানে দেবতার অভিশাপ নেমেছে।”

অবশেষে দলটি ঘটনাস্থলে পৌঁছায় — আর যা তারা দেখল, তাতে সবাই স্তম্ভিত। চারদিকে যতদূর চোখ যায়, সব গাছ এক দিকের দিকে শোয়ানো, যেন কোনো অদৃশ্য হাত এক মুহূর্তে বন মাটিতে ফেলে দিয়েছে। কেন্দ্রীয় অংশে কিছু গাছ দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু শাখাহীন, কালো, দগ্ধ স্তম্ভের মতো। কুলিক তাঁর ডায়েরিতে লেখেন — “এই দৃশ্য পৃথিবীর শেষ দিনের মতো। কোনো গর্ত নেই, কোনো উষ্ণাপিণ্ড নেই — কেবল ধ্বংস আর নীরবতা।”

৫. হারিয়ে যাওয়া উষ্ণাপিণ্ডের রহস্য
পরবর্তী বছরগুলোতে কুলিক আরও কয়েকবার অভিযান চালান। তিনি গাছপালার পতনের দিক, মাটির উপাদান, ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা সংগ্রহ করেন। কিন্তু রহস্য আরও ঘনীভূত হয় — কোথাও কোনো ক্রেটার নেই, নেই উষ্ণাপিণ্ডের টুকরো। তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছান, বস্তুটি সম্ভবত মাটিতে পড়ার আগেই আকাশে বিস্ফোরিত হয়েছে — যাকে আজ বলা হয় “এয়ারবাস্ট”। তাঁর অনুমান, বিস্ফোরণটি মাটি থেকে ৫–১০ কিলোমিটার উচ্চতায় ঘটেছিল। দুভাগ্যবশত, কুলিক এই রহস্যের সমাধান দেখে যেতে পারেননি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনি জার্মান সেনাদের হাতে বন্দী হন ও মৃত্যুবরণ করেন।

৬. বিস্ফোরণের পর আকাশের অদ্ভুত আলো
ঘটনার পরও আকাশে দেখা যায় এক বিস্ময়কর দৃশ্য — ইউরোপ ও এশিয়ার আকাশে কয়েক রাত ধরে দেখা যায় রূপালী আলোকিত মেঘ, যেগুলোকে এখন বলা হয় “নকটিলুসেন্ট ক্লাউডস”। বিজ্ঞানীরা বলেন, বিস্ফোরণের ফলে বিপুল পরিমাণ ধূলিকণা ও বাষ্প বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরে উঠে যায়, যা সূর্যালোক প্রতিফলিত করে রাত্রে আকাশকে উজ্জ্বল করে তোলে।

এটি ছিল প্রথমবার, যখন বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন — মহাজাগতিক ঘটনার বৈশ্বিক বায়ুমণ্ডলীয় প্রভাব কতটা গভীর হতে পারে।

৭. নানা ব্যাখ্যা ও তত্ত্ব
গত একশ বছরে টুংগুস্কা নিয়ে অসংখ্য তত্ত্ব উঠে এসেছে। কেউ বলেছেন, এটি ছিল উষ্ণাপিণ্ড, কেউ বলেছেন ধূমকেতু, আবার কেউবা কল্পনায় পৌঁছে গেছেন এলিয়েন ও ব্ল্যাক হোল পর্যন্ত।

ক. উষ্ণাপিণ্ড তত্ত্ব
বেশিরভাগ বিজ্ঞানী মনে করেন, এটি ছিল একটি পাথুরে গ্রহাণু, প্রায় ৫০–৬০ মিটার ব্যাসের, যা ঘটনায় ২৭,০০০ কিলোমিটার গতিতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। প্রবল ঘর্ষণে তা উত্তপ্ত হয়ে ৮ কিলোমিটার উচ্চতায় বিস্ফোরিত হয়, মুক্তি পায় ১০–১৫ মেগাটন শক্তি। তখনই গাছপালা উড়ে যায়, কিন্তু মাটিতে কিছুই আঘাত না করায় কোনো গর্ত তৈরি হয়নি।

খ. ধূমকেতু তত্ত্ব
১৯৩০ সালে ব্রিটিশ জ্যোতির্বিদ এফ. জে. ডব্লিউ. হুইপল বলেন, এটি ছিল একটি বরফ ও ধূলিকণায় গঠিত ধূমকেতু। বরফ পুরোপুরি বাষ্পীভূত হয়ে যায়, ফলে কোনও টুকরো থাকে না। এই তত্ত্ব নকটিলুসেন্ট মেঘের গঠনও ব্যাখ্যা করে।

গ. ভূগর্ভস্থ গ্যাস বিস্ফোরণ তত্ত্ব
কিছু রুশ বিজ্ঞানী একসময় ভেবেছিলেন, এটি মাটির নিচ থেকে মিথেন গ্যাসের বিস্ফোরণ। কিন্তু এ তত্ত্ব সাক্ষীদের আগুনের বলের বর্ণনা ব্যাখ্যা করতে পারে না।

ঘ. এলিয়েন বা অ্যান্টিম্যাটার তত্ত্ব
বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কিছু কল্পনাপ্রবণ লেখক বলেন, এটি ভিনগ্রহী মহাকাশযানের দুর্ঘটনা। ১৯৪১ সালে ইতালীয় পদার্থবিদ লুইজি ফানতাপিয়ে বলেন, এটি হয়তো অ্যান্টিম্যাটারের সংঘর্ষ! তবে এসবের কোনো প্রমাণ আজও মেলেনি।

ঙ. ক্ষুদ্র ব্ল্যাক হোল তত্ত্ব
১৯৭০-এর দশকে কেউ কেউ ধারণা দেন, হয়তো এটি একটি ক্ষুদ্র ব্ল্যাক হোলের পৃথিবী অভিক্রম! কিন্তু তেমন হলে মাধ্যাকর্ষণজনিত নানা চিহ্ন থেকে যেত, যা পাওয়া যায়নি।

চ. আধুনিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান
বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, স্যাটেলাইট, কম্পিউটার সিমুলেশন ও নতুন প্রযুক্তির সাহায্যে গবেষকরা টুংগুস্কা ঘটনাকে আরও স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেন। তাঁদের মতে, এটি ছিল এক কার্বনসমৃদ্ধ দুর্বল পাথুরে গ্রহাণু, যা বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে তীব্র চাপের কারণে ভেঙে যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, বস্তুটির ব্যাস ছিল প্রায় ৬০–৮০ মিটার, গতি ২০ কিমি/সেকেন্ড, এবং বিস্ফোরণের শক্তি ছিল ১০–৩০ মেগাটন। ২০১৩ সালে চেল্যাবিনস্ক উষ্ণাপিণ্ডের বিস্ফোরণ (যার শক্তি ছিল ৫০০ কিলোটন) ঘটার পর, বিজ্ঞানীরা দুই ঘটনার মিল খুঁজে পান — উভয় ক্ষেত্রেই “এয়ারবাস্ট” ঘটে, এবং কোনো গর্ত তৈরি হয়নি।

৯. প্রকৃতিতে প্রভাব
টুংগুস্কা বিস্ফোরণ স্থানীয় পরিবেশে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে। অনেক উদ্ভিদের জিনগত পরিবর্তন দেখা যায়, মাটির রাসায়নিক গঠনে পরিবর্তন ঘটে। ধ্বংসপ্রাপ্ত বন ধীরে ধীরে আবার গজায়, কিন্তু অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে। আজও স্যাটেলাইট চিত্রে দেখা যায় সেই প্রজাপতি-আকৃতির বনভূমি প্যাটার্ন, যেখানে বিস্ফোরণের অভিঘাত ছড়িয়ে পড়েছিল।

২০০৭ সালে একদল ইতালীয় বিজ্ঞানী দাবি করেন, লেক চেকো নামের একটি হ্রদ সম্ভবত

সেই বিস্ফোরণের ক্ষুদ্র গর্ত হতে পারে, কিন্তু পরে গবেষণায় দেখা যায়, হ্রদটি ১৯০৮ সালেরও আগে থেকেই ছিল।

১০. আকাশের সতর্কবার্তা
টুংগুস্কা ঘটনা মানবজাতির জন্য এক কঠিন বার্তা রেখে গেছে — আমরা এক মহাজাগতিক অরণ্যে বসবাস করি, যেখানে আকাশের পাখর প্রতিনিয়ত পৃথিবীতে পতিত হচ্ছে। প্রতিদিন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে টন টন ক্ষুদ্র উষ্ণাপিণ্ড প্রবেশ করে, বেশিরভাগই পোড়ে যায়। কিন্তু টুংগুস্কার মতো বড় কোনো বস্তু যদি আজ কোনো শহরের উপরে বিস্ফোরিত হতো — যেমন সেন্ট পিটার্সবার্গ বা লন্ডনের উপরে — তাহলে লক্ষ লক্ষ প্রাণ হারাতে পারত। এই কারণেই এখন বিশ্বের নানা সংস্থা, যেমন নাসা, ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সি, NEOWISE, DART প্রভৃতি, গ্রহরক্ষা (Planetary Defense) কর্মসূচি চালু করেছে, যাতে ভবিষ্যতের এমন আঘাত প্রতিরোধ করা যায়।

১১. এক রহস্যের উত্তরাধিকার
এক শতাব্দীরও বেশি সময় পেরিয়ে গেছে, তবুও টুংগুস্কা আজও রহস্যময়। এটি সাহিত্য, চলচ্চিত্র, ও গেমসের প্রেরণা হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞানীদের কাছে এটি প্রথম প্রমাণ — মানব সভ্যতার ইতিহাসে প্রত্যক্ষ এক মহাজাগতিক আঘাত। এভেনকি জনগণের কাছে এটি এখনও পবিত্র ও ভয়ংকর — “যেখানে আকাশ পৃথিবীকে ছুঁয়েছিল।” আজও যারা সেখানে যায়, তারা বলে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতার অনুভূতি হয়। বন ফিরে এসেছে, কিন্তু সেই নিঃশব্দ স্মৃতি রয়ে গেছে।

১২. অনুসন্ধান এখনো চলছে
আজও গবেষকরা সেখানে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন। মাটি ও বায়ুতে সূক্ষ্ম সিলিকা ও চৌম্বকীয় কণিকা পাওয়া গেছে, যা প্রমাণ করে ঘটনটি মহাজাগতিক উৎসের। তবুও, বড় কোনো উষ্ণাপিণ্ড আজও পাওয়া যায়নি — আর সেটাই হয়তো টুংগুস্কার সবচেয়ে বড় রহস্য।

১৩. সময়ের গভীরে এক মুহূর্ত
পৃথিবীর ইতিহাসে টুংগুস্কার চেয়েও অনেক বড় মহাজাগতিক সংঘর্ষ ঘটেছে — যেমন চিক্সুলুব আঘাত, যা ডাইনোসরদের বিলুপ্ত করেছিল। কিন্তু টুংগুস্কা বিশেষ, কারণ এটি ঘটেছিল মানুষের স্মৃতির যুগে। এটি যেন এক সেতুবন্ধন — বিজ্ঞান ও বিশ্বের, যুক্তি ও বিশ্বাসের মধ্যবর্তী এক বাস্তব কাহিনি।

১৪. উপসংহার: আকাশে আগুনের স্মৃতি
১৯০৮ সালের টুংগুস্কা বিস্ফোরণ মানব ইতিহাসে এক অনন্য ঘটনা। সাইবেরিয়ার সেই নিঃশব্দ আকাশে এক ক্ষুদ্র মহাজাগতিক বস্তুর বিস্ফোরণে মুক্তি পেয়েছিল পরমাণু বোমার চেয়েও বহু গুণ শক্তি।

এক মুহূর্তে পৃথিবী বুঝেছিল — মহাকাশের শক্তি কত অদম্য, আর আমরা কত ক্ষুদ্র। আজ আমরা যখন মহাশূন্যে টেলিস্কোপ তাকাই, তখন টুংগুস্কা আমাদের মনে করিয়ে দেয় — আমরা কেবল পৃথিবীর বাসিন্দা নই, মহাবিশ্বের এক ক্ষুদ্র অংশ। লিওনিদ কুলিকের সেই বিখ্যাত উক্তিটি আজও প্রতিধ্বনিত হয় — “এই নীরব বনে, মহাবিশ্ব তার পদচিহ্ন রেখে গেছে।” আর সেই পদচিহ্ন আজও রয়ে গেছে সাইবেরিয়ার বনের মাটির নিচে — যেখানে একদিন আকাশ ভেঙে পড়েছিল।

মিহিরকান্ত চৌধুরী - লেখক, অনুবাদক ও নির্বাহী প্রধান, টেগোর সেন্টার সিলেট।



NY HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email: info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com



M. AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA



বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন



প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

Jamaica Office:
168-25A Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(718) 725-1332, (718) 971-0054

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718) 874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718) 874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।

আমরা কোনো ফি নেই না।

আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।

কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে

সবধরনের ইমিগ্রেশন সমস্যা

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে থেকতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্সুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল



KHAIRUL BASHAR, MBA,LL.M.
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW

(718) 775-8509 - (212) 464-8620

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529



KHAIRUL BASHAR
LAW OFFICES

#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

Admitted in Washington, D.C., and Alabama State Bar | Practice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট



Nurul Azim

Your Any Question Contact Here

+1 516 451 3748





- ✓ প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- ✓ পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ✓ ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- ✓ শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment

150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

যুক্তরাষ্ট্রে আয়ু বেড়ে রেকর্ড উচ্চতায়

বিশেষ প্রতিনিধি

মহামারির ভয়াবহ ধাক্কা কাটিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে মানুষের গড় আয়ু আবার বাড়তে শুরু করেছে এবং ২০২৪ সালে তা ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্র (সিডিসি) জানিয়েছে, ২০২৪ সালে দেশটিতে জন্মের সময় প্রত্যাশিত গড় আয়ু বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৯ বছর। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে উর্ধ্বমুখী থাকা গড় আয়ু কোভিড-১৯ মহামারির সময় ২০১৯ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে প্রায় দেড় বছর কমে গিয়েছিল। তবে ২০২২ সাল থেকে মৃত্যুহার কমতে শুরু করে এবং ২০২৩ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে মৃত্যুহার আরও ৪ শতাংশ কমে যাওয়ায় গড় আয়ু অর্ধ বছরেরও বেশি বেড়েছে।

সিডিসির চূড়ান্ত ও বয়স-সমন্বিত তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি এক লাখ মানুষের মধ্যে গড়ে ৭২২ জনের মৃত্যু হয়েছে। ওই বছর মোট মৃত্যু ছিল প্রায় ৩১ লাখ। যদিও মৃত্যুর শীর্ষ ১০টি কারণ মিলিয়ে মোট মৃত্যুর ৭০ শতাংশের বেশি ঘটেছে, উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো—এই শীর্ষ ১০টি কারণের প্রতিটিতেই আগের বছরের তুলনায় মৃত্যুহার কমেছে। হৃদরোগ ও ক্যান্সার এখনো মৃত্যুর প্রধান কারণ হিসেবে রয়েছে এবং প্রতিটি রোগেই ৬ লাখের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

সবচেয়ে বড় ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা গেছে অনিচ্ছাকৃত আঘাতজনিত মৃত্যুর ক্ষেত্রে, যার বড় অংশই মাদক ওভারডোজের সঙ্গে সম্পর্কিত। কোভিড-১৯ মহামারির সময় যুক্তরাষ্ট্রে মাদক ওভারডোজে মৃত্যু নাটকীয়ভাবে বেড়ে গিয়েছিল। তবে সিডিসির তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সাল থেকে এই হার ধারাবাহিকভাবে কমেছে। শুধু ২০২৪ সালেই মাদক ওভারডোজজনিত মৃত্যুহার

যুক্তরাষ্ট্র–ভারত বাণিজ্য চুক্তি শুদ্ধ কমল, রুশ তেল কেনা বন্ধে সম্মতি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে একটি বাণিজ্য চুক্তিতে তিনি সম্মত হয়েছেন। এই চুক্তির আওতায় ভারতীয় পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৮ শতাংশ করা হবে। একই সঙ্গে রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করতে রাজি হওয়ায় ভারতের ওপর আগে আরোপ করা অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক জরিমানাও প্রত্যাহার করা হচ্ছে।

ট্রাম্প তার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে সকালে ফোনলাপে বাণিজ্য এবং রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সেই আলোচনায় মোদি যুক্তরাষ্ট্র থেকে আরও বেশি তেল কেনার পাশাপাশি সম্ভাব্যভাবে ভেনেজুয়েলা থেকেও জ্বালানি কেনার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ট্রাম্পের দাবি, মোদির অনুরোধেই তিনি দ্রুত এই বাণিজ্য চুক্তিতে সম্মতি দেন, যার ফলে ভারতের শুল্ক ও নন-টারিফ বাধা শূন্যে নামিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি এসেছে।

চুক্তি অনুযায়ী ভারত আগামী দিনে জ্বালানি, প্রযুক্তি, কৃষিপণ্য ও কয়লাসহ বিভিন্ন খাতে ৫০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি মার্কিন পণ্য কেনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। হোয়াইট হাউসের এক কর্মকর্তা নিশ্চিত করেছেন, রুশ তেল কেনার কারণে আরোপিত শুল্ক পুরোপুরি প্রত্যাহার করা হবে এবং অন্যান্য শুল্ক কমিয়ে মোট হার ১৮ শতাংশে নামানো হবে।

এই ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় নরেন্দ্র মোদি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বলেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতে পেরে তিনি আনন্দিত। ‘মেড ইন ইন্ডিয়া’ পণ্যের ওপর শুল্ক কমানোর সিদ্ধান্তকে তিনি ভারতের ১৪০ কোটি মানুষের পক্ষ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে উল্লেখ করেন। মোদি আরও বলেন, বিশ্বের দুটি বৃহৎ গণতন্ত্র একসঙ্গে কাজ করলে তা জনগণের জন্য সুফল বয়ে আনে এবং পারস্পরিক সহযোগিতার নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে।

এর আগে আগস্ট মাসে যুক্তরাষ্ট্র ভারতের পণ্যের ওপর সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করেছিল, যার বড় অংশই ছিল রাশিয়া থেকে তেল কেনার কারণে দেওয়া জরিমানা।



২৬ শতাংশের বেশি কমেছে এবং এই পতন সব বয়স ও সব জাতিগত গোষ্ঠীর মধ্যেই দেখা গেছে।

ফেন্টানিল ও অন্যান্য সিনথেটিক ওপিওয়েড এখনো বেশিরভাগ ওভারডোজ মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত থাকলেও তাদের প্রভাব আগের তুলনায় কমেছে। ২০২৩ সালে যেখানে ৯০ শতাংশের বেশি ওভারডোজে এসব মাদক জড়িত ছিল, ২০২৪ সালে তা নেমে এসেছে প্রায় ৬০ শতাংশে। একই সঙ্গে মেথামফেটামিন ও কোকেনের মতো সাইকোট্রোল্যান্ট সংশ্লিষ্ট মৃত্যুও কমেছে। তবুও বাস্তবতা হলো, ২০২৪ সালে এখনো ৭৯ হাজারের বেশি মানুষ মাদক ওভারডোজে প্রাণ হারিয়েছেন, যদিও প্রাথমিক তথ্য বলছে ২০২৫ সালেও এই সংখ্যা আরও কমার ধারায় রয়েছে।

কোভিড-১৯ একসময় যুক্তরাষ্ট্রে মৃত্যুর তৃতীয় প্রধান কারণ হয়ে উঠলেও ২০২৪ সালে তা শীর্ষ ১০ মৃত্যুর কারণের তালিকা থেকেও বাদ পড়েছে। তবে এর জায়গায় উদ্বেগের নতুন কারণ হিসেবে উঠে এসেছে আত্মহত্যা। সরকারি জরিপ

অনুযায়ী, ২০২৪ সালে ১ কোটি ৪০ লাখের বেশি প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি আত্মহত্যার চিন্তা করেছেন, ৪৬ লাখ মানুষ আত্মহত্যার পরিকল্পনা করেছেন এবং ২২ লাখ মানুষ আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন। আত্মহত্যাজনিত মৃত্যু ২০২২ সালে রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছানোর পর সামান্য কমলেও এখনো বড় জনস্বাস্থ্য সংকট হিসেবে রয়ে গেছে।

নারী ও পুরুষের গড় আয়ুর ব্যবধান এখনো বিদ্যমান থাকলেও তা ধীরে ধীরে কমেছে। ২০২৪ সালে নারীদের গড় আয়ু বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮১.৪ বছর এবং পুরুষদের গড় আয়ু বেড়ে হয়েছে ৭৬.৫ বছর। একই সময়ে সব জাতিগত ও নৃগোষ্ঠীর মধ্যেই মৃত্যুহার কমেছে, তবে বৈষম্য রয়ে গেছে। আমেরিকান ইন্ডিয়ান পুরুষ এবং কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষদের বয়স-সমন্বিত মৃত্যুহার এখনো সবচেয়ে বেশি।

বয়সভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, প্রায় সব বয়সী গোষ্ঠীতেই মৃত্যুহার কমেছে, শুধু ৫ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে হারটি তুলনামূলকভাবে হির রয়েছে। নবজাতক মৃত্যুহার দীর্ঘদিন ধরে কমছিল, তবে ২০২২ সালে তা বেড়ে যায় এবং সর্বশেষ তথ্য বলছে পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া ধীরগতির। ২০২৪ সালে এক বছর বয়সের আগেই ২০ হাজারের বেশি শিশুর মৃত্যু হয়েছে, যা প্রতি হাজার জীবিত জন্মে গড়ে ৫.৫টি মৃত্যুর সমান। এই পরিস্থিতির কারণে মিসিসিপি অঙ্গরাজ্যে নবজাতক মৃত্যুহার নিয়ে জনস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে।

সব মিলিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে গড় আয়ু বৃদ্ধির এই চিত্র আশাব্যঞ্জক এবং এটি প্রমাণ করে যে দেশটি ধীরে ধীরে মহামারির ক্ষতি পুষিয়ে উঠছে। তবে আত্মহত্যা, মানসিক স্বাস্থ্য সংকট, জাতিগত বৈষম্য এবং নবজাতক মৃত্যুর মতো গভীর সমস্যাগুলো এখনো বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে সামনে রয়ে গেছে।

মেলানিয়ার আত্মজৈবনিক তথ্যচিত্রের প্রিমিয়ার ‘আবেগী, নান্দনিক ও সিনেম্যাটিক’

আজমল হোসেন	
	
মার্কিন ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প ৩০ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার রাতে ওয়াশিংটন ডিসির ট্রাম্প–কেনেডি সেন্টার ফর দ্য পারফর্মিং আর্টসে তাঁর প্রযোজিত আত্মজৈবনিক তথ্যচিত্র ‘মেলানিয়া’ –এর প্রিমিয়ার প্রদর্শনীর মাধ্যমে আরেকটি আলোচিত উপস্থিতি জানান দেন। শুক্রবার থেকে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি এবং পরে বিশ্বব্যাপী স্ট্রিমিংয়ের আগে এই বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।	
কালো গালিচায় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে উপস্থিত হন মেলানিয়া ট্রাম্প। তথ্যচিত্রটির সাদা–কালো নান্দনিক থিমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই আয়োজন করা হয়। আমন্ত্রিত দর্শকদের সামনে চলচ্চিত্রটি দেখানো হয়, যেখানে ২০২৫ সালে ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিষেকের আগের ২০ দিনের ঘটনাপ্রবাহ ও প্রস্তুতির ভেতরের দিকটি তুলে ধরা হয়েছে।	
প্রিমিয়ার শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মেলানিয়া ট্রাম্প বলেন, তথ্যচিত্রটি “সুন্দর, আবেগী, ফ্যাশনসমৃদ্ধ এবং সিনেম্যাটিক।” তিনি জানান, একজন সাধারণ নাগরিক থেকে পুনরায় ফার্স্ট লেডি হয়ে ওঠার যাত্রাটি দর্শকদের সামনে তুলে ধরাই ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য। তাঁর ভাষায়,	

“এই চলচ্চিত্র নিয়ে আমি খুব গর্বিত। এটি তৈরি করা সহজ কাজ নয়। আমি দেখাতে চেয়েছি—একজন ফার্স্ট লেডি হিসেবে দায়িত্ব পালনে কী ধরনের প্রস্তুতি, পরিশ্রম ও ভারসাম্য দরকার।” তথ্যচিত্রে তাঁর অভিষেক প্রস্তুতি, ব্যবসা পরিচালনা, পরিবার ও জনকল্যাণমূলক কাজের নানা দিক উঠে এসেছে। ‘মেলানিয়া’ চলচ্চিত্রটি অ্যামাজন

প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ দিয়ে আসছেন। এই উদ্যোগ নিয়ে সংবাদকর্মীদের একাংশ বেজোসের উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রকাশ্যে প্রশ্ন তুলেছেন। পত্রিকাটির সাবেক ফ্যাশ্টিচেকার গ্লেন কেসলার এক কলামে মন্তব্য করেন, ‘বেজোস ওয়াশিংটন পোস্টকে বাঁচাতে চাইছেন না, তিনি আসলে ডোনাল্ড ট্রাম্পের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে চাইছেন।’ বেজোস ও ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে আমাজনের সম্পর্ক বরাবরই জটিল। চলতি সপ্তাহেই বেজোস তাঁর মালিকানাধীন মহাকাশ সংস্থা ব্লু অরিজিনে মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথকে আতিথ্য দেন।

কর্মী ছাঁটাইয়ের বিষয়ে সিএনএন

বিমানে ঘুমের ভান করে নারীর গায়ে হাত, ভারতীয় থ্রেপ্টার

ঘুমানোর ভান করে উড়োজাহাজে নারী সহযাত্রীর গায়ে বারবার হাত রাখছিলেন ভারতীয় এক যাত্রী। তারপর মৌন হয়রানির অভিযোগে যেতে হলো আদালতে। যুক্তরাষ্ট্রের এক অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটে এ ঘটনায় ঘটেছে।

ওই ভারতীয় নাগরিকের নাম বরুণ অরোরা (৩৮)। এ মামলায় ভার্জিনিয়ায় একটি আদালতে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন তিনি। তাঁর সর্বোচ্চ দুই বছরের কারাদণ্ড হতে পারে বলে এনডিটিভির প্রতিবেদনে জানা গেছে।

মার্কিন অ্যাটর্নি অফিসের দেওয়া এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ঘটনাটি ঘটে ২০২৪ সালের ২৯ আগস্ট। সেদিন রোড আইল্যান্ড থেকে ওয়াশিংটনগামী একটি ফ্লাইটে ভ্রমণ করছিলেন অরোরা। আদালতের নথিপত্র অনুযায়ী, অরোরার পাশের আসনে বসা ওই নারী যাত্রী উড়োজাহাজ অবতরণের ঠিক আগমুহুর্তে ঘুম থেকে ওঠার পর বুঝতে পারেন, অরোরা তাঁকে আপত্তিকরভাবে স্পর্শ করছেন।

বিবৃতিতে বলা হয়, “ঘুমের মাস্ক পরা অরোরা ঘুমানোর ভান করেন এবং ভুক্তভোগী বারবার তাঁর হাত সরিয়ে দেওয়ার পরও তিনি হাত সরাননি।”

মামলাটির তদন্ত করে ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই)-এর ওয়াশিংটন ফিল্ড অফিস। রাষ্ট্রপক্ষে মামলা পরিচালনা করেন বিশেষ সহকারী মার্কিন অ্যাটর্নি ম্যাডিসন মুমা এবং সহকারী মার্কিন অ্যাটর্নি রাসেল এল কার্লবার্গ।

অ্যাটর্নি অফিস আরও জানায়, ভারতীয় নাগরিক অরোরা বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছিলেন। তাঁকে ২৯ জানুয়ারি ফ্লাইটে অবস্থানকালে আপত্তিকর আচরণ ও হেনস্থার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

সাবেক সিএনএন অ্যাক্সর ডন লেমন আটক

ডেস্ক রিপোর্ট

সাবেক সিএনএন সংবাদ উপস্থাপক ডন লেমনকে বৃহস্পতিবার রাতে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল কর্তৃপক্ষ লস অ্যাঞ্জেলেসে আটক করেছে বলে জানিয়েছেন তাঁর আইনজীবী। বর্তমানে একজন স্বাধীন সাংবাদিক হিসেবে কাজ করা এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তাঁর প্রশাসনের কড়া সমালোচক হিসেবে পরিচিত লেমনকে গ্রেপ্তার করা হয় গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড কভার করতে শহরে অবস্থানকালে।

আইনজীবীর ভাষ্য অনুযায়ী, ডন লেমন তিন দশকের বেশি সময় ধরে সাংবাদিকতা করছেন এবং মিনেসোটার তাঁর সাংপ্রতিক কর্মকাণ্ড পেশাগত দায়িত্বের স্বাভাবিক ধারার বাইরে কিছু নয়। তবে সেই কভারেজের জেরেই তিনি প্রশাসনের নজরে পড়েন বলে মনে করা হচ্ছে।

নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চলতি মাসের শুরুতে লেমন একটি গির্জায় প্রবেশ করেছিলেন, যেখানে প্রতিবাদকারীদের ধারণা ছিল—একজন আইসিই কর্মকর্তা সেখানে পাষ্ট্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় উপাসনালয় সুরক্ষা আইনের আওতায় আটজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার উদ্যোগ নেয় ট্রাম্প প্রশাসন। অভিযুক্তদের তালিকায় ডন লেমনও ছিলেন।

তবে লেমনের আইনজীবীর দাবি, তিনি কোনওভাবেই বিক্ষোভে অংশ নেননি; একজন সাংবাদিক হিসেবে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে খবর সংগ্রহ করছিলেন মাত্র। তাঁর বক্তব্য, “যে সময় ফেডারেল এজেন্টদের হাতে দুই শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকারী নিহত হওয়ার ঘটনা তদন্তের দাবি উঠেছে, সে সময় এই থ্রেপ্তার প্রক্রিয়াই প্রকৃত প্রশ্নের জন্ম দেয়।”

মিনেসোটার ওই দুই প্রতিবাদকারী নিহত হওয়ার পর সেখানকার বিক্ষোভ ও



অস্থির পরিস্থিতি লেমন সংবাদ হিসেবে কভার করছিলেন। ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন নীতি ও তা বাস্তবায়ন ঘিরে চলমান উত্তেজনা নিয়ে তিনি নিয়মিত প্রতিবেদন ও বিশ্লেষণ করে আসছিলেন।

২০২৩ সালে সিএনএন ছাড়ার পর ডন লেমন ইউটিউব ও সাবস্ট্যাকভিস্তিক অনুষ্ঠান ‘দ্য ডন লেমন শো’ শুরু করেন। সিএনএনে দীর্ঘদিন প্রাইমটাইম উপস্থাপক হিসেবে কাজ করার সময় তাঁর রাজনৈতিক মন্তব্য প্রায়ই রক্ষণশীল মহলের সমালোচনার মুখে পড়েছিল।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে সাংবাদিকতার স্বাধীনতা নিয়েও নতুন করে বিতর্ক দানা বাঁধে। পেট্টাগন ও হোয়াইট হাউসের নির্দিষ্ট অংশে সংবাদকর্মীদের প্রবেশ সীমিত করা, পাশাপাশি সমালোচনামুখর গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে ফেডারেল সংস্থার ক্ষমতা প্রয়োগের হুমকি—সব মিলিয়ে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন গণমাধ্যমকর্মী ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার পক্ষে থাকা সংগঠনগুলো।

ডন লেমনকে আটকের বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত জানাতে শুক্রবার সকালে যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগে এক সংবাদ সম্মেলন করার কথা রয়েছে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল টড ব্লাঞ্চার।

এই থ্রেপ্তারের খবরে দেশজুড়ে রাজনৈতিক ও সাংবাদিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও প্রথম সংবেদনশীল ঘিরে বিতর্ক নতুন করে সামনে এসেছে।

আন্তর্জাতিক অতিথিদের মধ্যে জর্ডানের রানী রানিয়া ও এনএইচএল হল অব ফেমার ওয়েন ছোট্টকির উপস্থিতির কথাও জানানো হয়েছে।

তথ্যচিত্রটি শুধু রাজনৈতিক পরিচয়ের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ না থেকে মেলানিয়া ট্রাম্পের ব্যক্তিগত জীবন, পরিবার, ফ্যাশন, শোক এবং রসবোধের দিকগুলোও তুলে ধরেছে। দর্শকমহলে এটি কতটা সাড়া ফেলবে, তা এখনো স্পষ্ট নয়। তবে এই মুহুর্তে এটি মেলানিয়া ট্রাম্পকে নিজের ভাষায়, নিজের শর্তে সামনে আনার একটি বড় মঞ্চ তৈরি করেছে।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চলচ্চিত্রটি নিয়ে বলেন, “মানুষ এখানে এনন এক ধরনের গ্ল্যামার দেখতে পাবে, যা তারা আগে দেখেনি। আমাদের দেশের সেই সৌন্দর্য ও আড়ম্বর আবার দরকার।” স্বীকে ছাড়া নিজেকে কল্পনা করা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি হাসতে হাসতে বলেন, মেলানিয়া ট্রাম্প তাঁর জীবনে ও প্রশাসনে অত্যন্ত প্রভাবশালী ভূমিকা রেখেছেন এবং তাঁকে ভারসাম্য রাখতে সাহায্য করেছেন।

একই প্রশ্নের উত্তরে মেলানিয়া ট্রাম্প সংক্ষেপে বলেন, “আমরা সবাই হয়তো ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় থাকতাম। তবে যেভাবে সবকিছু হয়েছে, সেটাই ভালো।”

বড় আকারের কর্মী ছাঁটাই করল ‘ওয়াশিংটন পোস্ট’



জেফ বেজোস

জানিয়েছে, বুধবার সকালে কর্মীদের ‘আজ বাসায় থাকুন’ নির্দেশ দিয়ে একটি ই-মেইলের মাধ্যমে জানানো হয়, কে কে ছাঁটাইয়ের তালিকায় আছেন। নির্বাহী সম্পাদক ম্যাট মারে এক অভ্যন্তরীণ বার্তায় জানান, প্রায় সব সংবাদ বিভাগেই

বড় আকারের কর্মী সংকোচন হচ্ছে। এর আওতায় মেট্রো ডেস্ক উল্লেখযোগ্যভাবে ছোট করা হয়েছে, ক্রীড়া বিভাগ প্রায় পুরোপুরি বন্ধ, বই বিভাগও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং দৈনিক ‘পোস্ট রিপোর্টস’ পডকাস্ট বাতিল করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক কভারেজও ব্যাপকভাবে কমানো হচ্ছে, যদিও যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে কিছু ব্যুরো ‘কৌশলগত উপস্থিতি’ বজায় রাখবে বলে জানান মারে। পাশাপাশি ব্যবসায়িক কার্যক্রমেও বড় ধরনের কাটছাঁট চলছে।

এই ছাঁটাই নিয়ে কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা ছড়িয়ে পড়েছে। আমাজন বিট রিপোর্টার ক্যারোলিন ও’ডোনাভান সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, “আমি বিদায় নিচ্ছি, সঙ্গে

যাচ্ছেন এই পেশার সেরাদের অনেকে—ভয়াবহ!” জাতি ও নৃগোষ্ঠীবিষয়ক রিপোর্টার ইমানুয়েল ফেলটন বলেছেন, এই সিদ্ধান্ত আর্থিক নয়, বরং আদর্শগত। পত্রিকাটির সাবেক নির্বাহী সম্পাদক ম্যাট ব্যারন এক বিবৃতিতে বলেছেন, ‘এটি বিশ্বের অন্যতম সেরা সংবাদমাধ্যমটির ইতিহাসের সবচেয়ে অন্ধকার দিনগুলোর একটি।’ তাঁর মতে, ব্যবসায়িক সংকট ছিল সত্য, কিন্তু শীর্ষ পর্যায়ের ভুল সিদ্ধান্ত সেই সংকটকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

বিশ্লেষকদের মতে, রাজনীতিকেন্দ্রিক বিনিয়োগ আর অন্যান্য বিভাগ সংকোচনের কৌশল ওয়াশিংটন পোস্টের সাংবাদিকতার বহুমাত্রিক চরিত্রকে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

মার্চে নিউইয়র্ক–অলবানি অ্যামট্রাক সেবা পুরোপুরি ফিরছে

আরিয়ানা জামান

নিউইয়র্ক সিটি ও অঙ্গরাজ্যের রাজধানী অলবানির মধ্যে অ্যামট্রাকের পূর্ণ ট্রেন চলাচল আগামী মার্চের শুরুতে পুনরায় চালু হচ্ছে। ফলে গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল টার্মিনাল থেকে অলবানি পর্যন্ত মেট্রো–নর্থ ট্রেন চালুর যে অস্থায়ী পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল, তা বাতিল করা হয়েছে।

অ্যামট্রাক তাদের এম্পায়ার সার্ভিস লাইনের বন্ধ থাকা তিনটি দৈনিক যাত্রা পুনরায় চালু করতে সম্মত হওয়ায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গত বছরের বসন্তে ইস্ট রিভার টানেলের চারটি টিউবের একটি সংস্কারকাজের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হলে নিউইয়র্ক পেন স্টেশন ও অলবানির মধ্যকার ট্রেন চলাচলে বড় ধরনের সীমাবদ্ধতা তৈরি হয়। এর ফলে সপ্তাহের কর্মদিবসে তিনটি রাউন্ড ট্রিপ বাতিল করা হয়।

এই সংকট মোকাবিলায় নিউইয়র্কের গভর্নর কাথি হোকুল এর আগে ঘোষণা দিয়েছিলেন, একটি অ্যামট্রাক ট্রেন পুনরায় চালুর পাশাপাশি বসন্তে গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল টার্মিনাল থেকে অলবানি পর্যন্ত একটি মেট্রো–নর্থ ট্রেন চালু করা হবে। বাস্তবায়িত হলে এটি হতো ১৯৬৭ সালের পর প্রথমবারের মতো মেট্রো–নর্থের এই রুটে সংযোগ।

মঙ্গলবার গভর্নর হোকুল জানান, তিনি মার্চের মধ্যেই পূর্ণ ট্রেন সেবা পুনরুদ্ধারের প্রতিশ্রুতি আদায় করতে সক্ষম হয়েছেন। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, নিউইয়র্ক পেন স্টেশন থেকে অলবানি–রেনসেলার পর্যন্ত সব স্ব্গিত ও একত্র করা এম্পায়ার সার্ভিস ট্রেন পুনরায় চালু করা হবে। তিনি আরও বলেন, আঞ্চলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের কারণে যাত্রীদের যেন অপ্রয়োজনীয় ভোগান্তিতে পড়তে না হয়, সেটিই তাঁর প্রশাসনের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

বর্তমানে এম্পায়ার সার্ভিস নিউইয়র্ক সিটি থেকে পাকফিপসি পর্যন্ত মেট্রো–নর্থের হাডসন লাইনের রেলপথ ব্যবহার করে। পাকফিপসির উত্তরে অলবানি হয়ে নাইয়াগ্রা ফলস পর্যন্ত রেলপথের মালিকানা রয়েছে মালবাহী রেল সংস্থা সিএসএক্সের হাতে, যেখানে অ্যামট্রাক চলাচলের অনুমতি পেয়ে থাকে। ইস্ট রিভার টানেলের সংস্কারকাজ চলমান থাকলেও কীভাবে পূর্ণ ট্রেন চলাচল সম্ভব হচ্ছে, সে বিষয়ে মন্তব্য করতে রাজি হয়নি অ্যামট্রাক কর্তৃপক্ষ।

টেক্সাসের ভোটে হার, দোষ ভারতীয়দের?

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

টেক্সাসের সেনেট ডিস্ট্রিক্ট–৯–এর বিশেষ নির্বাচনে রিপাবলিকানদের অপ্রত্যাশিত পরাজয়ের পর যুক্তরাষ্ট্রের ডানপন্থী রাজনীতিতে নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে ভারতবিদ্বেষ। নির্বাচনে হারের জন্য ভারতীয়-আমেরিকান ভোটারদের দায়ী করে ফ্লোরিডার রিপাবলিকান নেতা চ্যান্ডলার ল্যাঞ্জেভিন এমন মন্তব্য করেছেন, যা ইতিমধ্যেই ব্যাপক ফোভের জন্ম দিয়েছে। ৩১ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত রানঅফ ভোটে রিপাবলিকান প্রার্থিকে হারিয়ে চমক সৃষ্টি করেছেন ডেমোক্রেট প্রার্থী।

ল্যাঞ্জেভিন বলেছেন, “যদি কোনো ভারতীয় ভোটিং রকের কারণে রিপাবলিকানরা হেরে থাকে, তাহলে টেক্সাসে থাকা সব ভারতীয়কে বহিষ্কারের আরও বড় কারণ তৈরি হয়েছে।” এই বক্তব্যকে অনেকেই প্রকাশ্য বর্ণবাদী উসকানি হিসেবে দেখছেন।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে নর্থ টেক্সাসে ভারতবিরোধী প্রচার ক্রমেই তীব্র হয়েছে। রাজনীতিক, কিছু প্রভাবশালী ইনফ্লুয়েন্সার এবং সোশ্যাল মিডিয়ার ভাষ্যকাররা দাবি করছেন— ‘ভারতীয় দখল’-এর কারণে টেক্সাসের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চরিত্র বদলে যাচ্ছে। কেউ কেউ অভিযোগ তুলছেন, রাজ্যের চাকরি ভারতীয়দের হাতে চলে যাচ্ছে। এই আবহে টেক্সাসের গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট রাজ্য সংস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে H-1B ভিসায় নিয়োগে স্ব্গিতাদেশ ঘোষণা করেন। একই সময়ে টেক্সাসের অ্যাটর্নি জেনারেল কেন প্যাক্টন অতীতে H-1B কর্মী নিয়োগ করা তিনটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে

নিউইয়র্ক রাজ্যে নতুন করে বসতি গড়া অভিবাসীর সংখ্যা কমেছে

বিশেষ প্রতিনিধি

টানা তিন বছর অভিবাসীর সংখ্যা বাড়ার পর ২০২৫ সালে নিউইয়র্ক রাজ্যে নতুন করে বসতি গড়া অভিবাসীর সংখ্যা কমেছে। এমন তথ্য প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের সেনসাস ব্যুরো। গত সপ্তাহে প্রকাশিত এই তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রজুড়েই বিদেশে জন্ম নেওয়া মানুষের আগমন কমেছে। তবে নিউইয়র্কের ক্ষেত্রে অভিবাসন অধিকারকর্মীরা একটি প্রধান কারণের দিকে ইঙ্গিত করছেন—অসহনীয় ব্যয়ভার।

নিউইয়র্ক সিটিতে অভিবাসীদের আইনি সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা আনলোকাল-এর নির্বাহী পরিচালক তানিয়া ম্যাটোস বলেন, “আমি সরাসরি অনেকের মুখে শুনেছি—এখানে বসবাস করা ভীষণ ব্যয়বহুল। নতুন নিউইয়র্কাররা এখানে এসে আশ্রয়কেন্দ্রে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন, টিকে থাকার চেষ্টা করছেন।” তিনি আরও বলেন, আগের তুলনায় এখন সোশ্যাল সিকিউরিটি নম্বার বা কাজের অনুমতিপত্র ছাড়া নিউইয়র্কে কাজ পাওয়া অনেক বেশি কঠিন হয়ে গেছে।

সেপাস ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে প্রায় ৯৬ হাজার অভিবাসী নিউইয়র্ক রাজ্যে এসেছেন, যেখানে ২০২৪ সালে এই সংখ্যা ছিল ২ লাখ ৯০ হাজার ৬৩৭। একই সময়ে রাজ্যের মোট জনসংখ্যা বেড়েছে মাত্র ০.৫ শতাংশ—সংখ্যায় যা ১ হাজার ৬ জন। তুলনামূলকভাবে দেখা যায়, ২০২৩ সালে ২ লাখ ১১ হাজার ৩৮৩ জন অভিবাসী নিউইয়র্কে বসতি গড়েন। ২০২২ সালে এই সংখ্যা ছিল ১ লাখ ২১ হাজার ৫৭০। আর ২০২১ সালে কোভিড-১৯ মহামারির কারণে ব্যতিক্রমীভাবে মাত্র ২৮ হাজার ৭৭২ জন নতুন অভিবাসী হিসেবে গণনা করা হয়েছিল।

২০২৪ সালের জুলাই থেকে ২০২৫ সালের জুলাই পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নিউইয়র্ক রাজ্যে অভিবাসী আগমন নেমে এসেছে প্রায় ৯৬ হাজারে। যা ২০২২ থেকে ২০২৪ সময়কালের তুলনায় বড় ধরনের পতন। ২০২১ সালের পর এটিই রাজ্যে অভিবাসী আগমনের সবচেয়ে বড় পতন।

তানিয়া ম্যাটোস মনে করেন, এই সংখ্যা ধীরে ধীরে “স্বাভাবিক” পর্যায়ে ফিরে আসছে। কারণ ২০২২ সাল

তদন্ত শুরু করেন। নির্বাচনের ফলাফল ঘিরে MAGA শিবিরে প্রতিক্রিয়া এতটাই তীব্র ছিল যে, একটি MAGA অ্যাকাউন্ট বিজয়ী ডেমোক্র্যাট প্রার্থী টেইলর রেহমেটকের নামের অংশ দেখে ভুল করে ভারতীয় বলে ধরে নেয়। যদিও সরকারি নথি বলছে, সংশ্লিষ্ট কাউন্টিতে ভারতীয়-আমেরিকান ভোটারের সংখ্যা এমন কোনো দোলাচল ঘটানোর মতো ছিল না।

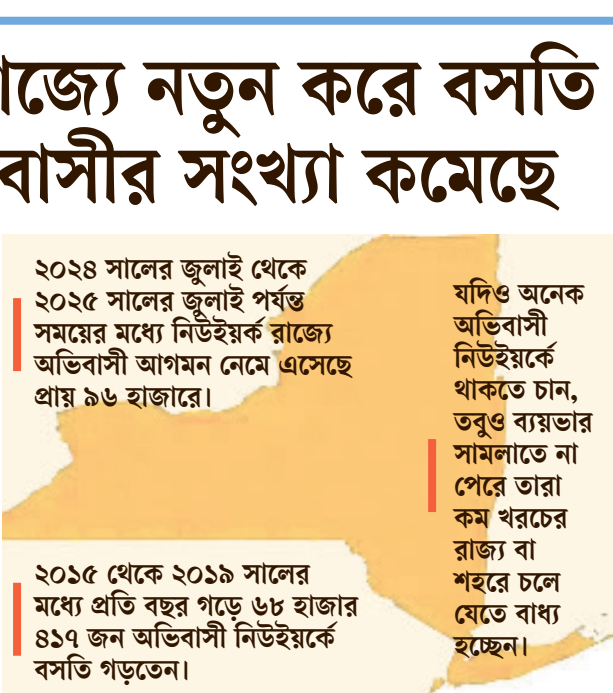
এই পরাজয় থেকে নিজেকে দূরে রেখেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, যিনি ২০২৪ সালের জুলাই থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে নিউইয়র্ক রাজ্যে অভিবাসী আগমন নেমে এসেছে প্রায় ৯৬ হাজারে। যা ২০২২ থেকে ২০২৪ সময়কালের তুলনায় বড় ধরনের পতন। ২০২১ সালের পর এটিই রাজ্যে অভিবাসী আগমনের সবচেয়ে বড় পতন।

টেক্সাসের একটি স্থানীয় নির্বাচনের ফলাফল ঘিরে এভাবে পুরো একটি কমিউনিটিকে লক্ষ্য করে আক্রমণ—আমেরিকার রাজনীতিতে অভিবাসী ও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন প্রশ্ন তুলছে।

যদিও তিনি রিপাবলিকান প্রার্থীকে সমর্থন দিয়েছিলেন। ট্রাম্প বলেছেন, এটি টেক্সাসের একটি স্থানীয় নির্বাচন, যেখানে তাঁর কোনো ভূমিকা নেই। অন্যদিকে বিজয়ী প্রার্থী টেইলর রেহমেট জানান, জাতীয় রাজনীতি নয়—স্থানীয় কমিউনিটির বিষয়ই ছিল তাঁর প্রচারের মূল ফোকাস।

টেক্সাসের একটি স্থানীয় নির্বাচনের ফলাফল ঘিরে এভাবে পুরো একটি কমিউনিটিকে লক্ষ্য করে আক্রমণ—আমেরিকার রাজনীতিতে অভিবাসী ও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন প্রশ্ন তুলছে।

বৃহস্পতিবার (Thursday), ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬



থেকে টেক্সাস ও অ্যারিজোনার গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট ও ডাগ ডুসি হাজার হাজার অভিবাসীকে সীমান্ত থেকে নিউইয়র্ক, শিকাগো ও লস অ্যাঞ্জেলেসের মতো স্যাচুয়ারি শহরে বাসে করে পাঠিয়েছিলেন। যা আগমনের হার হঠাৎ বাড়িয়ে দিয়েছিল। ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ সীমান্তে রেকর্ড ৩.২ মিলিয়ন মানুষের প্রবেশ নথিভুক্ত হয়।

মহামারির আগে, ২০১৫ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে প্রতি বছর গড়ে ৬৮ হাজার ৪১৭ জন অভিবাসী নিউইয়র্কে বসতি গড়তেন।

অধনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞরা অভিবাসীর সংখ্যা কমে যাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ফিসকাল পলিসি ইনস্টিটিউটের অর্থনীতিবিদ এমিলি আইজনার বলেন, “নিউইয়র্ক আমাদের কমিউনিটি ও অর্থনীতি থেকে অভিবাসীদের হারানোর সামর্থ্য রাখে না।” তিনি বলেন, “আন্তর্জাতিক অভিবাসন নিউইয়র্ক রাজ্যের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম প্রধান অভিবাসন কমে গেলে শহর তার সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক গতি হারানোর ঝুঁকিতে পড়বে। তিনি বলেন, “নতুন মানুষ যখন দেশ-বিদেশ থেকে আসে, তারা সঙ্গে করে নতুন শক্তি ও নতুন ধারণা নিয়ে আসে। এই গতিশীলতাকে ধামিয়ে দিলে তার নেতিবাচক প্রভাব আমাদের সবার ওপর পড়বে। বিশেষ করে রাজ্যের জনসংখ্যা যখন বয়সে বাড়ছে, তখন এই নতুন শক্তির অভাব আমরা তীব্রভাবে অনুভব করব।”

আইজনার আরও সতর্ক করেন, অভিবাসী শ্রমশক্তি ও অর্থনৈতিক অবদান না থাকলে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম আরও বেড়ে যেতে পারে। তাঁর ভাষায়, “নির্মাণ, খাদ্যসেবা, স্বাস্থ্যসেবা, শিশু ও বয়স্ক পরিচর্যা মতো খাতে অভিবাসীরা অত্যাবশ্যক

শ্রম সরবরাহ করেন। শক্তিশালী অভিবাসন না থাকলে এসব খাতের খরচ বাড়ে এবং অর্থনীতি সংকুচিত হবে।”

যদিও অনেক অভিবাসী নিউইয়র্কে থাকতে চান, তবুও ব্যয়ভার সামলাতে না পেরে তারা কম খরচের রাজ্য বা শহরে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। ম্যাটোস জানান, অনেককে আইডাহোর মতো নন-স্যাচুয়ারি এলাকায় যেতে হচ্ছে, যেখানে অভিবাসন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হয়রানি বা আটক হওয়ার ঝুঁকি বেশি।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নিউইয়র্ক অভিবাসীদের শহর হিসেবে পরিচিত। ১৬২৪ সালেই ইউরোপীয় বসতি স্থাপনকারীরা এখানে আসেন। ২০২৪ সালের সেনসাস তথ্য অনুযায়ী, নিউইয়র্ক রাজ্যে প্রায় ৪.৬ মিলিয়ন মানুষ বিদেশে জন্মগ্রহণ করেছেন, যার মধ্যে প্রায় ৩.১ মিলিয়ন নিউইয়র্ক সিটিতে বসবাস করেন।

ইমগ্রেশন রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পরিচালক ডেভিড ক্যালিক বলেন, অভিবাসন কমে গেলে শহর তার সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক গতি হারানোর ঝুঁকিতে পড়বে। তিনি বলেন, “নতুন মানুষ যখন দেশ-বিদেশ থেকে আসে, তারা সঙ্গে করে নতুন শক্তি ও নতুন ধারণা নিয়ে আসে। এই গতিশীলতাকে ধামিয়ে দিলে তার নেতিবাচক প্রভাব আমাদের সবার ওপর পড়বে। বিশেষ করে রাজ্যের জনসংখ্যা যখন বয়সে বাড়ছে, তখন এই নতুন শক্তির অভাব আমরা তীব্রভাবে অনুভব করব।”

ইমগ্রেশন রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পরিচালক ডেভিড ক্যালিক বলেন, অভিবাসন কমে গেলে শহর তার সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক গতি হারানোর ঝুঁকিতে পড়বে। তিনি বলেন, “নতুন মানুষ যখন দেশ-বিদেশ থেকে আসে, তারা সঙ্গে করে নতুন শক্তি ও নতুন ধারণা নিয়ে আসে। এই গতিশীলতাকে ধামিয়ে দিলে তার নেতিবাচক প্রভাব আমাদের সবার ওপর পড়বে। বিশেষ করে রাজ্যের জনসংখ্যা যখন বয়সে বাড়ছে, তখন এই নতুন শক্তির অভাব আমরা তীব্রভাবে অনুভব করব।”

জাবেজ চক্রবর্তীর ঘটনায় বিকল্প জরুরি সেবার দাবি পরিবারের

বিশেষ প্রতিনিধি

৯১১-এ চিকিৎসা সহায়তা চেয়ে করা ফোনকল এবং সেই ঘটনার বডি-ক্যামেরার ভিডিও প্রকাশের পর, মানসিক স্বাস্থ্য–সংক্রান্ত জরুরি পরিস্থিতিতে পুলিশের পরিবর্তে ভিন্ন ধরনের সহায়তা ব্যবস্থার জোরালো দাবি জানিয়েছে চক্রবর্তী পরিবার।

নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগ (এনওয়াইপিডি) অফিসার টাইরি হোয়াইটের বডি-ওয়ান ক্যামেরার (BWC) ফুটেজ প্রকাশ করে। ভিডিওতে দেখা যায়, ২৬ জানুয়ারি কুইসে নিজের বাড়িতে পরিবারের সদস্যদের সামনেই ২২ বছর বয়সী জাবেজ চক্রবর্তীকে একাধিকবার গুলি করেন ওই অফিসার। একই সঙ্গে প্রকাশ করা হয়েছে ৯১১-এ করা ফোনকলটি, যেখানে পরিবারের একজন সদস্য স্পষ্টভাবে চিকিৎসা সহায়তার আবেদন জানান—কারণ জাবেজ তীব্র মানসিক কষ্টের মধ্যে ছিলেন।

পরিবারের ভাষ্য অনুযায়ী, তারা কখনোই পুলিশের হস্তক্ষেপ চাননি। তাদের প্রত্যাশা ছিল চিকিৎসা ও মানসিক স্বাস্থ্য–সংক্রান্ত জরুরি সহায়তা। কিন্তু ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এনওয়াইপিডি। চক্রবর্তী পরিবার এক দীর্ঘ বিবৃতিতে জানিয়েছে, বডি-ক্যামেরার ফুটেজ তারা হাসপাতালের কক্ষ থেকেই দেখেছেন—যেখানে জাবেজ এখনো একাধিক গুলিবিদ্ধ অবস্থায় চিকিৎসাধীন, হাতকড়া ও পায়ে শিকল পরানো।

বিবৃতিতে পরিবারটি জানায়, গত এক সপ্তাহ তাদের জন্য ছিল চরম মানসিক যন্ত্রণার। “আমাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল আমাদের ছেলের জীবন বাঁচানো এবং তার অবস্থার যেন আরও অবনতি না হয়। কিন্তু যেভাবে দ্রুত ও আক্রমণাত্মকভাবে সবকিছু সামনে এসেছে, তা আমাদের মানসিকভাবে ভেঙে দিয়েছে।” পরিবারের অভিযোগ, ফুটেজ প্রকাশের আগে তাদের যথেষ্ট সময় বা প্রস্তুতি দেওয়া হয়নি। তারা পুরো পরিবার একসঙ্গে বসে ঘটনাটি বোঝার সুযোগ চেয়েছিল।

ফুটেজে দেখা পরিস্থিতি নিয়ে পরিবারটি বলছে, ৯১১-এ ফোন করার সময় এবং পুলিশের আসার আগ পর্যন্ত পরিবেশ ছিল শান্ত। জাবেজ তখন

আমেরিকা | 21

জাবেজ চক্রবর্তীর ঘটনায় বিকল্প জরুরি সেবার দাবি পরিবারের

পরিবারের সঙ্গে খাবার খাচ্ছিল এবং তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতিও চলছিল। কিন্তু পুলিশের উপস্থিতিতেই পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

পরিবারের অভিযোগ অনুযায়ী, অফিসাররা পরিস্থিতি শান্ত করার বদলে অস্ত্র বের করে জাবেজের দিকে চিৎকার করতে থাকেন। এনওয়াইপিডি পৌঁছানোর এক মিনিটের মধ্যেই গুলির ঘটনা ঘটে। পরিবারের ভাষায়, “কয়েক মিনিট আগেও যে ছেলে শান্তভাবে খাবার খাচ্ছিল, সে প্রায় মারা যাচ্ছিল।” এই ঘটনাকেই উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরে পরিবারটি বলছে, চিকিৎসা সহায়তার জন্য করা জরুরি ফোনকলে পুলিশের সাড়া দেওয়া উচিত নয়।

পরিবার আরও অভিযোগ করেছে, এনওয়াইপিডি প্রকাশিত ফুটেজ ছিল সীমিত এবং পক্ষপাতদুষ্ট। এতে গুলির ঘটনার পর পরিবারের ওপর যে আচরণ করা হয়েছে, তা দেখানো হয়নি। তাদের দাবি, অফিসাররা ঘটনাস্থলে এবং পরে থানায় নিয়ে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে রুঢ় আচরণ করেন, অভিবাসন অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং ফোর্স ইনভেস্টিগেশন ডিভিশনের ভয় দেখিয়ে ফোন ও পাসওয়ার্ড আদায় করেন।

পরিবার জানান, থানায় তাদের ঘণ্টারা পর ঘণ্টা আটকে রাখা হয়। সেই সময় তারা জানত না জাবেজ বেঁচে আছে নাকি মারা গেছে। একই সময়ে এনওয়াইপিডি সংবাদ সম্মেলন ও বিবৃতির মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরতে ব্যস্ত ছিল বলে অভিযোগ পরিবারের।

হাসপাতালেও হয়রানি বন্ধ হয়নি বলে অভিযোগ। পরিবারের দাবি, জাবেজ যখন একের পর এক আক্রোশপচারের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং আইসিইউতে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে, তখনও এনওয়াইপিডি তার কাছ থেকে জবানবন্দি নেওয়ার চেষ্টা করেছে। গুরুতর অবস্থার মধ্যেও তাকে হাতকড়া পরিয়ে রাখা হয়েছে এবং হাসপাতাল কক্ষের বাইরে পুলিশ পাহারা দিচ্ছে।

এ অবস্থায় কুইস ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির দপ্তর জাবেজের বিরুদ্ধে মামলা চালিয়ে যাওয়ায় পরিবার আরও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে।

ট্যাক্স সিজন বড় পরিবর্তন



- আমেরিকান গাড়ি ও ঋণে সুবিধা: যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি গাড়ি কেনার জন্য নেওয়া ঋণের সুদে ১০,০০০ ডলার পর্যন্ত ডিডাকশন পাওয়া যাবে। যোগ্যতা যাচাই করতে গাড়ির ১৭-সংখ্যার 'ভিআইএন' নম্বর ব্যবহার করে ন্যাশনাল হাইওয়ে ট্রাফিক সেক্ষটি অ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের 'ভিআইএন' ডিকোডার দিয়ে উৎপাদনের স্থান দেখা যাবে।
- শ্রমজীবী ও সেবাকর্মীদের সুবিধা: হোটেল বা রেস্টুরেন্ট কর্মীরা তাদের আয়ের ২৫,০০০ ডলার পর্যন্ত টিপস ট্যাক্সমুক্ত রাখতে পারবেন। ওভারটাইম থেকে আয়ের ১২,৫০০ ডলার পর্যন্ত ট্যাক্স ডিডাকশন পাওয়া যাবে। এই ডিডাকশনের জন্য করদাতাদের একটি অতিরিক্ত ফর্ম পূরণ করতে হবে। (তবে এই সুবিধাগুলো উচ্চবিত্তদের জন্য সীমিত হতে পারে এবং ২০২৮ সাল পর্যন্ত থাকবে।)

চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট: চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট এ বছর বেড়ে প্রতি ১৭ বছরের কম বয়সী শিশুর জন্য \$২২০০ হয়েছে, যা আগে ছিল \$২০০০। এই ক্রেডিট পেতে বাবা-মা ও সন্তানের উভয়েরই বৈধ সোশ্যাল সিকিউরিটি নম্বর থাকতে হবে।

ইলেকট্রিক ভেহিকেল ক্রেডিট ও এনার্জি-এফিশিয়েন্ট হোম ইমপ্রুভমেন্ট ক্রেডিট: বাইডেন প্রশাসনের উদ্যোগে চালু হওয়া দুটি গুরুত্বপূর্ণ ট্যাক্স ক্রেডিট গত বছরের শেষ দিকে মেয়াদ শেষ হয়েছে: ইলেকট্রিক ভেহিকেল ক্রেডিট ও এনার্জি-এফিশিয়েন্ট হোম ইমপ্রুভমেন্ট ক্রেডিট। তবে যোগ্য করদাতারা এবার রিটার্ন জমা দেওয়ার সময় এখানে এই ট্যাক্স ডিডাকশন দাবি করতে পারবেন। ৭,৫০০ ডলারের ইলেকট্রিক ভেহিকেল ট্যাক্স ডিডাকশন গত ৩০ সেপ্টেম্বর শেষ হয়েছে। তবে যারা ওই তারিখের আগে একটি ইলেকট্রিক ভেহিকেল কিনেছেন, তারা রিটার্নের সঙ্গে অতিরিক্ত একটি ফর্ম জমা দিয়ে এই ট্যাক্স ডিডাকশন পেতে পারেন। আপনি যোগ্য কি না তা জানতে ভিজিট করতে পারেন fueleconomy.gov ওয়েবসাইটে।

এদিকে, এনার্জি-এফিশিয়েন্ট হোম ইমপ্রুভমেন্ট ট্যাক্স ডিডাকশন শেষ হয়েছে গত ৩১ ডিসেম্বর। তবে, গত বছর যারা নিজেদের বাড়িতে নির্দিষ্ট কিছু কাজ করিয়েছেন, তারা এই ইলেকট্রিক ক্রেডিট দাবি করতে পারবেন। এসব সংস্কারের মধ্যে নির্দিষ্ট জ্বালানি মানদণ্ড পূরণকারী বাইরের দরজা, জানালা ও স্কাইলাইট অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

ট্রাম্প অ্যাকাউন্ট: এছাড়াও, বাচ্চাদের ভবিষ্যতের জন্য একটি নতুন সেভিংস অ্যাকাউন্ট প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে: অভিভাবকরা একটি অতিরিক্ত ফর্ম দাখিল করে প্রতিটি সন্তানের জন্য নতুন ট্যাক্স-সুবিধাযুক্ত সঞ্চয় হিসাব খুলতে পারবেন, যার নাম "ট্রাম্প অ্যাকাউন্ট"। এই কর্মসূচির আওতায়, সন্তানের ১৮ বছর বয়স হওয়া পর্যন্ত প্রতি বছর সর্বোচ্চ \$৫,০০০ জমা দেওয়া যাবে। ২০২৫ থেকে ২০২৮ সালের মধ্যে জন্ম নেওয়া শিশুদের জন্য সরকার থেকে ১,০০০ ডলার প্রাথমিক অনুদান দেওয়া হবে। আইআরএস জানিয়েছে, এই অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়া এই সামার থেকেই শুরু হতে পারে।

রিটার্ন জমা ও রিফান্ড: ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। বার্ষিক সময়সীমা হলো বুধবার, ১৫ এপ্রিল, এ পর্যন্ত দাখিল বা ছয় মাসের সময় বাড়ানোর অনুরোধ করা যেতে পারে। তবে, সময় বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করলেও, যদি কোনো ট্যাক্স ক্রেডিট থাকে, তা ১৫ এপ্রিলের মধ্যে দিতে হবে। "আইআরএস ডিরেক্ট ফাইল" প্রোগ্রাম এখন আর নেই। তবে ট্যাক্সপেয়াররা এখনও ফ্রি ফাইল প্রোগ্রাম ব্যবহার করতে পারেন। এটি ৮৯,০০০ ডলারের নিচে আয় হওয়া ট্যাক্সপেয়াররা জন্য ফেডারেল রিটার্ন ফ্রিতে দাখিল করার সুযোগ দেয়। কেউ ফ্রি ফাইল ব্যবহার করার আগে অবশ্যই চেক করবেন যে, তারা কি ফ্রি স্টেট রিটার্নও দাখিল করতে পারবেন কিনা।

অনেক আমেরিকান এই বছর আগের বছরের তুলনায় বড় রিফান্ড পেতে পারেন। "ট্যাক্স ফাউন্ডেশন" অনুমান করছে, গড় ট্যাক্স রিফান্ড হবে ৩,৮০০ ডলার, যা আগের বছরের থেকে প্রায় ২৫% বেশি। রিফান্ড স্ট্যাটাস দেখতে IRS-এর Where's My Re-fund টুল অ্যাপ ব্যবহার করা যাবে।

(সূত্র-এনবিসি নিউজ)

আইআরএস ও ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের বিরুদ্ধে ১০ বিলিয়ন ডলারের মামলা ট্রাম্পের

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারনাল রেমিডিনিউ সার্ভিস (আইআরএস) ও ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের বিরুদ্ধে ১০ বিলিয়ন ডলারের মামলা দায়ের করেছেন ট্রাম্প অর্গানাইজেশন, ট্রাম্প ও তার দুই ছেলে। বৃহস্পতিবার দায়ের করা মামলার অভিযোগে বলা হয়, সংস্থাগুলো কর তথ্য অননুমোদিতভাবে প্রকাশের কারণে।

মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে, সরকারি সংস্থাগুলো গোপন কর রিটার্ন ও সংশ্লিষ্ট তথ্য সুরক্ষিত রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। এর ফলে তারা সুনাম ও আর্থিক ক্ষতি, জনসমক্ষে লজ্জা এবং ব্যবসায়িক সুনামের অবমূল্যায়নের শিকার হয়েছেন।

এই ঘটনায় জড়িত সাবকন্ট্রাক্টর চার্লস লিটলজেন ২০২৩ সালে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন। তিনি ট্রাম্পসহ দেশের শীর্ষ ধনী ব্যক্তিদের গোপন কর তথ্য চুরি করে সংবাদমাধ্যমে ফাঁস করেছিলেন। তাকে ৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এক ফেডারেল বিচারক এটিকে ‘আমাদের সংবিধানিক গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ’ হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন।

এ বিষয়ে আইআরএস ও ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট এখনও কোনো মন্তব্য প্রদান করেনি।

ফিলিস্তিনপন্থী ষ্টিকার লাগানোয় ব্রিটিশ যুগলকে ভারত ছাড়ার নির্দেশ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

রাজস্থানের আজমিরে বিভিন্ন জনসমাগমস্থলে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ও ফিলিস্তিনের পক্ষে ষ্টিকার লাগানোর ঘটনায় এক ব্রিটিশ যুগলকে ভারত ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিষয়টিকে গুরুতর হিসেবে দেখে গোয়েন্দা বিভাগ জেলা পুলিশকে সতর্ক করে। এরপর দুই ব্রিটিশ নাগরিককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির খবরে বলা হয়েছে, লুইস গ্যাব্রিয়েল ডি এবং তাঁর বান্ধবী অনুশি এমা ক্রিস্টিন পর্যটক ভিসায় ভারতে এসেছিলেন। তারা পুঙ্করে অবস্থান করছিলেন। ২১ জানুয়ারি গোয়েন্দা বিভাগ তথ্য পায়, এই যুগল ষ্টিকার লাগানোর ঘটনায় জড়িত। এরপর গোয়েন্দা বিভাগ সিসিটিভি ফুটেজ এবং স্থানীয় সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য খতিয়ে দেখে অভিযুক্তদের শনাক্ত করে।

বিষয়টি গুরুতর বলে মনে করায় গোয়েন্দা বিভাগ জেলা পুলিশকে যুক্ত করে। এরপর অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট (সিআইডি) রাজেশ মীনার নেতৃত্বে একটি দল ওই দুই বিদেশিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, তাঁরা পর্যটক ভিসায় ভারতে এসে ‘রাজনৈতিক কার্যকলাপে’ জড়িয়েছিলেন। এটি ভিসার শর্তের স্পষ্ট লঙ্ঘন।

পরে জেলা পুলিশের সহায়তায় ষ্টিকারগুলো সরিয়ে ফেলা হয়। অভিযাসন ও বিদেশি আইন অনুযায়ী তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। দুই



ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির খবরে বলা হয়েছে, লুইস গ্যাব্রিয়েল ডি এবং তাঁর বান্ধবী অনুশি এমা ক্রিস্টিন পর্যটক ভিসায় ভারতে এসেছিলেন। তাঁরা পুঙ্করে অবস্থান করছিলেন।

বিদেশি নাগরিকের ভিসা বাতিল করা হয় এবং তাঁদের ‘লিভ ইন্ডিয়া নোটিশ’ দেওয়া হয়। এই নোটিশে তাঁদের দেশ ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

এই ধরনের ঘটনায় বিদেশি নাগরিকদের আটক করা হতে পারে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে নির্বাসন প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে। একই সঙ্গে তাঁদের ব্ল্যাক লিস্ট করা হতে পারে। এতে ভবিষ্যতে তাঁদের ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। কর্তৃপক্ষ স্পষ্টভাবে

জানিয়েছে, পর্যটক ভিসায় ভারতে অবস্থানকালে কোনো ধরনের রাজনৈতিক, প্রতিবাদমূলক বা আদর্শগত কার্যকলাপ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

এদিকে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি চলতি ফেব্রুয়ারিতেই ইসরায়েল সফরে যেতে পারেন বলে জানিয়েছেন ভারতে নিযুক্ত ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূত রেউভেন আজার। তিনি এই তথ্য এনডিটিভিকে জানান। এই সফরটি হলে ভারত ও ইসরায়েলের মধ্যে দ্রুত সম্প্রসারিত কৌশলগত অংশীদারত্ব আরও জোরদার হবে।

সফরটি এমন এক সময়ে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যখন পশ্চিম এশিয়ায় তীব্র ভূরাজনৈতিক পরিবর্তন চলছে। একই সঙ্গে প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি, নিরাপত্তা, বাণিজ্য এবং উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে ভারত ও ইসরায়েলের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সমন্বয় দেখা যাচ্ছে।

‘মেগা ডিটেনশন’ কেন্দ্র হচ্ছে ইমিগ্রেশন দমন অভিযানে

মিনহাজুল ইসলাম

যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ অভিবাসীদের ধরপাকড় ও দ্রুত বহিষ্কারের লক্ষ্যে ব্যাপক ডিটেনশন নেটওয়ার্ক গড়ে তুলছে ট্রাম্প প্রশাসন। দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এ লক্ষ্যে অন্তত আটটি অঙ্গরাজ্যে বড় বড় শিল্পগুদাম কেনা বা ব্যবহারের পরিকল্পনা করছে প্রশাসন।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারিতে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ (ডিএইচএস) দুটি ভবন কিনেছে—মেরিল্যান্ডে একটি ভবন ১০২ মিলিয়ন ডলারে এবং অ্যারিজোনা অ্যারেকটি ৭০ মিলিয়ন ডলারে। এ ছাড়া মিসৌরির কানসাস সিটিতে প্রায় ৯ লাখ ২০ হাজার বর্গফুটের একটি গুদাম পরিদর্শন করা হয়েছে। তবে সেখানে নতুন ডিটেনশন সেন্টার ঠেকাতে সিটি কাউন্সিল একটি প্রস্তাবও পাস করেছে।

কানসাস সিটির মেয়র কুইন্টন লুকাস দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট-কে বলেন, “এ ধরনের ডিটেনশন ব্যবস্থা কতটা মানবিক, তা নিয়ে আমার বড় সন্দেহ আছে।” তার আশঙ্কা, প্রস্তাবিত ওই গুদামটি রূপান্তরিত হলে সেখানে একসঙ্গে প্রায় ৭,৫০০ মানুষ রাখা হতে পারে।

ডিসেম্বরে পোস্ট পর্যালোচনা করা আইস-এর (ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট) একটি খসড়া নথিতে বলা হয়, অভিবাসীদের বহিষ্কারের আগে

অস্থায়ীভাবে রাখার জন্য ৫,০০০ থেকে ১০,০০০ জন ধারণক্ষমতার সাতটি বিশাল গুদাম ব্যবহারের পরিকল্পনা রয়েছে। এসব গুদাম লুইজিয়ানা, ভার্জিনিয়া, টেক্সাস, অ্যারিজোনা, জর্জিয়া ও মিসৌরিতে অবস্থিত।

আইস দাবি করছে, নতুন এসব স্থাপনা “দক্ষতা বাড়াবে, খরচ কমাবে, প্রক্রিয়াকরণের সময় ও আটক থাকার মেয়াদ কমাবে এবং বহিষ্কার প্রক্রিয়া দ্রুত করবে—একই সঙ্গে হেফাজতে থাকা সবার নিরাপত্তা, মর্যাদা ও সম্মান নিশ্চিত করবে।”

তবে এসব পরিকল্পনা নিয়ে তীব্র সমালোচনা শুরু হয়েছে। চলতি মাসের শুরুতে ডেমোক্রেটিক কংগ্রেসম্যান ইউজিন ভিন্ডম্যান ভার্জিনিয়ার স্ট্যাফোর্ডে প্রস্তাবিত একটি ‘মেগা ডিটেনশন সেন্টার’-এর বিরোধিতা করেন, যেখানে সর্বোচ্চ ১০,০০০ মানুষ রাখা হতে পারে।

এক বিবৃতিতে ভিন্ডম্যান বলেন, “আমার পরিবার ও আমি সাবেক সোভিয়েত ইউক্রেনের দমন-পীড়ন থেকে পালিয়ে মাত্র ৮০০ ডলার নিয়ে এই দেশে এসেছিলাম—আমেরিকান ড্রিমের খোঁজে।”

ভিন্ডম্যানের ভাষায়, “নিরাপদ সীমান্ত রাখা সম্ভব, নিষ্ঠুর না হয়েও। স্ট্যাফোর্ডে প্রস্তাবিত এই কেন্দ্রটি নিষ্ঠুরতার চূড়ান্ত উদাহরণ এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের ইচ্ছারও পরিপন্থী।”

সরিয়ে ফেলা হলো এপস্টেইনকাণ্ডের হাজার হাজার ফাইল

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

পরিচয় গোপনের শর্ত লঙ্ঘন এবং ভুক্তভোগীদের ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ হয়ে পড়ার অভিযোগ ওঠায় জেফরি এপস্টেইন-সংক্রান্ত হাজারো নথি নিজেদের ওয়েবসাইট থেকে সরিয়ে নিয়েছে মার্কিন বিচার বিভাগ (ডিওজে)। ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, প্রকাশিত নথিতে ক্রটিপূর্ণ সম্পাদনার (রিডাকশন) কারণে তাঁদের পরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে।

ভুক্তভোগীদের আইনজীবীরা দাবি করেন, গত শুক্রবার প্রকাশিত এপস্টেইন ফাইলসে ‘রিডাকশন’ বা তথ্য গোপনের প্রক্রিয়া ঠিকমতো না হওয়ায় প্রায় ১০০ জনের বেশি ভুক্তভোগীর জীবন ‘ওলটপালট’ হয়ে গেছে। তাঁরা আরও বলেন, প্রকাশিত নথিতে এমন ই-মেইল ঠিকানা ও আপত্তিকর ছবি অন্তর্ভুক্ত ছিল, যেখানে সম্ভাব্য ভুক্তভোগীদের নাম-পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছিল।

এক বিবৃতিতে ভুক্তভোগীরা এই ঘটনাকে ‘চরম আপত্তিকর’ অভিহিত করে জানান, এভাবে তাঁদের নাম প্রকাশ, যাচাই-বাছাই এবং নতুন করে মানসিক যন্ত্রণার মুখে ফেলা উচিত হয়নি।

বিচার বিভাগ জানিয়েছে, যেসব নথি নিয়ে অভিযোগ উঠেছে সেগুলো সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। ভুলগুলো ‘প্রযুক্তিগত’ বা ‘মনুষ্য’ ত্রুটির কারণে হয়েছে বলে দাবি তাদের।



সোমবার ফেডারেল বিচারকের কাছে জমা দেওয়া এক চিঠিতে বিভাগটি জানায়, ভুক্তভোগী বা তাঁদের আইনজীবীদের অনুরোধে গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত চিহ্নিত সব নথি পরবর্তী সংশোধনের জন্য সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

বিভাগটি আরও জানায়, নতুন অনুরোধগুলো পর্যালোচনা করা হচ্ছে এবং আর কোনো নথি সরানো বা সম্পাদনার প্রয়োজন আছে কি না, তা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। নিজেদের উদ্যোগে শনাক্ত করা ‘উল্লেখযোগ্যসংখ্যক’ নথিও সরানো হয়েছে বলে জানানো হয়।

মার্কিন কংগ্রেসের উভয় কক্ষের

অনুমোদনের পর বিচার বিভাগ এই নথিগুলো প্রকাশ করতে বাধ্য ছিল। তবে শর্ত ছিল যে, ভুক্তভোগীদের শনাক্ত করা যায়—এমন সব তথ্য অবশ্যই মুছে ফেলতে বা ঢেকে দিতে (Redact) হবে।

শুক্রবার ভুক্তভোগীদের পক্ষে দুই আইনজীবী নিউইয়র্কের একজন ফেডারেল বিচারকের কাছে ওয়েবসাইটটি বন্ধের আবেদন জানান। তাঁরা বলেন, এটি এক দিনে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে ভুক্তভোগীদের গোপনীয়তার সবচেয়ে ভয়াবহ লঙ্ঘন।

দুই আইনজীবী ব্রিটানি হেন্ডারসন ও ব্রায়ড

এডওয়ার্ডস জানান, বিচার বিভাগ হাজার হাজার ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীদের নাম ও ব্যক্তিগত তথ্য মুছতে ব্যর্থ হওয়ায় এক ‘জরুরি’ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। যা তাৎক্ষণিক বিচারিক হস্তক্ষেপ দাবি করে।

বেশ কয়েকজন ভুক্তভোগী ওই চিঠিতে নিজস্ব মন্তব্য দিয়েছেন। একজন একে ‘জীবননাশী’ পদক্ষেপ হিসেবে অভিহিত করেছেন। আরেক জানান, তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসাবের তথ্য ফাঁস হওয়ায় তিনি প্রাণনাশের হুমকি পেয়েছেন।

গত মঙ্গলবার বিবিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ভুক্তভোগী অ্যানি ফারমার বলেন, ‘বিচার বিভাগ ভুক্তভোগীদের পরিচয় যেভাবে উন্মুক্ত করে দিয়ে ক্ষতি করেছে, তাতে এই নথির মাধ্যমে বেরিয়ে আসা নতুন তথ্যের ওপর নজর দেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে।’

আরেক ভুক্তভোগী লিসা ফিলিপস বলেন, প্রকাশের ফলাফল নিয়ে অনেকেই ‘খুবই অসন্তুষ্ট’। বিচার বিভাগ আমাদের তিনটি শর্তই লঙ্ঘন করেছে—এক, অনেক নথিই এখনো প্রকাশ হয়নি। দুই, প্রকাশের নির্ধারিত তারিখ অনেক আগেই পেরিয়ে গেছে। তিন, ডিওজে বহু ভুক্তভোগীর নাম প্রকাশ করেছে।

তিনি আরও বলেন, ‘মনে হচ্ছে আমাদের সঙ্গে গেম খেলা হচ্ছে, কিন্তু আমরা লড়াই থামাব না।’

এপস্টেইনের বহু ভুক্তভোগীর পক্ষে

লড়েছেন নারীবাদী আইনজীবী গ্লোরিয়া অলরেড। তিনি বিবিসিকে বলেন, অনেক ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীদের নামের ওপর কেবল একটি দাগ টেনে দেওয়া হয়েছে যা থেকে সহজেই নাম পড়া যাচ্ছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে এমন সব ভুক্তভোগীর ছবি প্রকাশ করা হয়েছে যারা কখনো প্রকাশ্যে সাক্ষাৎকার দেননি, কখনো নামও প্রকাশ করেননি।”

ডিওজের এক মুখপাত্র বলেন, তারা ভুক্তভোগীদের সুরক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখেন। নির্দোষদের রক্ষা প্রকাশিত লাঞ্ছনা পাতার মধ্যে হাজার হাজার ভুক্তভোগীর নাম সরানো হয়েছে। তিনি আরও জানান, সমস্যা সমাধানে বিভাগটি ‘দিনরাত কাজ করছে’। এখন পর্যন্ত প্রকাশিত পাতার মাত্র ‘০.১ শতাংশে’ এমন তথ্য পাওয়া গেছে, যা ভুক্তভোগীদের শনাক্ত করতে পারে।

গত বছর আইন করে নথি প্রকাশ বাধ্যতামূলক হওয়ার পর থেকে মার্কিন বিচার বিভাগ এপস্টেইন-সংক্রান্ত বিপুল পরিমাণ নথি প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে ৩০ লাখ পাতা, ১ লাখ ৮০ হাজার ছবি এবং ২ হাজার ভিডিও, যার একটি বড় অংশ গত শুক্রবার প্রকাশিত হয়।

বিচার গুরুত্ব অপেক্ষায় থাকা অবস্থায় ২০১৯ সালের ১০ আগস্ট নিউইয়র্কের একটি কারা কক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের কুখ্যাত যৌন অপরাধী জেফরি এপস্টেইনের মৃত্যু হয়।

Foot Specialist

ALAM PODIATRY

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

70-17 37 Ave, Jackson Heights, NY 11372

166-05 Highland Ave, Suite L1, Jamaica, NY 11432

OUR SERVICES

Diabetic Foot Exam

Heel Injection

Ingrown Toenail

Fungal Toensails

Fracture Management

Diabetic Shoes

Foot Surgery

Vascular and nerve Testing

On-site X-ray Auaialbe

We Accept all Major insurance Plan

Dr, Sadi Alam, DPM

নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি চিকিৎসকের পরামর্শ নিন

CONTACT US

347-509-4470

www.alampodiatry.com

Accepting New Patients



নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের অফিস উদ্বোধন

উত্তর আমেরিকা অফিস

প্রচলিত ঠান্ডা উপেক্ষা করে বর্ণাঢ্য আয়োজনে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের অফিস উদ্বোধন করা হয়েছে। গত ১ ফেব্রুয়ারি (রোববার) জ্যাকসন হাইটসের ৩৭-৫৫ ৭২ স্ট্রিটে ফিতা কেটে ও বেলায় উড়িয়ে প্রেসক্লাবের অফিস উদ্বোধন করা হয়।

সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম এসময় অতিথিদের নিয়ে ফিতা কাটেন। এর আগে সাধারণ সম্পাদক মমিনুল ইসলাম মজুমদারের সঞ্চালনায় উদ্বোধনী পর্বে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রেসক্লাবের উপদেষ্টা মাহমুদ খান তাসের, এবিএম সালেহ উদ্দীন, বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান সেলিম, সিনিয়র সহ সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রাজনীতিক গিয়াস আহমেদ, মূলধারার রাজনীতিক এটর্নী মঈন চৌধুরী, ব্রহ্ম কমিউনিটি-এর চেয়ার এন মজুমদার, বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য ও জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, স্টার ফার্নিচারের সিইও লায়ন রকি আলিয়ান ও নিউইয়র্ক লায়ন ক্লাবের

সভাপতি লায়ন জে এফ এম রাসেল।

পরবর্তীতে অফিস কক্ষে বিশেষ দোয়া-মোনাজাত পরিচালনা করেন সাপ্তাহিক পালাবদলের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ফখরুল ইসলাম মাহুম। এসময় ক্লাবের বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তা, সদস্য এবং কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা নিউইয়র্কের বাংলাদেশী সাংবাদিকদের প্রথম প্রেসক্লাবের প্রথম অফিস উদ্বোধনের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, নিজস্ব অফিস পরিচালনার মাধ্যমে ক্লাবের কার্যক্রম এবং কমিউনিটির সেবায় প্রেসক্লাব আরো একধাপ এগিয়ে গেলো। বক্তারা ক্লাবের সার্বিক সফলতা ক্লাবেরা করেন।

ক্লাব সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম বলেন, প্রেসক্লাব অফিসে ৩০/৪০ জনের সভা-সমাবেশ করার সুযোগ রয়েছে। কমিউনিটির কোন সংগঠন প্রেস কনফারেন্স বা নিজেদের সভা করতে চাইলে আগামী ৩ মাস ফ্রিতে প্রেসক্লাবের অফিস ব্যবহারের সুযোগ পাবেন। তিনি জানান প্রেসক্লাবের আসবাবপত্র স্টার ফার্নিচারের সিইও লায়ন রকি আলিয়ানের সৌজন্যে এবং দুটি কম্পিউটার সানম্যান এক্সপ্রেস ও হাবিব রহমানের সৌজন্যে

ব্যবহারের জন্য পাওয়া গেছে।

প্রেসক্লাবের অফিস উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ক্লাবের অন্যতম উপদেষ্টা মঈনুদ্দীন নাসের, প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক শিহাব উদ্দিন কিসলু, সাবেক সহ সভাপতি রিমন ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং হককথা ও ইউএনএ সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, ক্লাব সদস্য ও বিএফইউজে'র সাবেক মহাসচিব নুরুল আমীন রোকন ছাড়াও ক্লাব কর্মকর্তাদের মধ্যে যুগ্ম সম্পাদক মহাথির খান ফারুকী, অর্থ সম্পাদক রশীদ আহমদ, দপ্তর সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান, কার্যকরী সদস্য রওশন হক, শাহ আহমদ ও ফারুক হোসেন, সহ ক্লাব সদস্য মনিজা রহমান, সৈয়দ মাসুদুল কবীর, এমদাদ চৌধুরী দীপু, সানাউল হক, আফরোজা ইসলাম, সৌরভ ইমাম, রাশিদা আক্তার, এস এম মোজাম্মেল হক, আবু সায়েম, এইচ এম আক্তার, জামিল আনসারী, তামান্না মৌ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও এটিএন বাংলা ইউএসএ'র পরিচালক ফখরুল আলম, সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

SHURMA AGENCY INC.

SHURMA TAX SERVICES

সুরমা এজেন্সি

Shamim Shahed
Certified Paralegal
Legal Investigator

AUTHORIZED
IRS
e-file
PROVIDER

ইনকাম ট্যাক্স

- পারসোনাল ইনকাম ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স
- বিজনেস ইমিগ্রেশন
- এমপ্লয়মেন্ট ইমিগ্রেশন

631-805-1051

TD BANK এর উল্টোপাশে, ইন্ডিয়া শাড়ি প্যালেস ISP-এর ২য় তলায়

37-07 74th Street, Suite #3
Jackson Heights, NY 11372

10 Years Anniversary Celebration

KNOWLEDGE & FAITH

From BROADCAST to The CLASSROOM

LaGuardia Airport Marriott
102-05 Ditmars Blvd, East Elmhurst, NY 11369

Honoring 10 Years of ITV's Legacy through Elhaam Academy

For Registration

FEBRUARY 06, 2026
FRIDAY @ 5PM

ITV office:
150-15 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432

www.itvusa.tv

Elhaam Academy Campus
87-41 165th St, Jamaica
New York, 11432



বিল ও হিলারি ক্লিনটন এপস্টেইন সম্পর্কিত সাক্ষ্য দেওয়ার সম্মতি দিয়েছেন

বিশেষ প্রতিনিধি

মার্কিন রাজনীতিতে এক দীর্ঘ বিতর্কের পর, বিল ও হিলারি ক্লিনটন সোমবার হাউস ওভারসাইট কমিটি চেয়ারম্যান জেমস কোমারের চাপে তাদের সাক্ষ্য দেওয়ার প্রস্তুতি ঘোষণা করেছেন। এই সাক্ষ্য নেওয়া হবে মৃত যৌন অপরাধী জেফরি এপস্টেইন এবং তার দৌষী সাব্যস্ত সহযোগী খিসলেইন ম্যাক্সওয়েলের সঙ্গে ক্লিনটন দম্পতির সম্পর্ক এবং যোগাযোগ নিয়ে। এপস্টেইন ২০১৯ সালে অগণিত যৌন অপরাধ ও নাবালক লিঙ্গ নির্যাতনের অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিলেন, এবং তার মৃত্যু নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। এই কেলেঙ্কারিতে বিশ্বখ্যাত রাজনৈতিক, ব্যবসায়ী এবং বিনোদন ব্যক্তিত্বদের নাম যুক্ত হয়েছে, যা ক্লিনটনদেরও সাক্ষ্য দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়েছে।

ডেমোক্র্যাট প্রিজেজেন্টেটিভ জেমস ওয়াকিনশার হাউস রুলস কমিটির একটি শুনানিতে জানান, “ক্লিনটনরা ডিপোজিশনের জন্য হাজির হওয়ার এবং সর্বশেষ চিঠিতে

উল্লেখিত শর্ত মেনে চলার সম্মতি দিয়েছেন।” বিল ক্লিনটনের মুখপাত্রও এই সিদ্ধান্তের খবর নিশ্চিত করেছেন। হিলারি ক্লিনটনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তারা “মিউচুয়ালি এথ্রিকেল তারিখে” ডিপোজিশনে উপস্থিত হবেন এবং হাউস কর্তৃপক্ষকে বৃদ্ধার অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া কংগ্রেস অবমাননার ভোট বাতিল করার অনুরোধ করা হয়েছে।

এর আগে দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে সাবপোনা উপেক্ষা করছিলেন ক্লিনটনরা। নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রম করেও তারা ডিপোজিশন জমা দেননি। কোমার এই নতুন প্রস্তাবে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন, “তারা শর্তে সম্মতি দিয়েছে বলছেন, কিন্তু তারিখ বা বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়নি। শুধু হাউসের অবমাননার পদক্ষেপ এগিয়ে যাওয়ায় তারা সম্মত হয়েছে।”

ক্লিনটনরা সীমিত সাক্ষ্য দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, যা কোমার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। কোমারের মন্তব্য, “ক্লিনটনদের বিশেষ সুবিধার চাওয়া জনগণের স্বচ্ছতার ইচ্ছার প্রতি অবজ্ঞার সামিল।”

তেল বিক্রির ৫০০ মিলিয়ন ভেনেজুয়েলাকে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ভেনেজুয়েলার তেল বিক্রির প্রথম পর্যায়ের সব অর্থ কারাকাসকে বুঝিয়ে দিয়েছে ওয়াশিংটন। গতকাল মঙ্গলবার এক মার্কিন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, তেলের প্রাথমিক বিক্রয়লব্ধ ৫০০ মিলিয়ন ডলারের মধ্যে শেষ কিস্তির ২০০ মিলিয়ন ডলার ভেনেজুয়েলা সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। গত মাসে প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোকে আটকের পর দুই দেশের মধ্যে হওয়া সমঝোতার ভিত্তিতে এই অর্থ ফেরত দেওয়া হলো।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে এই মার্কিন কর্মকর্তা বলেন, ভেনেজুয়েলা আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের প্রথম দফার তেল বিক্রির পুরো ৫০০ মিলিয়ন ডলার গ্রহণ করেছে। তবে এই অর্থ কারাকাস নিজের ইচ্ছেমতো খরচ করতে পারবে না। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী, এই অর্থ সরাসরি ভেনেজুয়েলার জনগণের কল্যাণে, বিশেষ করে সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন ও জরুরি সেবা খাতে ব্যয় করতে হবে।

গত সপ্তাহে ক্যাপিটল হিলে এক শুনানিতে মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব মার্কো রুবিও বলেন, ভেনেজুয়েলার তেল বিক্রিতে যুক্তরাষ্ট্রের সরাসরি সম্পৃক্ততা ছিল একটি সাময়িক পদক্ষেপ। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশটির ভদ্রুর অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রাখা এবং সাধারণ মানুষকে সাহায্য করা। তিনি বলেন, “আমরা ভেনেজুয়েলাকে তাদের নিজস্ব তেল ব্যবহার করে রাজস্ব আয়ের সুযোগ দিয়েছি, যাতে তারা শিক্ষক, অগ্নিনির্বাপক কর্মী এবং পুলিশ কর্মকর্তাদের বেতন দিতে পারে। আমরা চাইনি দেশটির শাসনব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়ুক।”

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের তথ্য বাধ্যতামূলক হলে পর্যটক ধসের শঙ্কা

যুক্তরাষ্ট্র

অভিজিৎ দে

যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক কিছু বিদেশি ভ্রমণকারীর জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের তথ্য বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব দেশটির পর্যটন ও ভ্রমণ খাতে বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে—এমন সতর্কবার্তা দিয়েছেন আন্তর্জাতিক ভ্রমণ খাতের নেতৃস্থানীয় বিশেষজ্ঞরা। তাদের আশঙ্কা, এই নীতি কার্যকর হলে যুক্তরাষ্ট্রে কাজ ও ভ্রমণের উদ্দেশ্যে আসা আন্তর্জাতিক পর্যটকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাবে, যার সরাসরি প্রভাব পড়বে অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানে।

বিশ্ব ভ্রমণ ও পর্যটন কাউন্সিলের মতে, ভিসা ওয়েভার কর্মসূচির আওতায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের তথ্য দেওয়ার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হলে বহু ভ্রমণকারী যুক্তরাষ্ট্রকে তাদের ভ্রমণ তালিকা থেকে বাদ দিতে পারেন। সংস্থাটির পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, প্রায় পাঁচ হাজার আন্তর্জাতিক ভ্রমণকারীর মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ জানিয়েছেন—এই নীতি কার্যকর হলে তারা যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণে আগের তুলনায় কম আগ্রহী হবেন বা একেবারেই আসবেন না।

ডব্লিউটিটিসির হিসাব অনুযায়ী, পর্যটকের এই সম্ভাব্য পতনের ফলে যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ১৫ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার সমপরিমাণ পর্যটন ব্যয় হারানোর ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। আরও আশঙ্কাজনক হলো—২০২৬ সালে ইএসটিএভুভু দেশগুলো থেকে প্রায় ৪৭ লাখ আন্তর্জাতিক পর্যটক যুক্তরাষ্ট্রে না-ও আসতে পারেন, যা ওই দেশগুলো থেকে আগত মোট পর্যটকের প্রায় ২৩ শতাংশ হ্রাসের সমান।



ডব্লিউটিটিসির প্রেসিডেন্ট গ্লোরিয়া গেভারা এক সাক্ষাৎকারে বলেন, এই প্রস্তাবিত নীতি যুক্তরাষ্ট্রকে বৈশ্বিক পর্যটন প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে দিতে পারে এবং এর ফলে দেড় লক্ষাধিক কর্মসংস্থান ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। তাঁর ভাষায়, “ভ্রমণকারীদের সামনে বিকল্প অনেক দেশ রয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের তথ্য চাওয়াকে তারা অনধিকারমূলক মনে করছে। ফলে তারা অন্য গন্তব্য বেছে নেবে।”

তিনি আরও বলেন, বিশ্বজুড়ে পর্যটনের জন্য গত বছরটি ছিল অত্যন্ত সফল। অনেক দেশেই পর্যটকের সংখ্যা বেড়েছে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র সেই প্রবণতা থেকে পিছিয়ে রয়েছে।

জরিপে অংশ নেওয়া ভ্রমণকারীদের বড় একটি অংশ—যারা অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও যুক্তরাজ্যের নাগরিক—জানিয়েছেন, এই নীতি যুক্তরাষ্ট্রকে তাদের কাছে কম স্বাগতপূর্ণ ও কম আকর্ষণীয় করে তুলছে, বিশেষ করে ব্যবসা ও অবকাশ যাপনের ক্ষেত্রে।

যুক্তরাষ্ট্রের কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রোটেকশন কর্তৃপক্ষ ফেডারেল রেজিস্টারে প্রকাশিত প্রস্তাব অনুযায়ী, ভিসা ওয়েভার কর্মসূচির আওতায় ইএসটিএ ব্যবহারকারী ভ্রমণকারীদের

গত পাঁচ বছরের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম সংক্রান্ত তথ্য দিতে হতে পারে। বর্তমানে ইএসটিএ আবেদনে পাসপোর্ট, জন্মতারিখ ও পূর্ববর্তী অপরাধসংক্রান্ত তথ্য দিতে হলেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের তথ্য দেওয়া ঐচ্ছিক। নতুন প্রস্তাবে সেটিকে বাধ্যতামূলক করার কথা বলা হয়েছে।

এই নীতিকে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের নিরাপত্তাকেন্দ্রিক নির্বাহী আদেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে কী ধরনের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের তথ্য নেওয়া হবে এবং তা কীভাবে ব্যবহার করা হবে—সে বিষয়ে এখনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।

পর্যটন খাতের সংগঠনগুলো বলছে, এমন অনিশ্চয়তা ভ্রমণকারীদের মধ্যে ভয় ও দ্বিধা তৈরি করছে। বিশেষ করে যখন যুক্তরাষ্ট্র ২৫০ বছর পূর্তি উদযাপন ও ফুটবল বিশ্বকাপের মতো বড় আন্তর্জাতিক আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন এই নীতি দেশটির বৈশ্বিক ভাবমূর্তি ও পর্যটন আকর্ষণকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাভেল অ্যাসোসিয়েশন সতর্ক করে বলেছে, যদি এই নীতি সঠিকভাবে ও স্বচ্ছতার সঙ্গে বাস্তবায়ন না করা হয়, তাহলে লাখ লাখ ভ্রমণকারী তাদের ব্যবসা ও ব্যয় অন্য দেশে সরিয়ে নিতে পারেন। তাদের ভাষায়, “এতে যুক্তরাষ্ট্রই শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়বে।”

সামগ্রিকভাবে, প্রস্তাবিত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নীতিকে ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রের পর্যটন খাতে যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে, তা শুধু ভ্রমণ সংখ্যা নয়—দেশটির অর্থনীতি, কর্মসংস্থান এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার অবস্থানকেও প্রশ্নের মুখে ফেলছে।

ইমিগ্রেশন নিয়ে জন অসন্তোষ বাড়ছে: ট্রাম্পকে বৈঠকের আহ্বান

বিশেষ প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ইমিগ্রেশন আইনের প্রয়োগ কার্যক্রম ঘিরে জনঅসন্তোষ ও উত্তেজনা বাড়তে থাকায় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকের আহ্বান জানিয়েছেন দুই দলের দুই কংগ্রেস সদস্য। রিপাবলিকান প্রতিনিধি ব্রায়ান ফিটজপ্যাট্রিক (পেনসিলভানিয়া) এবং ডেমোক্র্যাট প্রতিনিধি থমাস সুয়োজি (নিউইয়র্ক) এক যৌথ চিঠিতে ক্রমবর্ধমান জনবিরোধিতা ও সহিংস ঘটনার প্রেক্ষাপটে অভিবাসন নীতিতে দ্বিদলীয়ভাবে নতুন করে কাজ শুরু করার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেছেন।

দ্বিদলীয় ‘প্রবলেম সলভার্স ককাস’-এর সহসভাপতি ফিটজপ্যাট্রিক ও সুয়োজির পাঠানো চিঠিতে বলা হয়, সারা দেশে অভিবাসন প্রয়োগ কার্যক্রমের বিরুদ্ধে জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া বাড়ছে এবং সাম্প্রতিক প্রাণঘাতী ঘটনাগুলো পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। মিনেসোটার মিনিয়াপোলিসে ফেডারেল বহিষ্কার অভিযানের সময় এক বিক্ষোভকারী নিহত হওয়ার ঘটনার পর কংগ্রেসে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

চিঠিতে আইনপ্রণেতারা লেখেন, “মিনিয়াপোলিসের এই ট্র্যাজেডি এবং সম্ভাব্য ফেডারেল সরকার বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা—এই দুটো বিষয়ই কংগ্রেস, হোয়াইট হাউস, ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকানদের একসঙ্গে কাজ করার তাগিদ দিচ্ছে। অভিবাসন ও সীমান্ত নিরাপত্তা ইয়াু দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত থেকে গেছে।”

তাঁরা বলেন, বছরের পর বছর আইনসভায় অচলাবস্থা এবং নির্বাহী শাখার ভুল সিদ্ধান্ত অভিবাসন প্রয়োগ নিয়ে জনমনে উদ্বেগ, ভয় এবং এখন ক্ষোভ ও অবিশ্বাস তৈরি করেছে। “এই মুহূর্তকে কাজে লাগিয়ে দেশটির স্বার্থে দ্বিদলীয়ভাবে এগিয়ে যাওয়ার সময় এখন,”—চিঠিতে উল্লেখ করেন তাঁরা। যদিও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার করার উদ্যোগের প্রশংসা করেন ফিটজপ্যাট্রিক ও সুয়োজি, তবুও তাঁরা সতর্ক করে বলেন,



দেশের ভেতরে অভিবাসন প্রয়োগ কার্যক্রম নিয়ে জনসাধারণের ক্ষোভ সেই অর্জনগুলোকে আড়াল করে দিচ্ছে।

এই চিঠি পাঠানোর পেছনে মিনিয়াপোলিসে ঘটে যাওয়া দুটি মৃত্যুর ঘটনাও বড় ভূমিকা রেখেছে। সেখানে ফেডারেল আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর গুলিতে দুই মার্কিন নাগরিক—রেনি গুড ও অ্যালেক্স প্রেটি—নিহত হন। এই ঘটনাগুলোর পর স্থানীয় নেতা ও ওয়াশিংটনের আইনপ্রণেতারা স্বাধীন তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।

চিঠিতে ফিটজপ্যাট্রিক ও সুয়োজি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে আহ্বান জানান, ফেডারেল আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর জড়িত সব গুলির ঘটনায় স্বাধীন তদন্ত বাধ্যতামূলক করতে। পাশাপাশি, কর্মকর্তারা যেন কেবল তাঁদের প্রশিক্ষণ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করেন এবং অভিযোগীদের জন্য আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি দেশের বৈধ অভিবাসন ব্যবস্থাকে আধুনিক করার প্রয়োজনীয়তার কথাও তাঁরা উল্লেখ করেন।

আইনপ্রণেতারা বলেন, “আমরা যদি একসঙ্গে কাজ করি, তাহলে প্রয়োগমূলক পদক্ষেপের প্রয়োজন অনেক কমে যাবে এবং আমরা প্রকৃত অপরাধীদের বহিষ্কারে মনোযোগ দিতে পারব।” একই সঙ্গে তাঁরা আইন মেনে চলা অভিযোগীদের অবদানের কথাও স্মরণ করিয়ে দেন।

চিঠির শেষাংশে তাঁরা বলেন, “এখনই সময় উত্তেজনা কমানোর, দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করার, সব ধরনের সহিংসতা ও ঘৃণা নিন্দা করার এবং মানবিকতা, সংমম ও সম্মানের সঙ্গে নেতৃত্ব দেওয়ার।” এ বিষয়ে এখনো হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি।

ডেস্ক রিপোর্ট

নিউইয়র্কের জ্যামাইকার সেন্টারলাইট হেলথকেয়ারের প্রোগ্রাম অব অল-ইনক্লুসিভ কেয়ার ফর দ্য এন্টারলি (PACE) তাদের সাউথ এশিয়ান কালচারাল সেন্টারের দুই বছর পূর্তি উদযাপন করেছে। গত ২৮ জানুয়ারি (বুধবার) এ উপলক্ষে অংশগ্রহণকারী, স্থানীয় কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ ও সেন্টারলাইটের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা একত্রিত হয়ে কেন্দ্রটির অগ্রযাত্রা এবং বিকল্প সেবা কেন্দ্র (Alternative Care Setting) হিসেবে এর গুরুত্ব তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে বক্তব্য দেন সেন্টারলাইট হেলথকেয়ারের চিফ অপারেশনস অফিসার প্যাট্রিসিয়া কনেলি এবং থেরাপিউটিক রিক্রিয়েশন পরিচালক কার্থলিন কিগান। তারা কেন্দ্রটির যাত্রাপথের কথা স্মরণ করে বলেন, উদ্বোধনের সময় যেখানে প্রতি সপ্তাহে মাত্র চারজন অংশগ্রহণকারী সেবা গ্রহণ করতেন, সেখানে বর্তমানে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৫ জনে। কেন্দ্রটি চালু হওয়ার পর থেকে অংশগ্রহণকারীরা এখানে তাদের সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিবেশে নামাজ, ধ্যান, ঐতিহ্যবাহী খাবার এবং মাসে শতাধিক কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। এর মধ্যে যোগব্যায়াম, হস্তশিল্প এবং হোলি, দীপাবলি ও ঈদের মতো নানা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উৎসব উদযাপন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যা অংশগ্রহণকারীদের সামগ্রিক শারীরিক ও মানসিক সুস্থতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

প্যাট্রিসিয়া কনেলি বলেন, দুই বছর পর আজ আমরা দেখছি, আপনারা সবাই একটি কমিউনিটি হিসেবে এখানে একত্রিত হয়ে সামাজিক যোগাযোগ গড়ে তুলছেন, বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশ নিচ্ছেন। এটি আপনারদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা গর্বিত যে সেন্টারলাইট এই দক্ষিণ এশীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্রটি আপনারদের জন্য নিয়ে আসতে পেরেছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কুইন্স কমিউনিটি বোর্ড ১২-এর চেয়ারপারসন রেভাভেন্ড কার্লিন ও. থর্স। তিনি



কেন্দ্রটির উদ্বোধন অনুষ্ঠানেও উপস্থিত ছিলেন এবং দুই বছরে এর উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি প্রত্যক্ষ করেছেন। কমিউনিটি

কোঅর্ডিনেটর আনিক সিংও অনুষ্ঠানে অংশ নেন। তাঁরা উভয়েই অংশগ্রহণকারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ



NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT



FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT



MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER



SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা



CALL US NOW:

718-516-3425

A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP



CONTACT US:

Off: 718-516-3425 | newyorksadc.com | 116-33 Queens Blvd | 78-06 101 Ave, Suite C
FAX: 646-568-6474 | intake@ny-sadc.com | Forest Hills, NY 11375 | Ozone Park, NY 11416

শীতের খাবায় বাফেলোর ওয়াটার পাইপ ধ্বংস, বরফে বন্দী গাড়ি

এইচ বি রিভা

২০২৬ সালের শুরু থেকে বাফেলো ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় তীব্র শীত ও তুষারপাতের কারণে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ওয়াটার মাইন ব্রেক বা পানির পাইপ ফেটে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। রোববার (১ ফেব্রুয়ারি) তীব্র শীতের প্রভাবে নর্থ বাফেলোর হার্টওয়েল রোড ও ডেলাওয়ার অ্যাভিনিউ এলাকায় একটি বড় ওয়াটার মাইন ব্রেক ঘটে। ফলে বহু বাড়ির বেসমেন্টে পানি ঢুকে পড়ে এবং কয়েকজন বাসিন্দাকে বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হতে হয়। রোববার রাতে এসব তথ্য জানান বাফেলোর ডেপুটি মেয়র বেনজামিন সোয়ানেক্যাম্প।

তিনি জানান, রোববার ভোরে হার্টওয়েল স্ট্রিটের সিসিল থেকে ডেভ-এন্ড পর্যন্ত এলাকায় একটি আট ইঞ্চি ওয়াটার মাইন বিকল হয়ে যায়। এতে একই সঙ্গে কমেট স্ট্রিট ও ডেলাওয়ার লুপ এলাকার পানির লাইনে প্রভাব পড়ে। এই ব্রেকের ফলে আশপাশের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, ক্যাটালিস্ট ফিটনেস, রিগাল সিনেমাস (এলমউড) ও ভেন্ডিল প্রাজা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ডেপুটি মেয়র জানান, একটি ভালভের যন্ত্রাংশ খুলে যাওয়াই মূল ভাঙনের কারণ। যদিও প্রাথমিকভাবে পাইপ মেরামত করা হয়, তবে বরফ ও তুষার জমে থাকা রাস্তাঘাট এবং নিকাশি গ্রেট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়। নিকাশি পথ বন্ধ থাকায় পানি নামতে পারেনি এবং এর ফলে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়ে অনেক বাড়ির বেসমেন্টে পানি ঢুকে পড়ে। কোথাও কোথাও রাস্তায় বরফ জমে বড় আকারের পানির স্তর তৈরি হয়।

ঘটনার পরপরই বাফেলোর ফায়ার ডিপার্টমেন্ট ও ওয়াটার অথরিটি যৌথভাবে উদ্ধার ও মেরামতের কাজ শুরু করে। বিদ্যুৎজনিত ঝুঁকি ও বাসিন্দাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ফায়ার সার্ভিস কাজ করে এবং ভ্যাকুয়াম ট্রাক ও অতিরিক্ত পাম্প ব্যবহার করে পানি অপসারণ করা হয়।

এ ছাড়া ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক ওয়ার্কস রাস্তায় লবণ ছিটানো, তুষার সরানো ও ঝুঁকিপূর্ণ জায়গা পরিষ্কারের কাজ করে। সোমবার থেকে মেয়রের ইমপ্যাক্ট টিম ফুটপাথ পরিষ্কার ও সল্টিংয়ের দায়িত্ব নেয়।

সর্বশেষ ঘটনাটি ঘটে ২ ফেব্রুয়ারি নর্থ বাফেলোতে, যেখানে একটি ওয়াটার মাইন ভেঙে প্রায় এক ডজন বাড়ির বাসিন্দাকে ঘর ছাড়তে বাধ্য করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দা নিক ফারিনার বেসমেন্টে পানি ঢুকে পড়লে তিনি ট্রাকচালিত পাম্প দিয়ে পানি সরানোর চেষ্টা করেন। পরে বিদ্যুৎ ও ইউটিলিটি বন্ধ করে দিলে তাঁকে এবং প্রতিবেশীদের সরিয়ে নেওয়া হয়।



ফারিনা জানান, এখনো তিনি সিটি বিন্ডিং ইনস্পেক্টরদের অনুমতির অপেক্ষায় আছেন, যাতে বিদ্যুৎ সংযোগ ফেরত পান। তিনি ইতোমধ্যে ক্ষতিপূরণ দাবিতে শহরের কাছে ক্লেইম প্রক্রিয়া শুরু করেছেন।

পানির পাইপ ভেঙে পড়ায় কয়েকটি বাড়ির বেসমেন্টে এক ফুটের বেশি পানি জমতে দেখা যায়। দুটি বাড়িতে প্রায় চার ফুট পর্যন্ত পানি উঠে যাওয়ায় সেগুলো খালি করে দেওয়া হয়। কিছু বাসিন্দাকে অন্য স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। অন্যরা কেউ নিজ বাড়িতে থেকেছেন, কেউ স্বজনদের কাছে আশ্রয় নিয়েছেন। অন্যদিকে, ভাঙা পাইপের পানিতে রাস্তায় জমে থাকা বরফ সরিয়ে রাস্তা খুলে দিলেও কিছু গাড়ি এখনো বরফে আটকে আছে। মালিকদের অনেককে বরফ কেটে গাড়ি বের করতে হচ্ছে, কেউ কেউ টো ট্রাক ডাকছেন। এর আগে ২৬ জানুয়ারি ক্যামডেন অ্যাভিনিউ এলাকাতেও একটি ওয়াটার মাইন ব্রেকের ঘটনা রিপোর্ট করা হয়েছিল। পুরো হার্টওয়েল জুড়েই ছোট-বড় অনেক পাইপ ফেটে যাওয়ার ঘটনা ঘটছে, যার ফলে মেরামতকর্মীদের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হয়েছে।

শীতকালে জমি বারবার জমে ও গলে যাওয়ার ফলে মাটির নিচে থাকা পানির পাইপে চাপ পড়ে এবং সেগুলো ভেঙে যায়। বিশেষ করে বাফেলো শহরে, যেখানে অনেক পানির লাইন একশ বছরেরও বেশি পুরোনো, ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে বেশি।

শহর কর্তৃপক্ষ বলছে, আবহাওয়ার পরিস্থিতি বিবেচনায় আগামী দিনগুলোতেও ওয়াটার মাইন ব্রেকের ঘটনা ঘটতে পারে, এটাই এখন প্রায় নিশ্চিত।

ডেপুটি মেয়র বেনজামিন সোয়ানেক্যাম্প জানান, ব্যক্তিগত সম্পত্তির ক্ষতির ক্ষেত্রে বাসিন্দাদের নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দাবি করতে হবে এবং শহর কর্তৃপক্ষ দ্রুততার সঙ্গে

সেগুলো নিষ্পত্তির চেষ্টা করবে। ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দাদের হোমওনার্স বা অটো ইনস্যুরেন্সের মাধ্যমে ক্লেইম করতে বলা হয়েছে। এ ছাড়া ভবিষ্যতে এমন ঘটনা এড়াতে কোথাও ছোট লিক বা পানির সমস্যা দেখা দিলে ৩১১ নম্বরে দ্রুত রিপোর্ট করার আহ্বান জানিয়েছে সিটি কর্তৃপক্ষ।

SECURITY CAMERA

আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন



কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।

আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি

কম্পিউটার রিপার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্কিং এর কাজ করি।

PH-929-257-2015

JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সনিকটে বাংলাদেশি ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত

মেডিকেল অফিস
We offer Quality Health Care

৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica NY 11432



৭১৮-২৯৭-৩২২০, ৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220, 718-297-3226



ডা: নাহরীণ মামুন এম.ডি

Board Certified Internal Medicine
& Women Health Expert

সময়: সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে পূর্বের সময়ানুযায়ী

বাংলাদেশি
মহিলা ডাক্তার



ডা: মো: ইউসুফ আল মামুন এম.ডি

Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)

সময়: মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা, শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা



ডা: আহমেদ কে আসলাম এম.ডি

হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)

আমাদের সেবা সমূহ:

- শারীরিক চেক আপ
- টি.এল.সি টেস্ট
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাই কোলেস্টেরল

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি

যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেল্প প্রাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি

All kinds of Medical Managements

PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations

মহিলাদের সবধরনের শারীরিক চেকআপ, রক্তপরীক্ষা, ইকোজি, প্রেগনেন্সী টেস্ট
যক্ষা টেস্ট, টিকা এবং হৃজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER

সেলস এবং রিপেয়ার

Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।

Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।

GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।

সবধরনের Accesories পাওয়া যায়

সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।



Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733

37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

নিউইয়র্ক সিটির রেজিস্ট্রার কাজী

MATRIMONIAL SERVICE
NYC REGISTERED

মাওলানা নজরুল ইসলাম

খতিব মসজিদ আর রাইয়ান (MUNA Center of Jamaica)



কাজী অফিস
নিউইয়র্ক



MAULANA NAZRUL ISLAM

Khatib Masjid AR-Raiyyan

I Speak Bangla,Urdu,Arabic,English

Email: islam1072@gmail.com Phone: 347-251-2937

196- 43 Foothill Ave, Hollis, NY 11423

যুদ্ধবিরতির মধ্যেও আরও ৩১ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করল ইসরায়েল

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুদ্ধবিরতির মধ্যেও গাজায় ইসরায়েলি বোমাবর্ষণে অন্তত ৩১ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে ৬ শিশুসহ কয়েকজন পুলিশ সদস্যও রয়েছেন। রাফাহ সীমান্ত ক্রসিং পুনরায় খোলার এক দিন আগে এই হামলাগুলো চালানো হলো। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

গতকাল শনিবার গাজার খান ইউনিসের উত্তর-পশ্চিমে আল-মাওয়াসি এলাকায় বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের জন্য স্থাপিত এক তাবুতে ইসরায়েলি বিমান হামলায় অন্তত সাতজন নিহত হন। নিহতদের মধ্যে তিন শিশু রয়েছে। নিহতদের মরদেহ খান ইউনিসের আল-নাসের মেডিকেল কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়।

গাজা সিটির পশ্চিমের রেমাল এলাকায় এক আবাসিক অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে ইসরায়েলি বিমান হামলায় অন্তত পাঁচজন ফিলিস্তিনি নিহত হন। নিহতদের মধ্যে তিন শিশু রয়েছে বলে জানিয়েছে জরুরি সেবা বিভাগ।

গাজা সিটি থেকে আল জাজিরার প্রতিবেদক হানি মাহমুদ জানান, ‘বিস্ফোরণের তীব্র অভিঘাত আমরা অনুভব করেছি। এরপর পুরো এলাকা ঢেকে যায় ঘন, কালো ধুলোর মেঘে। ওই আবাসিক ফ্ল্যাটের ভেতরে অন্তত পাঁচজন নিহত হন, যাদের মধ্যে একজন মা ও শিশুরাও রয়েছে।’

এ ছাড়া গাজা সিটির দারাজ এলাকায় একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে ইসরায়েলি বোমা হামলায় আরও আটজন ফিলিস্তিনি আহত হয়েছেন। হানি মাহমুদ বলেন, ‘এই সবকিছুই ঘটছে ইয়েলো লাইনের ভেতরো।’ ইয়েলো লাইন বলতে সেই সীমারেখাকে বোঝানো হয়, যেখানে অক্টোবর মাসে কার্যকর হওয়া গাজা যুদ্ধবিরতির প্রথম ধাপ অনুযায়ী ইসরায়েলি সেনারা অবস্থান নিয়েছিল। তিনি আরও জানান, খান ইউনিসে একটি ভবন ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর পূর্ব সতর্কবার্তার পর যুদ্ধবিমান দিয়ে হামলা চালিয়ে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয়েছে।

ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘের সংস্থা ইউএনআরডব্লিউএর প্রধান ফিলিপ লাজারিনি সর্বশেষ ইসরায়েলি হামলার নিন্দা জানিয়েছেন। তিনি এই যুদ্ধবিরতিকে ‘নামমাত্র যুদ্ধবিরতি’ বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি এক্ষেত্রে লেখেন, ‘যুদ্ধবিরতি মানে অস্ত্র নীরব হওয়া এবং যুদ্ধ শেষ করার প্রচেষ্টা শুরু হওয়া। গাজার মানুষ একটি প্রকৃত যুদ্ধবিরতির অধিকারী—যে যুদ্ধবিরতি অনেক আগেই প্রয়োজন ছিল।’

যুদ্ধবিরতির মধ্যস্থতাকারী দেশ মিসর ও কাতারও ইসরায়েলের সর্বশেষ হামলার নিন্দা জানিয়েছে।

অফিস স্পেস ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে অফিস (শেয়ার) স্পেস ভাড়া হবে। যোগাযোগ 654-645-9830

2/1/26

ফুল টাইম বেবি সিটার আবশ্যিক

একজন অভিজ্ঞ বেবি সিটার লাগবে। বর্তমানে আমরা টেক্সাস (Texas, USA) পাশে থাকি। থাকা খাওয়া অন্তর্ভুক্ত। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। যোগাযোগ: ৬০৫ ৬৯১ ৬৩৫১ (605 691 6351)

8/5/২৬

পার্টনার আবশ্যিক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যিক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854. Email: amrsolarllc@yahoo.com

FREE ESTIMATE

Licensed & Fully Insured

Bengal Electric Systems Corp.

আমাদের সবধরণের Security Systems Installation করার জন্য DOS হতে
Licensed & Background Check করা আছে।



বাসাবাড়ী, অফিস ও রেস্টুরেন্টে ভালমানের টেকসই ও সুলভমূল্যে নিম্নোক্ত কাজগুলি করে থাকি

- CCTV CAMERA SYSTEM (INDOOR AND OUTDOOR)
- INTERCOM SYSTEM(AUDIO & VIDEO)
- ACCESS CONTROL SYSTEM
- DOOR BEL (AUDIO/ VIDEO)

- ALL KIND OF ELECTRICAL JOBS (RESIDENTIAL & COMMERCIAL)
- ELECTRICAL WIRING
- DIFFERENT KIND OF LIGHT FIXTURE & OUTLET INSTALLATION
- ELECTRIC PANEL UPGRADE

212-763-3747 | 929-253-4767

md@bengalelectric.net www.bengalelectric.net

বেইজমেন্ট ভাড়া

সাউথ জ্যামাইকা ১৬৬ St ১১৬ অভিনিউতে ৩ রুম কিচেন বাথরুম সহ ভাড়া দেওয়া হবে বাস Q 111, 112, 114 Q5, 84, 87 N 4 যোগাযোগের সুবিধা। ফোন: ৬৪৬-৩৫৫-৬২৬৩

4/1/26

পাত্র-পাত্রী চাই



আপনার স্বপ্নের জীবন
সঙ্গী/সঙ্গিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য
একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং
সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ,
কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায়
বসবাসকারীদের সেবায় সদ্য
নিয়োজিত।

যোগাযোগ :

JIBON SONGI
E-mail : jibonsongj2024.com
Phone : 281-912-7812
713-900-6023

পাত্র চাই

Boston এর একটি private University থেকে pre-med শেষ করে বর্তমানে নিউইয়র্কে স্বনামধন্য হাসপাতালে RN হিসাবে কর্মরত, ফর্সা, উচ্চতা ৫-২”, বয়স ২৭+ ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। সিলেটি অগ্রগণ্য; শুধুমাত্র অভিভাবক 917-518-5508-এ যোগাযোগের অনুরোধ রহিল।

পাত্র চাই

পাত্রী দুবাইতে জন্ম ও পড়াশোনা A label সমাপ্তির পর বাংলাদেশে BBA তে অধ্যয়নরত ২৩ বছর বয়সী ধার্মিক পাত্রীর জন্য শিক্ষিত ধার্মিক পাত্র চাই। পাত্রীর পরিবারের জন্য I-130 দাখিল করা হয়েছে ২০১১ সালে। যোগাযোগ: 646-716-2456

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ২৬ বছর বয়সী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবিবাহিত পাত্রীর জন্য ইউএসএ সিটিজেন বা গ্রীন কার্ড ধারী পাত্র চাই। যোগাযোগঃ অভিভাবক +880173161616 (WhatsApp). E-mail: yousuf.snm@gmail.com

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন অবিবাহিত চাকুরিরত এমএস ইনিজনিয়ার ৫ ফুট ৯ ইঞ্চি ৩৩ বছর বয়স্ক ফর্সা পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। নিউইয়র্ক ও ঢাকায় বাড়ি আছে। 929-538-6313, 516-234-8517

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে হসপিটালে কর্মরত ৪১ বছর বয়স্ক একজন অবিবাহিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। পাত্র ইউএসএ সিটিজেন। ফোন 347-615-6567

পাত্র আবশ্যিক

ধার্মিক পাত্রী বয়স ৩৮ এর জন্য পাত্র চাই। পাত্রীর পড়া লেখা B.S IN MATHEMATICS (UMD) M.S IN PROJECT MANAGEMENT (UMD) ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য মুসলিম পাত্র চাই। যোগাযোগ: 301-537-9885

পাত্র চাই

শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের ২৬ বছরের হিজাবী, সিটিজেন, প্রযুক্তিগত, চাকুরিরত পাত্রীর জন্য ২৮ থেকে ৩২ বছরের নামাজি, অবিবাহিত শিক্ষিত পাত্র চাই। 929-408-7691

ইন্টারপ্রিটার সার্ভিস

পেশাদার ট্রান্সলেশন সার্ভিস এবং ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত যেকোনো ইন্টারপ্রিটার সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

রওশন জে. চৌধুরী, Cell: 347-222-8860

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনাল গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, ডিভোর্সড সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য ঘটক অথবা সরাসরি যোগাযোগ করুন।
hmrshedmd@gmail.com
Phone: 850-886-9012

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ৪১ বছর বয়সী পাত্রীর জন্য ৪০ থেকে ৫৫ বছর বয়সী ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিনকার্ডধারী পাত্র চাই। পাত্রী ডিভোর্সড, ৯ বছর বয়সী কন্যা রয়েছে। পাত্রী শিক্ষিত এবং ভালো ফ্যামিলি থেকে আসা।
যোগাযোগ:
rbprinceton@yahoo.com
(732) 841- 2452

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

যারা বার বার ড্রাইভিং টেস্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।

যোগাযোগ: সান্দ্রদ-৯১৭-৮০৭-৪৮৫১

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত সুদর্শন শিক্ষিত ৪৭ বছরের ডিভোর্সি পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব চল্লিশ সুশ্রী শিক্ষিতা পাত্রী চাই। ফোন: 516-728-7303

পাত্র চাই

ঢাকায় অবস্থানরত সম্ভ্রান্ত মুসলিম ফ্যামেলী ডিভোর্সি বয়স ৩০ পাত্রীর জন্য ইউএসএর সিটিজেন পাত্র চাই। পাত্রীর একটি সন্তান রয়েছে। বিস্তারিত জানতে কল করুন +1 (334) 552-0660
Email: AkmRahman.samsur@gmail.com

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যিক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260
Email : jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যিক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ) অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যিক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই। যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫”। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষিতা Sociology (ঢা. বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

LIBERTY BROKERAGE

Our Services

- TLC Insurance
- Private Auto Ins.
- Commercial Auto Ins.
- Home & Business Ins.
- DMV Express Service
- TLC Plate Rent
- TLC Base (Black & Green Cab)
- Defensive Driving Course Certificate

GET YOUR **INSURANCE**
FROM US WITH THE BEST RATE



NYC Office:

41-05 69th Street, Woodside, NY-11377

Phone: 718-567-5600

www.libertybkg.com



DMV EXPRESS SERVICE

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| ★ NEW REGISTRATION & PLATE | ★ VEHICLE TRANSFER |
| ★ REGISTRATION RENEWAL | ★ SURRENDER PLATES |
| ★ DUPLICATE TITLE | ★ TLC NEW APPLICATION |
| ★ CUSTOM PLATES | ★ TLC PLATE RENEWAL |



CONTACT US

+1 718-504-7300

extchallenger@gmail.com

Our Location :

**41-05 69th Street
Woodside, NY 11377**

লিবিয়ায় ‘গুপ্তহত্যার’ শিকার গাদ্দাফি পুত্র সাইফ আল-ইসলাম

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

লিবিয়ার প্রয়াত নেতা মুয়াম্মার গাদ্দাফির সবচেয়ে আলোচিত ছেলে সাইফ আল-ইসলাম গাদ্দাফি দেশটির পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর জিনতানে নিহত হয়েছেন। নিহত হওয়ার সময় সাইফ আল-ইসলামের বয়স ছিল ৫০ বছর। তিনি গাদ্দাফির দ্বিতীয় ছেলে। ২০১১ সাল থেকে তিনি জিনতানেই অবস্থান করছিলেন—প্রথমে কারাগারে, ২০১৭ সালের পর মুক্ত অবস্থায়। এ সময় তিনি রাজনীতিতে ফেরার পরিকল্পনা করছিলেন।

সাইফ আল-গাদ্দাফির রাজনৈতিক উপদেষ্টা আবদুল্লাহ ওসমান এবং আইনজীবী খালেদ এল-জাইদি গতকাল মঙ্গলবার তাঁর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তাঁর রাজনৈতিক দলের এক বিবৃতিতে বলা হয়, চার মুখোশধারী ব্যক্তি জিনতানে সাইফের বাড়িতে ঢুক তাকে হত্যা করে। তারা এটিকে ‘গুপ্তহত্যা’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

২০১১ সালের গণ-অভ্যুত্থানের আগে বহু মানুষের কাছে সাইফ আল-ইসলাম ছিলেন তাঁর বাবার সম্ভাব্য উত্তরসূরি এবং লিবিয়ার দ্বিতীয় সবচেয়ে ক্ষমতাবান ব্যক্তি। আরব বসন্তের বিক্ষোভের পর লিবিয়ায় যে সহিংসতা শুরু হয় এবং দেশটি গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, সেই সময়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে বাবার শাসনের বিরোধীদের ওপর নির্বাতন ও চরম সহিংসতার বহু অভিযোগ ছিল। ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারিতে তাঁকে জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং তাঁর বিদেশ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।

২০১১ সালের মার্চে জাতিসংঘ গাদ্দাফির বাহিনীর হাত থেকে বেসামরিক নাগরিকদের রক্ষায় ‘সব ধরনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা’ নেওয়ার অনুরোধ দিলে ন্যাটো লিবিয়ায় বোমাবর্ষণ শুরু করে। ২০১১ সালের



সাইফ আল-ইসলাম

জুনে সাইফ আল-ইসলাম ঘোষণা দেন, তাঁর বাবা নির্বাচন দিতে রাজি এবং নির্বাচনে না জিতলে ক্ষমতা ছেড়ে দেবেন। তবে ন্যাটো এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং লিবিয়ায় বোমাবর্ষণ অব্যাহত রাখে।

ওই বছর জুনের শেষ দিকে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) সাইফ আল-ইসলামের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারির পরোয়ানা জারি করে। তবে তিনি দীর্ঘদিন ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিলেন। অবশেষে ২০১১ সালের ২০ অক্টোবর সিরিতে শহরে তাঁর বাবা মুয়াম্মার গাদ্দাফি এবং ভাই মুতাসসিম নিহত হওয়ার পর পরিস্থিতি বদলায়।

২০১৪ সালে জিনতানে বন্দী থাকা অবস্থায় ভিডিও বার্তার মাধ্যমে ত্রিপোলির আদালতে বিচার কার্যক্রমে হাজির হন সাইফ আল-ইসলাম। ২০১৫ সালের জুলাইয়ে ত্রিপোলির আদালত তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন। তবে ২০১৭ সালে জিনতান নিয়ন্ত্রণকারী মিলিশিয়া বাহিনী আবু বকর আস-সিদ্দিক ব্যাটালিয়ন তাকে মুক্তি দেয়। এটি লিবিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় কর্তৃপক্ষ ঘোষিত এক সাধারণ ক্ষমার অংশ ছিল, যাদের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি।

২০২১ সালের নভেম্বরে অনেক বছর পর প্রথমবার তিনি প্রকাশ্যে আসেন। দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর সাবহায় তিনি লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী হতে আবেদন জমা দেন। এর মাধ্যমে তিনি তাঁর বাবার সমর্থকদের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করেন।

দুই ইসলামী বক্তাকে নিয়ে সংবাদ প্রকাশ, প্রবাসী সাংবাদিককে হত্যার হুমকি

ডেস্ক রিপোর্ট

ইসলামী বক্তা মাওলানা তারেক মনোয়ার ও মুফতি আমির হামজাকে নিয়ে সংবাদ প্রকাশের জেরে প্রবাসী সাংবাদিক জসিম উদ্দিনকে হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও তীব্র নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ অনলাইন জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন (বিওজেএ)।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, উক্ত সংবাদ প্রকাশের পর মাওলানা তারেক মনোয়ার ও মুফতি আমির হামজার কিছু সমর্থক ও অনুসারী সাংবাদিক জসিম উদ্দিনকে প্রকাশ্যে হত্যার হুমকি দেয়। একই সঙ্গে তাঁর এক নিকট আত্মীয়ের বাসায় ভাঙচুর চালানো হয় বলেও অভিযোগ রয়েছে।

পরিস্থিতির অবনতি এবং নিরাপত্তাজনিত আশঙ্কার কারণে নতুন বাংলাদেশ পত্রিকার অনলাইন পোর্টাল সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ।

এ ঘটনায় বিওজেএ সভাপতি এম. আব্দুল্লাহ এক বিবৃতিতে বলেন, “এই ধরনের সহিংসতা, ভীতি প্রদর্শন ও হুমকি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এটি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং জনগণের জানার অধিকারের ওপর সরাসরি আঘাত। সাংবাদিকদের নির্ভয়ে তাঁদের পেশাগত দায়িত্ব পালন করার পরিবেশ নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।” তিনি আরও বলেন, “আইনের শাসন, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং একটি উন্মুক্ত ও সচেতন সমাজ গড়ে তুলতে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অপরিহার্য।”

বিওজেএ অবিলম্বে এই ঘটনার সূষ্ঠ তদন্ত, দোষীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনার পাশাপাশি সাংবাদিক জসিম উদ্দিন ও তাঁর পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি জোর দাবি জানিয়েছে।



জসিম উদ্দিন

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA, MBA

ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

IRS
e-file PROVIDER

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

**Save Yourself
This Tax Season**

Nizamul Wahed Shahir, EA
Licensed Real Estate Agent
M.Com (Accounting)

ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS
ENROLLED AGENT
Authorized e-file PROVIDER

Mob : 347-498-5117
Tel : 917-775-6329
Fax : 716-780-8225
Email: ustaxbazaar@gmail.com

প্রফেশনাল ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল বা আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে
আমরা যত্নবান ও আন্তরিক।

Tax Immigration Real Estate

Income Tax and Accounting Services For:
Individual, Sole Proprietor, Partnership, Corporation and LLC.

Sales and Payroll Tax Business Licenses and Setup FBAR and FATCA Filing
Notary Public Immigration Form Fill-Up Services
Credit Repair, Real State and much more...

Member of

184-02 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432
162-11 89th Ave, 5B, Jamaica, NY-11432

হোম কেয়ার

আপনার আত্মীয়
স্বজন, আপনজন
ও অন্যান্যদের
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন

এতে কোন
প্রশিক্ষণের
প্রয়োজন নেই।
এবং আমরা কোন
ফি চার্জ করি না।

Mamun Ur Rashid
President
917-476-8914

বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেট
পাবার জন্য আজই কল করুন

**PROHEALTH
HOMECARE**
(Ordinary People, Extra Ordinary Care)

375 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-633-1112, Fax : 718-633-1117



আটলান্টিক সিটিতে বিএএসজের শীতবস্ত্র বিতরণ

সূত্র চৌধুরী

নিউজার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির (বিএএসজে) উদ্যোগে বিনামূল্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। ২৯ জানুয়ারি (বৃহস্পতিবার) দুপুরে আটলান্টিক সিটির ২৭০৯ ফেয়ারমাইন্ট এভিনিউর বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টারে সিটির বিভিন্ন কমিউনিটির মানুষের মাঝে বিনামূল্যে এসব শীতবস্ত্র

বিতরণ করা হয়। কমিউনিটির বিপুলসংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তি শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন। মানবিক সমাজ গড়ার লক্ষ্যেই এই প্রয়াস বলে জানান বিএএসজের কর্মকর্তারা। কমিউনিটির মানবিক বোধসম্পন্ন মানুষদের এধরনের মানবিক কার্যক্রমে এগিয়ে আসার জন্য তারা সবার প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

ভবিষ্যতেও তাদের এধরনের মহতি কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলে জানান বিএএসজের সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল ও সাধারণ সম্পাদক জাকিরুল ইসলাম খোকা। শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচির সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন শাহরিয়ার আহমেদ, বেলাল উদ্দিন, মনিরুজ্জামান মনির, মোমিনুল হক মামুন, মোঃ শাহ মাহমুদ, রফিকুল ইসলাম, জাকির হোসেন প্রমুখ।

হৃদয়ে বাংলাদেশের উদ্যোগে পালিত হলো মিরপুর মুক্ত দিবস

ডেক্স রিপোর্ট

‘হৃদয়ে বাংলাদেশ’ সংগঠনের উদ্যোগে মিরপুর মুক্ত দিবস পালন করা হয়েছে। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) এই দিবস পালিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মাহমুদুল হাসান, বাইবেল পাঠ করেন মার্গারেট মল্লিক এবং পবিত্র গীতা পাঠ করেন সংগঠনের সহসভাপতি পল্লব সরকার। এরপর পরিবেশিত হয় বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। মূল আলোচনা পর্বে বক্তারা মিরপুর মুক্ত দিবসের ঐতিহাসিক গুরুত্ব তুলে ধরেন।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিজয় অর্জন করলেও ১৯৭২ সালের ৩১ জানুয়ারি মিরপুর হানাদার ও অবরুদ্ধ অবস্থান থেকে মুক্ত হয়। অনুষ্ঠানে মিরপুর মুক্ত দিবসের ইতিহাস ও তাৎপর্য নিয়ে বক্তব্য দেন বিশিষ্ট মুক্তিযুদ্ধ গবেষক ও লেখক



ওবায়দুল্লাহ মামুন।

এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি সাইদুর রহমান লিংকন, বীর মুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল চৌধুরী, রেজা আবদুল্লাহ, আল-আমিন বাবু, মিরপুরবাসী মাহবুব, সবুজ, যুবায়ের ঢালী, জামিল হোসেন ও লিটল।

অনুষ্ঠানে আবৃত্তি পরিবেশন করেন পল্লব সরকার ও মাহমুদুল হাসান।

মিরপুর মুক্ত দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে দুটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

সংগীত পরিবেশন করেন আল-আমিন বাবু, তানভীর শাহিন, শারমিন তানিয়া, শারমিন আক্তার রেজোনা, আসাদ সোহেল ও সৈয়দ ফয়েজ। রাতের খাবার পরিবেশনের পর আগত সবার প্রতি ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করেন সঞ্চালক সৈয়দ ফয়েজ।

ইরানে বিক্ষোভে জড়িত থাকার অভিযোগে ১৩৯ বিদেশি গ্রেপ্তার

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইরানের ইয়াজদ প্রদেশে সরকারবিরোধী বিক্ষোভে উসকানি ও সরাসরি জড়িত থাকার অভিযোগে অন্তত ১৩৯ জন বিদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ইয়াজদ প্রদেশের পুলিশ কমান্ডার আহমেদ নেগাহবান জানিয়েছেন, গ্রেপ্তারকৃতরা বিক্ষোভ সংগঠিত করা ও দাঙ্গা পরিচালনায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন এবং তাদের অনেকের সঙ্গে বিদেশের নেটওয়ার্কের যোগাযোগ ছিল। তবে তারা ঠিক কোন দেশের নাগরিক, তা জানায়নি পুলিশ। ২০২৫ সালের ডিসেম্বর থেকে

অর্থনৈতিক মন্দার প্রতিবাদে ইরানে যে বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল, তা দ্রুতই রাজনৈতিক রূপ নেয়। বিশ্লেষকদের মতে, ১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লবের পর এটিই ইরানের ইতিহাসে সবচেয়ে সহিংস দমন-পীড়নের ঘটনা। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, এই বিক্ষোভে নিহতের সংখ্যা ৩ হাজার ১১৭ জন। তবে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলোর দাবি, নিহতের প্রকৃত সংখ্যা এর কয়েক গুণ বেশি হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা এইচআরএএনএ জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত সারা দেশে প্রায় ৫০ হাজার মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ইরান সরকার এই পরিস্থিতির জন্য শুরু থেকেই ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রকে দায়ী করে আসছে। এর মধ্যেই দেশটির বিচার বিভাগের মুখপাত্র আসগর জাহাঙ্গির আজ মঙ্গলবার কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, ‘মার্কিন উসকানিতে যারা এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে, তাদের কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না।’ এর আগে তেহরানেও চারজন বিদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তারের খবর পাওয়া গিয়েছিল। তেহরানের অভিযোগ অনুযায়ী ২০২৫ সালের জুনে ইসরায়েলের সঙ্গে ইরানের ১২ দিনের যুদ্ধে ইসরায়েল ইরানের ভেতরে তাদের গুপ্তচরদের ব্যবহার করেছিল।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্

ট্যাক্স

- পারসনাল ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স
- সেল্ফ ট্যাক্স
- বিজনেস সেটআপ

AUTHORIZED IRS E-file PROVIDER

ইমিগ্রেশন

- ফ্যামিলি পিটিশন
- সিটিজেনশীপ আবেদন
- গ্রীণকার্ড নবায়ন
- সব ধরনের এফিডেভিট

আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস

AIR TICKET

• Emirates • Qatar Airways • Etihad Airways • Turkish Airlines • Saudia & More

(646) 685-3785, (212) 810-0449

E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com

Immigrant Elder Home care LLC

Authorized Homecare Provider Department of Health, State of New York

নিম্নলিখিত স্টেটের ফেল্প ডিপার্টমেন্টের নিউজিল্যান্ড/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনাকে ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা, স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে মাত্র \$19.99 পর্যন্ত খরচ করতে পারবেন।

ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে প্রতি ঘণ্টা \$21.00 ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন

কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Jahangir M Alam
President & CEO

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9823, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

ভিজিট (B1B2), ষ্টুডেন্ট (F1), ট্রানজিট (C1) বা অন্য যে-কোন ভিসায় কিংস্বা বর্ডার (EWI) দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ

এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি

নিউ ইয়র্কে সম্পূর্ণ বিনাখরচে (ভিজিটরসহ অন্য যে-কোন আনডকুমেন্টেডদের) চিকিৎসা সুবিধে পেতে মেডিকেল ইন্সুরেন্স

E2	EB3
L1A	EB5
SIJS	VAWA
POLITICAL ASYLUM	

আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে।

আমরা গ্রীনকার্ড এবং সিটিজেনশীপ এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতার পরও ২ বছরের ‘কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ড’ থেকে ‘কন্ডিশন’ রিমোভ করে গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে- নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।

এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ

ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি’তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।

আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিস্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।

আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে

Old Club Man Corporation

www.oldclubman.com



(212) 814-4068

16222 87th Road, JAMAICA, NY 11432

স্কুল অ্যান্ড কলেজ : এক ছাদের নিচে শিক্ষার বাস্তবতা ও প্রয়োজনীয়তা

আজিজুল রমিজ

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে একই প্রতিষ্ঠানের অধীনে স্কুল ও কলেজ শাখা পরিচালনা একটি স্বাভাবিক, পরীক্ষিত ও বাস্তবসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা। এটি কোনো ব্যতিক্রমী ধারণা নয়; বরং দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত একটি বৈশ্বিক বাস্তবতা। অথচ দুঃখজনকভাবে আমাদের সমাজে এখনো এমন একটি অংশ রয়েছে, যারা স্কুল আবার কলেজ হয় নাকি? কিংবা একই এলাকায় প্রতিষ্ঠিত কলেজ থাকার পরও স্কুল অ্যান্ড কলেজের আবার কী প্রয়োজন?—এ ধরনের প্রশ্ন তোলে। এসব প্রশ্ন সাধারণত কৌতূহল থেকে নয়; বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবজ্ঞা, অজ্ঞতা ও ইর্ষার জায়গা থেকে উঠে আসে। এই মানসিকতা মূলত শিক্ষাব্যবস্থার বাস্তবতা ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণার অভাব থেকেও জন্ম নেয়।

শিক্ষা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এটি একটি ধারাবাহিক ও দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক এই ধাপগুলো প্রশাসনিকভাবে পৃথক হলেও শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশ, একাডেমিক প্রস্তুতি এবং মূল্যবোধ গঠনের পথটি একটানা। এই ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখতেই বহু দেশে একই প্রতিষ্ঠানের অধীনে স্কুল ও কলেজ শাখা পরিচালিত হয়। বিশেষ করে উন্নয়নশীল ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে এর পেছনে রয়েছে সুস্পষ্ট আর্থসামাজিক বাস্তবতা। আলাদা কলেজ স্থাপনের জন্য প্রয়োজন বিপুল অবকাঠামো, দক্ষ জনবল ও প্রশাসনিক ব্যয়, যা অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মত নয়। ফলে একই ক্যাম্পাসে পরীক্ষিত শিক্ষক, লাইব্রেরি, ল্যাব ও একাডেমিক পরিবেশ ব্যবহার করে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সম্প্রসারণই সেখানে যুক্তিসংগত ও কার্যকর সমাধান হিসেবে বিবেচিত হয়।

এই ব্যবস্থা কেবল বাংলাদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। যুক্তরাজ্যে বহু গ্রামার স্কুল ও পাবলিক স্কুলে মাধ্যমিক শিক্ষার পর একই প্রতিষ্ঠানের আওতায় সিক্সথ ফর্ম কলেজ পরিচালিত হয়। ভারতে অসংখ্য হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে স্কুল ও কলেজ স্তর একসাথেই চলে। জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও চীনে ইন্টিগ্রেটেড স্কুল সিস্টেম অত্যন্ত স্বাভাবিক, যেখানে জুনিয়র ও সিনিয়র সেকেন্ডারি স্তর একই প্রতিষ্ঠানের অধীনে পরিচালিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের কে—টুলয়েন্ড (K—12) স্কুল ব্যবস্থাও কার্যত স্কুল ও কলেজের মধ্যবর্তী স্তরকে একত্রে পরিচালনার আরেকটি স্বীকৃত রূপ। অর্থাৎ, স্কুলের সাথে কলেজ যুক্ত থাকা কোনো ব্যতিক্রম বিষয় নয়; বরং এটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও কার্যকর একটি শিক্ষামডেল।

বাংলাদেশেও এই ব্যবস্থার ঐতিহ্য সুপ্রতিষ্ঠিত। নটর ডেম কলেজ, ভিকারুননিসা নুন স্কুল অ্যান্ড



কলেজ, রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, আদমজী ক্যান্টনমেন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজসহ বহু প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরে সুনামের সঙ্গে স্কুল ও কলেজ শাখা পরিচালনা করে আসছে। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে দেশের অসংখ্য মেধাবী শিক্ষার্থী, গবেষক, প্রশাসক ও পেশাজীবী তৈরি হয়েছে। কাজেই স্কুল অ্যান্ড কলেজ নামটি কোনোভাবেই মানহীনতার প্রতীক হতে পারে না। আপত্তির মূল জায়গাটি আসলে ধারণাগত। অনেকেই মনে করেন স্কুল মানেই শিশুদের জন্য আর কলেজ মানেই প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য; তাই দুটি একসাথে হলে শিক্ষার মান বা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা কমে যায়। বাস্তবে মর্যাদা নির্ধারণের বিষয়টি নামফলক দিয়ে নয়; নির্ধারিত হয় শিক্ষার গুণগত মান, শৃঙ্খলা, ফলাফল, শিক্ষকতার মান, নৈতিক পরিবেশ, উপযুক্ত গভর্নিং বডি এবং দক্ষ নেতৃত্বের মাধ্যমে। একই ক্যাম্পাসে আলাদা শাখা, আলাদা সময়সূচি ও আলাদা প্রশাসনিক কাঠামো থাকা কোনো দুর্বলতা নয়; বরং এটি একটি সুসংগঠিত ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার পরিচায়ক।

স্কুল অ্যান্ড কলেজ কোনো অদূরদর্শী ধারণা নয়।

এটি সময়, অর্থ ও সম্পদের বাস্তবসম্মত ব্যবহার।বিশেষ করে এমন সমাজে, যেখানে শিক্ষাকে সবার দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়াই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। আমি নিজে একটি গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজে শিক্ষকতা করি। আমার প্রতিষ্ঠানটি পিছিয়ে পড়া ও পশ্চাৎপদ বা কটরপন্থী পরিবারের মেয়েদের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ, আমি তা প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করি। বিশেষ করে যেসব রক্ষণশীল কিংবা কটরপন্থী পরিবার তাদের মেয়েদের ছেলেদের সাথে একই প্রতিষ্ঠানে পড়াতে অনিচ্ছুক, তাদের জন্য এ ধরনের প্রতিষ্ঠান নিরাপদ, গ্রহণযোগ্য ও আশাব্যঞ্জক শিক্ষার সুযোগ তৈরি করে।

অতএব অজ্ঞতা দিয়ে শিক্ষাব্যবস্থাকে বিচার না করে বাস্তবতা ও বৈশ্বিক অভিজ্ঞতার আলোকে বিষয়টি বোঝার মানসিকতাই আজ সবচেয়ে জরুরি। শিক্ষা নিয়ে যেকোনো বিষয়ে অকারণ তাচ্ছিল্য নয়; বরং দায়িত্বশীল, তথ্যভিত্তিক ও গঠনমূলক আলোচনাই সময়ের দাবি।

লেখক : শিক্ষক, কবি ও প্রাবন্ধিক



ইসলামি শাসনব্যবস্থায় আফগানিস্তান ও ইরান রাষ্ট্রযন্ত্র যখন ভিন্ন মত দমনের হাতিয়ার

আজিজুল রমিজ

আধুনিক বিশ্বের সবচেয়ে বিতর্কিত রাজনৈতিক ধারণাগুলোর একটি হলো ইসলামি শাসনব্যবস্থা। আফগানিস্তান ও ইরান এই ধারণার সবচেয়ে দীর্ঘ ও কঠিন পরীক্ষাগার। ইতিহাস, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও ইসলামকে রাষ্ট্রপরিচালনার মূল আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার পরিণতি দুই দেশেই বিষ্ময়করভাবে মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

আফগানিস্তানে তালেবান শাসন এবং ইরানে খোমেনি ও খামেনির ধর্মীয় শাসনে ইসলাম কেবল ব্যক্তিগত বিশ্বাস বা নৈতিক পথনির্দেশক হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং তা রাষ্ট্রক্ষমতা প্রয়োগের প্রধান হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। সংকটের শুরু এখানেই। রাষ্ট্র যখন নিজেই ভিন্ন মত ও চিন্তাচেতনা দমনের যন্ত্র রূপ নেয়, তখন ধর্ম তার নৈতিক শক্তি হারিয়ে ক্ষমতার ভাষায় কথা বলতে শুরু করে।

তালেবানদের সাম্প্রতিক আইন ও নীতিমালা আফগানিস্তানকে কার্যত মধ্যযুগীয় কাঠামোর দিকে ঠেলে দিয়েছে। সামাজিক শ্রেণিভিত্তিক বিচারব্যবস্থা, নারীর শিক্ষা ও চিন্তার ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা এবং মুক্ত মতপ্রকাশের রুদ্ধ পরিবেশ দেশটিকে গভীর মানবিক সংকটে নিক্ষেপ করেছে। তালেবানরা দাবি করে, তারা শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা করছে। কিন্তু বাস্তবে তাদের ব্যাখ্যা এতটাই সংকীর্ণ ও ক্ষমতাকেন্দ্রিক যে তা ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ন্যায়, সমতা ও মানবিক মর্যাদার সঙ্গে স্পষ্টভাবে সাংঘর্ষিক।

এই বাস্তবতায় ধর্ম আর নৈতিক আলোর উৎস নয়; বরং শাসনের নিয়ন্ত্রণমূলক হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। তালেবান শাসনের পক্ষে প্রায়ই বলা হয়, কিছু এলাকায় নিরাপত্তা ফিরেছে এবং দুর্নীতি ও সশস্ত্র গোষ্ঠীর দৌরাত্ম্য কমেছে। দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের পর সহিংসতা কমে আসা সাধারণ মানুষের জন্য নিঃসন্দেহে সাময়িক স্বস্তির বিষয়। তবে একই সঙ্গে এটাও সত্য, আফগান জনগণ এখনো গভীর নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে বসবাস করছে। আফগানিস্তান নিয়ে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করা অনেকের কাছেই শোনা যায় অনেক মানুষ এখনো অস্ত্রের ভয়ে রাত কাটাতে বাধ্য হয়। মানবাধিকার ও স্বাধীনতা বিসর্জনের বিনিময়ে পাওয়া এই শৃঙ্খলা আদৌ গ্রহণযোগ্য কি না, সে প্রশ্ন থেকেই যায়।

ইরানের ইসলামি বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল ব্যাপক গণআকাঙ্ক্ষা নিয়ে। শাহের স্বৈরশাসন, পশ্চিমা আধিপত্য ও সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে ইসলামকে মুক্তির দর্শন হিসেবে দেখেছিল মানুষ। খোমেনির প্রত্যাবর্তনের সময় বিমানবন্দরে লাখে মানুষের উপস্থিতি সেই আশারই প্রতীক। কিন্তু চার দশকের বেশি সময় ধরে ধর্মীয় নেতৃত্বের গণ্ডিতে ভাবা মনেহয় দীনতা। এটি হোক ধর্মীয়, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধার প্রতীক। বলা যেতে পারে অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস দূর করে সমাজকে আলোকিত করার এক অনন্য প্রয়াস। এর মাধ্যমে ধর্মীয় আচারের বাহিরে সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক ঐক্যের এক অভিনব চিত্র ফুটে ওঠে।

নৈতিক পুলিশের দৌরাত্ম্য, বাধ্যতামূলক ধর্মচরণ এবং রাজনৈতিক ভিন্নমতের ওপর দমন পীড়নের ফলে

ইরানের একটি বড় অংশের মানুষের কাছে ইসলাম আর বিশ্বাসের আশ্রয় নয়; বরং রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের প্রতীক হয়ে উঠেছে। তবে ইরানের কিছু ইতিবাচক দিকও অস্বীকার করা যায় না। কঠোর আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার মধ্যেও দেশটি বিজ্ঞান, চিকিৎসা, শিল্প ও পরমাণু প্রযুক্তিতে উল্লেখযোগ্য সক্ষমতা অর্জন করেছে। নারীশিক্ষা পুরোপুরি বন্ধ হয়নি এবং অনেক ক্ষেত্রে নারীরা উচ্চশিক্ষা ও পেশাজীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন, যা আফগানিস্তানের বাস্তবতার সঙ্গে স্পষ্ট বৈপরীত্য সৃষ্টি করে।

তবে সাম্প্রতিক সময়ে ইরানের শাসকগোষ্ঠীকে ঘিরে দ্বিচারিতার অভিযোগও জোরালো হয়েছে। সমালোচকদের মতে, যেসব কঠোর ধর্মীয় বিধিনিষেধ সাধারণ মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, শাসকশ্রেণির একটি অংশ নিজেরা সেগুলো মানে না। ক্ষমতার কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও আলোচিত হয়েছে, যা রাষ্ট্রীয় ধর্মশাসনের নৈতিক ভিত্তিকে আরও প্রশ্নবিদ্ধ করে।

আফগানিস্তান ও ইরানের অভিজ্ঞতা আমাদের সামনে একটি মৌলিক প্রশ্ন হাজির করে ব্যর্থ হচ্ছে ইসলাম, নাকি ইসলামকে দিয়ে রাষ্ট্র চালানোর প্রচেষ্টা? ইসলাম একই ধর্ম হিসেবে ন্যায়, দয়া, সমতা ও নৈতিকতার শিক্ষা দেয়। কিন্তু ধর্ম যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সঙ্গে একীভূত হয়, তখন তা সহজেই প্রশ্নাতীত হয়ে ওঠে। শাসকগোষ্ঠী নিজেদের সিদ্ধান্তকে ঈশ্বরের আদেশ হিসেবে উপস্থাপন করে, ফলে সমালোচনা রাষ্ট্রশ্লেহ কিংবা ধর্মদ্রোহে রূপ নেয়। এখানেই ধর্ম তার নৈতিক ভূমিকা হারিয়ে রাজনৈতিক অস্ত্রে পরিণত হয়।

বিশ্বের বাস্তবতা হলো, যেসব দেশ ইসলামকে সরাসরি রাষ্ট্রপরিচালনার আদর্শ বানিয়েছে, সেখানেই ব্যতিক্রম্যধীনতা, মানবাধিকার ও চিন্তার বৈচিত্র্য সবচেয়ে বেশি সংকুচিত হয়েছে। বিপরীতে, যেসব মুসলিমপ্রধান দেশ ধর্মকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক নৈতিকতার পরিসরে রেখে রাষ্ট্র পরিচালনায় আধুনিক, গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিমূলক কাঠামো গ্রহণ করেছে, তারাই তুলনামূলকভাবে বেশি স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধ হয়েছে।

আফগানিস্তান ও ইরান আমাদের শেখায়, ধর্মকে ভালোবাসতে হলে তাকে ক্ষমতার হাতিয়ার বানানো যায় না। ইসলাম মানুষকে নৈতিক হতে শেখায়, কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজন কার্যকর প্রতিষ্ঠান, আইন, জবাবদিহি ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি। ধর্ম সেখানে অনুপ্রেরণা হতে পারে, শাসনের নির্দেশক নয়।

ইসলামের মৌলিক সুন্দর নৈতিক আদর্শগুলো টিকিয়ে রাখতে আজ সবচেয়ে জরুরি কাজ হলো ইসলামকে কঠোর, দমনমূলক ও মতাদর্শিক শাসন থেকে মুক্ত রাখা। কারণ ন্যায়, সমতা ও মানবিক মর্যাদা কেবল আধুনিক রাষ্ট্রের দাবি নয় এগুলো ইসলামেরও প্রাণ।

লেখক : শিক্ষক, কবি ও প্রাবন্ধিক

নানান দেশে নানান ভাষায় নানান নামে সরস্বতী

সুশান্ত দাস

বিশ্বের বহু সংস্কৃতির,বহু ভাষায়; বহু জাতিগোষ্ঠীর বহু ধর্মে বিশ্বরূপে বিশালাক্ষ্মী। দন্ত-নীতি, চিকিৎসা-নীতি,সংগীত,শান্তি,জলপ্রবাহ, গ্রাহ্যগারিক বিশ্বরূপে বিশালাক্ষ্মী। আলোর দেবী; জ্ঞানের দেবী বিশ্বরূপে বিশালাক্ষ্মী। জ্যোতির দেবী; বিদ্যা-বুদ্ধির দেবী বিশ্বরূপে বিশালাক্ষ্মী। মস্ত্রে যিনি বিশ্বরূপে বিশালাক্ষ্মী, তিনিই বিদ্যার্থীদের কাছে সরস্বতী। সনাতনে সর্বজনে; সর্বজনীন।

বৈদিক যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ দেবী। উল্লেখ পাওয়া যায় ঋগবেদে। সরস্বতীপূজার প্রবর্তক ব্রহ্মা ও শ্রীকৃষ্ণ। এছাড়াও বৌদ্ধদের বজ্রযান ও মহাযান ধারাতে, সুবর্ণপ্রভাসূত্র-বৌদ্ধগ্রন্থে, বৌদ্ধ পুথিতে (থুরাখাডি), চৈনিক পৌরাণিক কাহিনিতে, প্রাচীন যুগ থেকে ভারতীয় পুরাণ এবং তন্ত্রশাস্ত্রে, যজুর্বেদে, মায়ানমারের পুরাণে, স্কন্দপুরাণে, পদ্মপুরাণে, দেবীভাগবত পুরাণে; কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী সারদামঙ্গল কাব্য হতে রবি ঠাকুরের সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের 'পুরস্কার' কবিতাতে বিশালাক্ষ্মী বিস্তৃত।

তিনি বাঙালি সনাতন বিদ্যার্থীর কাছে বীণা, পুস্তক হস্তে প্রণতি পান। পদ্ম পাতা, কলা পাতায় উপবেশন হন। তিনি ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতিতে সাদা রাজহংস ড্রাগন (সর্প), ময়ূর, মেঘ, বরাহ, বাহন নিয়ে মানুষ কল্পিত মূর্তিতে আসীন হন। পোষাক-পরিচ্ছদের দিক লক্ষ্য করলে শুধু শাড়ি নয় পশমের ওভার কোট পরিহিতা হিসেবেও জাগ্রত হন। আবার বিশ্বের বহু সংস্কৃতির, বহু ভাষীর, বহু ধর্মে, বহু জাতিগোষ্ঠীর নিবেদনে গলায় মালাবদলে অ্যামুলেট (লাকি লকেট) এবং হাতে পাখা সহ দুই, চার, ছয় হাত বিশিষ্ট মূর্তিতে দৃশ্যত হন।

শাস্ত্রেও আছে 'নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যাতে' (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-৪/৩৯), অর্থাৎ 'জ্ঞানের মতো পবিত্র আর কিছু নেই'। চিন্তক আরজ আলী পার্ঠে জানাযায় " বিদ্যাশিক্ষার ডিগ্রী আছে জ্ঞানের কোন ডিগ্রী নেই; জ্ঞান ডিগ্রীহীন ও সীমাহীন। শ্বেতশুভ্র সরস্বতী জ্ঞানদায়িনী। মাঘ মাসের এই পঞ্চমী তিথিতে আসেন লোকারণ্যে। বিদ্যার্থীদের কাছে হন পূজিত। সর্বো্ষে পূজা ভরে ওঠে আনন্দে। "আনন্দকে ভাগ করলে দুটি জিনিস পাওয়া যায়; একটি হচ্ছে জ্ঞান এবং অপরটি হচ্ছে প্রেম" (রবি ঠাকুর)।

রাষ্ট্র, ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি ও সমাজের স্তর পর্যালোচনা করলে "বিদ্যার দেবী" হিসেবে তিনি গৃহীত। বিশ্বের নানা প্রান্তে বাঙালি সনাতনী বিশ্বাসী বিদ্যার্থীদের কথা বাদ দিলেও বিশ্বমানচিত্রে লক্ষ্য করলে ভারত, চিন, মায়ানমার, তিব্বত, জাপান, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া এমনকি ইন্দোনেশিয়ায়ও দেবীর উপাসনা উপনীত। পূজার



রীতিনীতি, আয়োজন, ভৌগোলিক অবস্থান ও সংস্কৃতি অনুযায়ী ভিন্নতা হলেও হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ ধর্মের বাহিরেও অনেকের শ্রদ্ধায়, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আরাধনায়, অর্চনার বাহিরেও নিবেদিত।

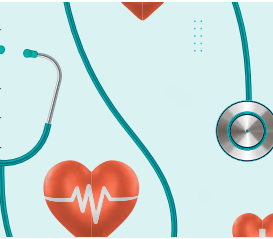
সমাজের স্তর লক্ষ্য করলে অক্ষর-জ্ঞানহীন, নাম সহই করতে পারেন না এমন লোক হতে ধনাঢ্য-হতদরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, বর্ণের দিক চিন্তা করলে ব্রাহ্মণ-নমশূদ্র; ভাষাভাষীদের দিক হতে বাংলা, চাইনিজ, জাপানি-নিহঙ্গ এমন ২২টি ভাষায়; জাতিগত দিক হতে বাঙালি, অহমীয়া, জৈন, তিব্বতি, বৌদ্ধিষ্ট, জাপানিজ, চীনা, বর্মী,থাই, খেমার, ইন্দোনেশিয়ান, জাতিগোষ্ঠির কাছে নিবেদিত হন-না ভাবা দুষ্কর !

নানান ভাষায়, নানান দেশে নানান নামে বিশালাক্ষ্মী পরিচিত হলেও তিব্বতে তাঁর পরিচয় ইয়াংচেননমা, মঙ্গোলিয়ায় কেলেইন উকিন তেগরি, চীন দেশে বিয়ানচাইতিয়ান (মিয়াওয়িন মু), জাপানে বেনজাইবেনে, কম্বোডিয়ায় বাগিন্থরী (ভারতী), থাইল্যান্ডে সুরতসাওয়াদি (সরৎসাওয়াদি),। সরস্বতী ইন্দোনেশিয়াতে সরস্বতী নামে পরিচিত হলেও পূজার দিনটি 'সরস্বতী দিবস' নামে পরিচিত। তাদের ক্যালেন্ডার (বালিনিজ) অনুযায়ী বছরে দু'বার এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়, যা 'বসন্ত পঞ্চমী'-এর (ভারতবর্ষে পালিত) থেকে আলাদা।

প্রাচীন বৈদিক যুগের দেবী সরস্বতী পূজায় মূল প্রসাদ সহ তাজা ফল-ফলাদি,দই-মিষ্টি,লাবঙ্গা (পাঁচ মিশালি সবজি) ও খিচুড়ি কার না ভাল লাগে?? খিচুড়িতে

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে এখন বইছে প্রচণ্ড শৈত্যাপ্রবাহ। জানালার বাইরে তাকালেই চোখে পড়ছে মাইলের পর মাইল বরফের আস্তরণ। এই হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা থমকে গেলেও, স্বাস্থ্য সচেতনতায় কিন্তু বিরতি দেওয়া চলবে না। তাপমাত্রা যখন হিমাক্ষের নিচে নেমে যায়, তখন শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো, ত্বকের বিশেষ যত্ন এবং ঘরবন্দি শিশুদের চনমনে রাখাটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। আজকের এই বিশেষ ফিচারে আমরা আলোচনা করব কীভাবে এই চরম আবহাওয়ার মধ্যেও আপনি এবং আপনার পরিবার ঘরে বসেই সুস্থ ও প্রাণবন্ত থাকতে পারেন ধন্যবাদান্তে: এইচ বি রিটা



প্রচণ্ড শীতে ত্বকের যত্ন: সহজ ৮টি টিপস

ডার্মাটোলোজিস্টদের মতে, ত্বক যখন তার স্বাভাবিক তৈলাক্ত ভাব এবং আর্দ্রতা হারিয়ে ফেলে, তখন তা অত্যন্ত সংবেদনশীল হয়ে পড়ে। অতিরিক্ত শুষ্কতার কারণে ত্বকে অণুবীক্ষণিক ফাটল তৈরি হয়, যা বাইরের ধুলোবালি ও জীবাণুকে সহজেই শরীরের ভেতরে প্রবেশের সুযোগ করে দেয়; ফলে ত্বকে প্রদাহ বা ইনফেকশন হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। বিশেষ করে শীতপ্রধান দেশে ঘরের ভেতরের হিটার এবং বাইরের হাড়কাঁপানো বাতাস ত্বকের ওপর একটি 'ডাবল অ্যাটাক' চালায়, যার ফলে ত্বক শুধু খসখসেই হয় না বরং স্থায়ীভাবে তার নমনীয়তা হারিয়ে ফেলে। বোর্ড-প্রত্যয়িত ডার্মাটোলোজিস্টদের পরামর্শ অনুযায়ী নিচের টিপসগুলো মেনে আপনি ঘরে বসেই শুষ্ক ত্বকের পরিচর্যা করতে পারেন:

- গোসলের সময় ও পানির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ: গোসলের সময় ৫ থেকে ১০ মিনিটের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখুন এবং কুসুম গরম পানি ব্যবহার করুন। অল্প সময়ের এই গোসল আপনার ত্বকে আর্দ্রতা জোগাতে সাহায্য করে। গোসলের সময় বাথরুমের দরজা বন্ধ রাখুন যাতে জলীয় বাষ্প ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখে। গোসল শেষে পরিষ্কার শুকনো তোয়ালে দিয়ে শরীর ঘষবেন না, বরং আলতো করে মুছে নিন কারণ ঘষা দিলে শুষ্ক ত্বক আরও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- কোমল ক্লিনজার ব্যবহার: শুষ্ক ত্বক মানেই তা কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত। তাই এমন ক্লিনজার ব্যবহার করুন যা কোমল। ময়লা ও তেল দূর করার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই ক্লিনজার ব্যবহার করুন, অতিরিক্ত ফেনা করার প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র প্রয়োজনীয়



অংশগুলোতে (যেমন: বগল বা কুঁচকি) ক্লিনজার ব্যবহার করা ভালো।

- গোসলের শেষে শেভ করা: গোসলের শেষের দিকে শেভ করুন কারণ পানি আপনার ত্বক

ও চুলকে নরম করে দেয়, ফলে শেভ করার সময় জ্বালাপোড়া হওয়ার সম্ভাবনা কমে। গোসল শেষ করার পর ত্বক হালকা মুছে নিয়ে সাথে সাথেই সুগন্ধিহীন ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করুন।

- দিনে কয়েকবার ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার: শুষ্ক ত্বক সারাতে ময়েশ্চারাইজার প্রধান ভূমিকা পালন করে। গোসল বা হাত ধোয়ার পর ত্বক যখন সামান্য ভেজা থাকে, তখন এবং যখনই ত্বক শুষ্ক মনে হবে তখনই ময়েশ্চারাইজার লাগান। ময়েশ্চারাইজার লাগানোর সময় ত্বকে আলতো করে ম্যাসাজ করুন। ঠোঁট আর্দ্র রাখতে লিপবাম বা পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করুন।
- সূর্য থেকে সুরক্ষা: এসপিএফ-৩০ বা তার বেশি মাত্রার সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন যা পানিরোধক এবং সূর্যের সব ধরণের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে সুরক্ষা দেয়। পাশাপাশি ছায়া বা রোদ-প্রতিরোধী পোশাক পরুন। ঘরের ভেতরে বা বাইরে কোথাও 'ট্যানিং' করবেন না।
- হিউমিডিফায়ার ব্যবহার: শুষ্ক ত্বকের জন্য আর্দ্রতা প্রয়োজন। ঘরে একটি হিউমিডিফায়ার ব্যবহার করে আপনি বাতাসের আর্দ্রতা বাড়াতে পারেন। আপনার হিটিং সিস্টেমে যদি এটি না থাকে, তবে বহনযোগ্য কোনো হিউমিডিফায়ার ব্যবহার করতে পারেন। ঘুমের সময় এটি বেডরুমে চালু রাখুন এবং ছত্রাক রোধ করতে নিয়মিত পরিষ্কার করুন।
- গ্লাভস বা দস্তানা পরুন: হাতের ত্বক

সাধারণত দ্রুত শুষ্ক হয়। বাসন মাজা, বাগান করা বা বারবার পানিতে কাজ করলে ত্বক আরও খারাপ হতে পারে। হাতের ত্বক ভেজা থেকে বাঁচাতে এবং শীতের ঠান্ডা ও শুষ্ক বাতাস থেকে রক্ষা করতে গ্লাভস ব্যবহার করুন।

- চিলেঢালা সূতির পোশাক: লেগিংস বা বডি-হাগিং জিপ্সের মতো টাইট পোশাক ত্বকের সাথে ঘর্ষণ তৈরি করে শুষ্কতাকে বাড়িয়ে দেয়। এছাড়া উল বা পলিয়েস্টার সরাসরি ত্বকের সংস্পর্শে এলে জ্বালাপোড়া হতে পারে। তাই চিলেঢালা সূতির পোশাক পরুন। যদি খসখসে কাপড়ের পোশাক পরতে হয়, তবে তার নিচে সূতি বা সিল্কের একটি স্তর রাখুন।

সতর্কতা: নিয়মিত যত্ন নেওয়ার পরও যদি আপনার ত্বকে অতিরিক্ত চুলকানি হয়, ত্বক ফেটে রক্তপাত ঘটে কিংবা কোনো ধরনের রেশ বা ইনফেকশন দেখা দেয়, তবে দেরি না করে দ্রুত একজন ডার্মাটোলোজিস্টের পরামর্শ নিন। অনেক সময় ত্বকের অতিরিক্ত শুষ্কতা অভ্যন্তরীণ কোনো স্বাস্থ্য সমস্যার সংকেতও হতে পারে।

তথ্যসূত্র: আমেরিকান একাডেমি অফ ডার্মাটোলজি অ্যাসোসিয়েশন।



শীতে ঘরে বসেই শরীরচর্চা সচল থাকার উপায়

দীর্ঘ সময় ঘরে থাকা বা প্রচণ্ড শীতের কারণে বাইরে বের হতে না পারলেও শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকা অত্যন্ত জরুরি। এর প্রধান কারণ হলো, শারীরিক নড়াচড়া শরীরের রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে, যা শীতকালীন বিভিন্ন সংক্রামক ব্যাধি থেকে সুরক্ষা দেয়। এছাড়া, ব্যায়ামের ফলে শরীর ভেতর থেকে উষ্ণ থাকে এবং মেটাবলিজম ঠিক থাকে। মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও এটি সমান গুরুত্বপূর্ণ; কারণ ঘরবন্দি অবস্থায় ব্যায়াম করলে মস্তিষ্ক থেকে আনন্দদায়ক হরমোন নিঃসৃত হয়, যা শীতকালীন বিষম্বতা বা একঘেয়েমি দূর করতে সাহায্য করে। সর্বোপরি, নিয়মিত অ্যাক্টিভিটি শরীরের জয়েন্টগুলোর নমনীয়তা বজায় রাখে এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, সুস্থ থাকার জন্য প্রাপ্তবয়স্কদের সপ্তাহে অন্তত ১৫০ মিনিট মাঝারি মানের বা ৭৫ মিনিট ভারী শারীরিক পরিশ্রম করা উচিত। ঘরে থাকার সময় ছোট ছোট লক্ষ্য নির্ধারণ করে এটি পূরণ করা সম্ভাব্যবিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার 'হেল্দিএটহোম' ক্যাম্পেইন অনুসারে, শীতে ঘরে বসে ব্যায়াম করার কার্যকর উপায়গুলো তুলে ধরা হলো:

- সংক্ষিপ্ত বিরতি ও হাটচালা: ঘরের ভেতরে দীর্ঘক্ষণ একনাগাড়ে বসে থাকবেন না। প্রতি ৩০ মিনিট পর পর অন্তত ৩-৫ মিনিট উঠে দাঁড়ান বা ঘরের মধ্যেই একটু হাটখাটি করুন। এটি পেশির সলভতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।
- সিঁড়ি ব্যবহার: আপনার যদি সিঁড়ি ব্যবহারের সুযোগ থাকে, তবে দিনে কয়েকবার ওঠা-নামা করুন। এটি একটি অত্যন্ত শক্তিশালী কার্ডিও ব্যায়াম যা শরীরের রক্ত সঞ্চালন বাড়ায়।
- বডি ওয়েট এক্সারসাইজ: কোনো যন্ত্র ছাড়াই নিজের শরীরের ওজন ব্যবহার করে পুশ-আপস, স্কোয়াটস এবং ল্যাঞ্চেস করুন। এগুলো পেশি মজবুত করতে এবং হাড়ের ঘনত্ব ঠিক

রাখতে সাহায্য করে।

- নাচ ও সংগীত: ঘরের ভেতর পছন্দের গান ছেড়ে নাচুন। এটি যেমন একটি চমৎকার এরোবিক ব্যায়াম, তেমনি দীর্ঘ শীতকালীন বিষম্বতা বা 'উইন্টার ব্লুজ' কাটাতেও সাহায্য করে। ঘরের এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দৌড়ানো বা দড়িলাফ হাটের কার্যক্ষমতা বাড়াতে এবং ক্যালরি পোড়াতে সাহায্য করে।

- অনলাইন ক্লাসে অংশগ্রহণ: বর্তমানে ইউটিউব বা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় অসংখ্য ফ্রি ফিটনেস ক্লাস পাওয়া যায়। ঘরবন্দি সময়ে এগুলো দেখে নতুন কোনো ওয়ার্কআউট রুটিন অনুসরণ করতে পারেন।

- মাসল স্ট্রেচিং ও ব্যালেন্স: ঘরে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বা যোগব্যায়ামের মাধ্যমে পেশি স্ট্রেচিং করুন। এটি জয়েন্টের ব্যথা উপশম করে এবং শরীরের ভারসাম্য উন্নত করে।

- মেডিটেশন ও ডিপ ব্রিদিং: শারীরিক কসরতের পাশাপাশি প্রতিদিন ১০-১৫ মিনিট গভীরভাবে শ্বাস নিন এবং ধ্যান করুন। এটি মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে।

যাদের শারীরিক অক্ষমতা বা সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তারা ঘরে সীমিত পরিসরে কিছু ব্যায়াম করতে পারেন। চেয়ারে বসে হাত-পা স্ট্রেচ করা, কাঁধ ঘোরানো এবং বসে থেকেই মার্চিং করার মতো ব্যায়াম রক্ত সঞ্চালন সচল রাখে। মেরুদণ্ড সোজা করে বসে ঘাড় ও কোমর আলতোভাবে ডানে-বামে ঘোরান। এটি পেশির জড়তা কাটাতে সাহায্য করে। হাতের শক্তি বাড়াতে পানির বোতল বা ছোট ডাম্বেল ব্যবহার করে বাইসেপ কার্ল বা শোভার প্রেস করতে পারেন। ফুসফুসের কার্যক্ষমতা বাড়াতে এবং মানসিক প্রশান্তির জন্য প্রাণায়াম বা গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম অত্যন্ত কার্যকর। মূলকথা, যতটুকু সম্ভব নিজের ছোটখাটো কাজ নিজে করায় চেষ্টা করুন, যা শরীরকে অলস হতে দেয় না।

ঘরবন্দি শিশুকে শীতে অ্যাক্টিভ রাখার কৌশল

তীব্র শীতে বা তুষারপাতের কারণে শিশুরা যখন বাইরে যেতে পারে না, তখন ঘরের ভেতর তাদের শারীরিকভাবে সক্রিয় এবং মানসিকভাবে চনমনে রাখা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তবে অভিভাবকরা চাইলে ঘরের চার দেওয়ালের মাঝেও শিশুদের জন্য আনন্দদায়ক ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব। এতে তাদের একঘেয়েমি দূর হয় এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। নিচে 'উইই কেয়ার পেডিয়াট্রিকস'-এর গাইডলাইন অবলম্বনে শিশুদের জন্য কিছু কার্যকর ইনডোর অ্যাক্টিভিটি তুলে ধরা হলো:

- এটি শারীরিক সমন্বয় ও রিলেক্স উন্নত করে।
- বোর্ড ও কার্ড গেম: সাপ-লুডু বা রামি কার্ডের মতো ক্লাসিক গেমগুলো খেলুন। সম্ভান চয়স করুক এবং নিয়ন্ত্রণ নিক: ২০ মিনিট থেকে ঘণ্টার খেলা। এটি তাদের কৌশলগত চিন্তা ও পারিবারিক বন্ধন মজবুত করতে সহায়তা করে।
- ঘরোয়া ফ্লে ভার্স: ১ কাপ কনস্টার্স, ২ কাপ বেকিং সোডা এবং ১২৫ মিলি পানি মিশিয়ে স্টোভে হালকা গরম করে কাদার মতো তৈরি করুন। ঠান্ডা হলে এটি দিয়ে বিভিন্ন মূর্তি বানান এবং শুকানোর পর রঙ করুন। এটি কল্পনাশক্তি বিকাশে দারুণ।
- ম্নো পেইন্টিং: বাইরে থেকে একটি প্লাস্টিক বিনে বরফ ভরে ঘরে আনুন। ফুড কালার মেশানো পানি ব্রাশ দিয়ে সেই বরফের ওপর আঁকুন। বরফ গলে যাওয়ার সাথে সাথে রঙের পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করা শিশুদের জন্য একটি চমৎকার সংবেদনশীল অভিজ্ঞতা।
- ধাঁধা ও ব্লক: জিগস পাজল বা লোগো সেট নিয়ে দীর্ঘমেয়াদী প্রজেক্ট শুরু করুন। ধাপে ধাপে সম্পূর্ণ করুন, বিরতি নিন। এটি

শিশুদের ধৈর্য এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতা শেখায়।

- বিজ্ঞান পরীক্ষা: ঘরে আটকে থাকা মানেই একঘেয়েমি নয়। সুরক্ষা চশমা পরে এবং চারপাশ পরিষ্কার রাখতে তোয়ালে বিছিয়ে শুরু করতে পারেন দারুণ সব বিজ্ঞান পরীক্ষা। অ্যাক্সোকাডের বীজ থেকে চারা গাছ জন্মানো, বেকিং সোডা ও ভিনেগার মিশিয়ে ঘরের ভেতর আগ্নেয়গিরির লাভার প্রবাহ তৈরি করা, কিংবা গ্লাসে বিভিন্ন স্তরে পানি ভরে তা থেকে তৈরি হওয়া সুর শোনা-সবই হতে পারে দারুণ রোমাঞ্চকর। এছাড়া আপনি তৈরি করতে পারেন 'এলিফ্যান্ট টুথপেস্ট' কিংবা মেতে উঠতে পারেন সেরা কাগজের বিমান বানানোর প্রতিযোগিতায়। এসব ছোট পরীক্ষা শিশুদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক কৌতূহল ও যুক্তিবাদী চিন্তা উদ্দীপ্ত করে।

- বেকিং ও রান্না: কুকিজ বা কেকের ডো তৈরির সময় শিশুকে সাহায্য করতে দিন। ওভেনে কীভাবে তরল মিশ্রণ ফুলে শক্ত পিঠায় রূপান্তরিত হয়, তা তাদের কাছে এক জাদুকরী রসায়ন। এটি দায়িত্ববোধ ও মাপজোখ (গণিত) শেখার হাতেখড়ি।
- ইনডোর গার্ডেনিং: জানালার ধারে ছোট টবে বীজ বা চারা গাছ লাগান। প্রতিদিন পানি দেওয়া এবং গাছের বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করা শিশুকে ধৈর্য ও প্রকৃতির প্রতি দায়িত্বশীল হতে শেখায়।

- বই পড়ার আসর: অ্যাডভেঞ্চারধর্মী বই বেছে নিন এবং পর্যায়ক্রমে (টার্ন নিয়ে) উচ্চস্বরে পড়ুন। গল্পের চরিত্র নিয়ে আলোচনা করুন, যা তাদের শব্দভাণ্ডার এবং সংবেদনশীলতা বাড়াতে সাহায্য করবে।

- কাগজের ম্নো-বল ফাইট: পুরানো খবরের কাগজ কুঁচকে বল তৈরি করে ঘরে

কৃত্রিম তুষার যুদ্ধ শুরু করুন। এটি শিশুদের শরীরের বাড়তি এনার্জি খরচ করার একটি নিরাপদ ও মজার উপায়।

- নিজস্ব স্লোমোব: একটি কাঁচের জারে ছোট খেলনা আঠা দিয়ে লাগিয়ে তাতে স্লিটার, গ্লিসারিন ও পানি ভরুন। সীল করে ঝাঁকিয়ে নিলেই তৈরি আপনার শিশুর নিজস্ব তুষারপাত!

- ভার্চুয়াল স্পোর্টস বা ড্রেজার হান্ট: ঘরের মধ্যে ছোট কোনো খেলনা লুকিয়ে রেখে তাকে খুঁজে বের করতে বলুন। ছোট ছোট সংকেত দিয়ে তাকে পুরো ঘরজুড়ে ছোটাছুটি করান। প্রিয় কোনো ছড়া বা গান চালিয়ে শিশুকে নাচতে উৎসাহিত করুন। এটি যেমন আনন্দদায়ক, তেমনি ভালো ব্যায়াম।

পরিশেষে বলা যায়, বাইরের হাড়কাঁপানো ঠান্ডা আর বরফ আমাদের স্বাভাবিক চলাফেরায় বাধা দিলেও, সচেতন থাকলে ঘরের ভেতর থেকেই আমরা নিজেদের সুস্থ ও প্রাণবন্ত রাখতে পারি। সঠিক নিয়মে ত্বকের যত্ন নেওয়া, নিয়মিত ইনডোর ব্যায়ামের মাধ্যমে শরীরকে সচল রাখা এবং সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে শিশুদের ব্যস্ত রাখা—এই তিনটি বিষয়ের সঠিক সমন্বয়ই পারে আপনার পরিবারকে শীতকালীন জড়তা ও রোগব্যাধি থেকে দূরে রাখতে।

মনে রাখবেন, শীতের এই সময়টা শুধু ঘরে বসে থাকার নয়, বরং নিজের ও পরিবারের স্বাস্থ্যের প্রতি বাড়তি নজর দেওয়ার এক সুবর্ণ সুযোগ। উপরে আলোচিত বিশেষজ্ঞ পরামর্শগুলো মেনে চলে এই শীতকে উপভোগ করুন নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে। আপনার সামান্য সচেতনতাই পারে একটি তুষারশুভ্র শীতকালকে আনন্দময় ও উৎসবমুখর করে তুলতে।



ঘাস বৃত্তান্ত

সাকিব জামাল

আমি ঘাস। ছোট বড় ঘাস।
আমায়, ছাগলে খায়।
গরুতে খায়...
মাঝেমধ্যে দুষ্ট নেতারাও খায়!

আমি ঘাস।
ছোট বড় ঘাস। তবে,
ইচ্ছে আছে, পরজনমে- ভীমরুন্ড হবো!
ছাগল কামড়াবো।
গরু কামড়াবো।
সুযোগ পেলে-
সবার সাথেই শোধবোধ মেটাবো!

সন্ধার গাছে গাছে তারার ঝিলিক

স্বপ্ন কুমার

বাদুড়ও ঝুলে থাকে চাঁদ ঝুলে আছে
সন্ধার গাছে গাছে তারার ঝিলিক
পাখি নয় কোনোকালে মাছেরাই ডুবে থাকে
জলের অতল
কে টানে কাছে কারে -কে সরে যায় দূরে
কে বা লিখে রাখে হিসেব এমন খাতায়
বিকেল গড়িয়ে হাটে
ছায়া নিয়ে রোদ চলে যায়
বনে বনে বসে মেলা আর জোনাকি—
আঁধার কেটে কেটে জমা করে
আঁধারের স্তূপ
খড়কুটো উড়ে যায় লাজুক বাতাস হায়
এত নিশ্চূপ
করেনা শিকার
কি এমন রূপ আছে কোনদিনও পরেনি
চোখে কারো
কারো বুকে তুলেনি সে একটুও ঢেউ
ঢেউ উঠেঁ তবু দেখি বিকেলের মাঠে মাঠে
খেলা করা শিশুদের চূলে...

জিরাক্ষের চোখে জমে থাকা নীরবতা

মাসুম আহমদ

জিরাক্ষের গলার মতো লম্বা সময়
স্যান্টরত সৈনিকের ধ্যান হয়ে
উত্তর না জানা প্রশ্নচিহ্ন নিয়ে যখন
আমার চোখের সামনে দাঁড়ায়,
তখন হাত দিয়ে আকাশ ছুঁয়ে দেখার স্বপ্ন
যেসব শব্দ লুকিয়ে যায়,
সেসব শব্দ
আমার জিহ্বায় পড়ার সাপেসাথেই গলে যায়,
অর্থহীন অথচ গভীর একটা অনুভূতি
আমাকে তখন গিলে ফেলে।

মেঝেতে ছায়া আঁকতে বসে দেখি
দেয়ালে ভাসছে
জিরাক্ষের চোখে জমে থাকা
অদ্ভুত সেই নীরবতা,
আমার জিহ্বা তখন শুধু স্বাদ নেয়
নামহীন ভাবনা এবং
ভাবনাহীন প্রশ্নবোধক চিহ্নের,
যেগুলো ছুঁতে গেলেই
নিমিষেই অদৃশ্য হয়ে যায়।

জিহ্বায় গলে যাওয়া নীরবতা এবং
জিরাক্ষের চোখে জমে থাকা সময়কে
পাশে নিয়ে চেয়ে থাকি
প্রশ্নচিহ্নের স্বাদে অদৃশ্য হওয়া আকাশের দিকে।

পাতারা রঙ বদলাচ্ছে, বাতাসে কুচি হিম। ঐ যে মেয়েটা ছোট্ট দুই হাত অবিরাম ঘষে ওম খোঁজে, তার টিমটিমে শরীরে একফালি কাপড়, কোনো এক সময় রাজার দুলালীর টি-শার্ট ছিল। এখন আশ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে ক্ষয়ে যাওয়া সুতোর গিঁটে মেয়েটার শীর্ণ শরীরের তাপটুকু বেঁধে রাখতে। বখে যাওয়া বাতাসের সাথে পেরে উঠছে না সে। ক’বছর আগেও টি-শার্টটা আয়না ঢাকা কাবার্ডের মখমলে মোড়া হ্যাংগারে দোল খেতো, বাতাসে ছড়িয়ে থাকতো মিষ্টি গন্ধ। না কোনো ফুলের গন্ধ নয়, কখনো স্ট্রোবেরি, কখনো বা অরেঞ্জ। মাঝে মাঝে কাবার্ডে এলাচ এলাচ গন্ধ ও পেতো। প্রথম কিছুদিন ওর খুব কদর ছিল। মিষ্টি রোদ গায়ে মেখে পার্কে, বি’চে কন্ড ঘুরে বেড়িয়েছে। শুনেছে সুখ কারো কারো কপালে সয়না। তার ও সহিলো না। কয়দিন পর ঝুপ করে ঠাণ্ডা নামলো, আর কাবার্ডের মাঝ থেকে সরে এক কোণে ওর জায়গা হলো। দূর থেকে তাকিয়ে দেখতো বাহারী শীতের পোশাক। পার্পেল রঙের চমৎকার কাটের কোটটার কলারে গঁেথে থাকা নাক উঁচু মুক্তোটার ভাব দেখে গা জ্বলে যেত। শীতের পোশাক গুলোর টিপটপ সাজগোজ দেখে মাঝেমাঝে নিজকে খুব ছোট মনে হতো। খুব নিঃসঙ্গ ছিলো সে দিনগুলো। অবহেলার তীক্ষ্ণ সঁুঁচের খোঁচা খেয়েই কাটতো রাত দিন।এমনই এক শীতের সকালে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়েছিলো সে।

হঠাৎ গোলাপি গালের মিষ্টি মেয়েটা ওকে টেনে তুলে হাতে নিল। আহ কতদিন পর ওর স্পর্শ পেল, আবেগে মনটা ভিজে উঠতে না উঠতেই ওকে ছুঁড়ে ফেলা হলো কুচকুচে কালো ব্যাগে। চারদিকে অন্ধকার, আরো নানান আকারের কাপড়ের ভেতর ও গুচিসুচি মেরে পড়ে রইলো। পাশেই একটা কাপড় নাকি সুরে বিলাপ জুড়েছে। টি-শার্টটা

মাঝে মাঝে মনটা খাঁ খাঁ করে

অমিত মামুন

মাঝে মাঝে মায়ের জন্য মনটা খাঁ খাঁ করে।
সুই, কার্চি, চাকুর কাছে মায়ের সাবলীল আত্মসমর্পণ ছাড়াও-ডায়ালাইসিস মেশিনে প্রবল রক্ত জমাট বেঁধে
রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায়
মায়ের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস প্রায় অচল হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। সেই দৃশ্যের ব্যক্তি ঘূর্ণায়মান শ্রোতের মতো
শরীরের অভ্যন্তরে যাত্রা করে সবকিছু ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চায়।

মাঝে মাঝে মায়ের জন্য মনটা খাঁ খাঁ করে।
ঢাকা শহরের ইট-পাথরের দেয়ালগুলো মাকে উৎকর্ষিত করে তোলে; গ্রামে বিল থেকে ধরে আনা মাগুর মাছের ঝোল আর আত্মীয়স্বজনের নিকটতার অভাব মায়ের অসহায়ত্বকে আরও বাড়িয়ে তুলে। মায়ের অনুভবে শুধু খেলা করে চিকিৎসার ব্যয়বহুল ভাবনায়া।

মাঝে মাঝে মায়ের জন্য মনটা খাঁ খাঁ করে।
তবু মায়ের কোলের কাছে সার্বক্ষণিক থাকা হয়ে ওঠে না।
দূর শহরে আমার বসবাস, দীর্ঘ অপেক্ষা পর বাবা হবো তাই এই সতর্ক অবস্থান।
শুনেছি, আমার জন্মের সময় নাড়ি ছিঁড়ে বেড়িয়ে পড়েছিলাম রক্তাক্ত মাকে মরণাপন্ন অবস্থায় রেখে, আজকের মতো...
মায়ের জন্য মাঝে মাঝে মনটা খুব খাঁ খাঁ করে।

ভুল ঠিকানা

সফিউল্লাহ আনসারী

ভুল ঠিকানায় নির্ভুল মানুষের খোঁজে
খুঁজতে খুঁজতে ক্ষয়ে যায়
বিশ্বাসের মানচিত্র;
এক জীবনের হিসেবের খাতা
শেষমেশ খুললে ভেতরে শুধু শূন্যের স্বাক্ষর
এক কপালে ঝুলে থাকে
ভুল জীবন নামের এক নিরব তকমা
ভুলের শব্দচয়নে লেখা তথ্যে
আমাকেই প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করানো হয়
যেখানে শুধুই ভুল আর ভুল...!

হিম পবনের রাত

বশির আহমেদ

তোমার মন একটি প্রত্নতত্ত্ব, তাই-
মাটির মতো খুঁড়ে খুঁড়ে আবিষ্কার করি চিস্তার কোলাজ!
তোমার চোখে একদিন রোদ ফুল দেখেছিলাম,
ঠোঁটের কারুকাজে মদিরার মানচিত্র।
তোমার হাত তোমার পা, তোমার মসৃণ শরীরের
মোহনীয় ঘ্রাণে আমি বাতিক হয়েছিলাম।
মেডুসার গল্লের মতো জটিল ভেতরের রহস্য,তুমি রহস্যময়ী।
তোমার টলটলে কখন রুন্মান রসের মতো,
আমি নির্বুদ্ধিতার পরিচয় রেখে যাই পথে পথে।
নিঃশ্বাসের চাদরে গুজি লজ্জামুখ,
আত্মদহনে কেটে যায় হিম পবনের রাত
আমি নিজেই নিজেকে সংজ্ঞায়িত করি,
আমি এক ব্যর্থ প্রেমিক!



হিম পবনের রাত

বশির আহমেদ

তোমার মন একটি প্রত্নতত্ত্ব, তাই-
মাটির মতো খুঁড়ে খুঁড়ে আবিষ্কার করি চিস্তার কোলাজ!
তোমার চোখে একদিন রোদ ফুল দেখেছিলাম,
ঠোঁটের কারুকাজে মদিরার মানচিত্র।
তোমার হাত তোমার পা, তোমার মসৃণ শরীরের
মোহনীয় ঘ্রাণে আমি বাতিক হয়েছিলাম।
মেডুসার গল্লের মতো জটিল ভেতরের রহস্য,তুমি রহস্যময়ী।
তোমার টলটলে কখন রুন্মান রসের মতো,
আমি নির্বুদ্ধিতার পরিচয় রেখে যাই পথে পথে।
নিঃশ্বাসের চাদরে গুজি লজ্জামুখ,
আত্মদহনে কেটে যায় হিম পবনের রাত
আমি নিজেই নিজেকে সংজ্ঞায়িত করি,
আমি এক ব্যর্থ প্রেমিক!

একমুঠো সুখ

রকিবুল ইসলাম

সেদিন নিশ্চুতি ক্ষণে,
হৃদয় দুয়ার খুলে
বসেছিন্ একা উদাস মনে,
চেষ্টেছিন্ শুধু “একমুঠো সুখ!”

পাওনি তবু শুনতে,
নিশি জাগা ভোরে
ডেকেছি কত আবেগ আহ্বাদে,
চেষ্টেছিন্ শুধু “একমুঠো সুখ!”

উপহাস, অবহেলা ভুলে,
আশায় বুক বেঁধে
বাঁচতে ভ্রমে নতুন করে,
চেষ্টেছিন্ শুধু “একমুঠো সুখ!”

হেসেছিন্ যত ভাবে,
কঁদেছিন্ চের তবে
সেটা মোর নিয়তির খেয়ালে,
চেষ্টেছিন্ শুধু “একমুঠো সুখ!”

সুখ সুখ করে,
গেলাম শুধু বিলাপ করে
আসেনি সে আপনার হয়ে,
চেষ্টেছিন্ শুধু “একমুঠো সুখ!”



এক মুঠো রোদ্দুর ও একটি টি-শার্ট

কাজী রাহুন্না নূর

বুঝতে পারছিল ওদের গাড়ি করে কোথাও নেয়া হচ্ছে।

সেই শুরু! এরপর যে কত কত গাড়ি আর জাহাজে চড়ে কত শত হাত গলে কত কত দেশ ঘুরে বেড়ালো। একদিন সে এসে পৌঁছুলো এক অদ্ভুত দেশে। এ দেশের বাতাস শূঁকতেই বুকের ভেতরটায় একটা টান অনুভব করলো। এখন তার পড়ন্ত বেলা, শরীরের এখানে সেখানে বয়সের হলদেটে ছাপ। দিনের বেশিটা সময় ঘুমিয়েই

কাটে। কিন্তু এই নতুন দেশের মাটিতে নামার সাথে সাথে শরীরে এক রকম জোর পাচ্ছে যেন। দুদিন পর জানতে পারলো এ দেশটির নাম বাংলাদেশ- এ যে তার জন্মভূমি। আহা! শেকড়ের টান বুঝি একেই বলে।

এর ক’মাস পর, পূবে সূর্য সবে উঠি উঠি করছে, সে পড়েছিল এক গাদা ময়লা কাপড়ের বাক্সে। হঠাৎ খসখস শব্দে ঘুম ভাঙে। একটা কালচে হাত তাকে তুলে নিয়ে

নেড়েচেড়ে দেখলো, এরপর ওর গায়ে হাত বুলিয়ে, হাত দুটো ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলো। আহা মায়ের ভালোবাসা বুঝি এমনই হয়। সে মায়াবতি মা’কে সবাই মমতাজের মা বলে ডাকে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাজ করে সন্ধ্যায় ঘরে ফেরে। সেদিন ও কাজেই যাচ্ছিল, ভাগ্যগুণে তাকে দেখতে পেয়ে তুলে নিয়েছিল। শেষ বাড়ির কাজ শেষ করে বেগম সাহেবের অনুমতি নিয়ে মমতাজের মা ওকে খুশবু মাখা সাবান দিয়ে সুন্দর করে নিজ হাতে গোসল করিয়ে দিয়েছিল। তার সারাটা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছিল ভালোবাসা আর মায়া।

শেষ করে গোসল করেছিলো মনে নেই। আর সেই গোসল মানে তো এত বড় মেশিনে একগাদা দুর্গন্ধ যুক্ত কাপড়ের সাথে ডিগবাজি আর একগাদা নোংরা পানিতে নাকানি- চুবানি। প্রতিবার ধোয়া শেষে সে অসুস্থ হয়ে পড়তো। অথচ সেদিন মমতাজের মায়ের হাতের জাদুতে সে ঘুমিয়েই পড়েছিল। ঘুম ভাঙতেই দেখলো ও একটা ছোট্ট মেয়ের শরীরে ঝুলছে। সেই থেকে তার নতুন জীবনের শুরু। ছোট্ট মমতাজ তাকে কখনো একা রেখে কোথাও যায় না। ওকে নিয়ে সে কত কি যে খেলে, মাঝেমাঝে মেয়েটা দুষ্টমিতে মেতে ওঠে, সে ও সঙ্গ দেয়। অথচ আজ ছোট্ট মমতাজ ঠাণ্ডায় ধরধর করে কাঁপছে আর তার দুমড়ে যাওয়া বুড়ো শরীর বাচ্চাটাকে এক টুকরো ওম দিতে পারছে না। কষ্টে তার মরে যেতে ইচ্ছে করছে। মেঘলা আকাশটার দিকে তাকিয়ে ও খনখনে গলায় চোঁচিয়ে উঠলো -

"সূর্য দেব! এক মুঠো রোদ্দুর দাও, মেয়েটার গায়ে মাখিয়ে বাকিটা জীবন শুধু তোমার বন্দনা করবো। দয়া করো প্রভু! চাই এক ছটাক ওম!"

তার হাহাকার বাতাসের দেয়ালকে ছোঁবল দিয়ে তার কাছেই ফিরে এলো।
সূর্য ঘুমিয়ে আছে।

মাইকেল জ্যাকসনের বায়োপিক



‘মাইকেল’ লুকে সামনে এলেন জাফর

কিং অব পপ মাইকেল জ্যাকসনের জীবন নিয়ে নির্মিত বহুল প্রতীক্ষিত বায়োপিক ‘মাইকেল’ এর নতুন পোস্টার প্রকাশ পেয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশ হওয়া পোস্টার মুহূর্তেই সামাজিক মাধ্যমে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। পোস্টারটি মাইকেল জ্যাকসনের কালজয়ী গান ‘বিট ইট’ এর মিউজিক ভিডিও থেকে নেওয়া আইকনিক লুক থেকে।

এই সিনেমায় মাইকেল জ্যাকসনের চরিত্রে অভিনয় করছেন তাঁর ভাইপো জাফর জ্যাকসন। পোস্টারে জাফরের উপস্থিতি দেখে অনেক ভক্তই বিস্মিত। ঢুলের ষ্টাইল, পোশাক, দৃষ্টি ও শরীরী ভাষায় যেন ছব্ব মাইকেল জ্যাকসন। এই নিখুঁত রূপান্তর মাইকেলভক্তদের মধ্যে নতুন করে আবেগের জোয়ার তুলেছে।

বিশ্বসংগীতের ইতিহাসে মাইকেল জ্যাকসন শুধুই একজন গায়ক নন। তিনি একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নাম। গানের সঙ্গে অভিনব নৃত্যভঙ্গি, মধেঃ অনন্য পারফরম্যান্স, ফ্যাশনে সাহসী পরীক্ষানিরীক্ষা এবং ব্যক্তিগত জীবনের আলোচিত নানা অধ্যায় তাকে পরিণত করেছিল বৈশ্বিক সংস্কৃতির অন্যতম শক্তিশালী আইকনে।

‘থ্রিলার’, ‘বিলি জিন’, ‘বিট ইট’, ‘স্মুথ ক্রিমিনাল’— এমন অসংখ্য গান আজও সংগীতপ্রেমীদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল। ২০০৯ সালে মাত্র ৫০ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হলেও তাঁর প্রভাব আজও অম্লান।

‘মাইকেল’ সিনেমাটি পরিচালনা করছেন অ্যান্টনি ফুকো। নির্মাতাদের ভাষা অনুযায়ী, এই বায়োপিকে মাইকেল জ্যাকসনের জীবনের নানা অজানা অধ্যায়

তুলে ধরা হবে। শৈশবের কঠোর অনুশীলন, জ্যাকসন ফাইভ থেকে একক শিল্পী হিসেবে উত্থান, বিশ্বজয়ী সাফল্য, সৃজনশীল উৎকর্ষের শীর্ষে পৌঁছানো। সবকিছুর পাশাপাশি তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রাম ও মানসিক চিন্তাপোড়নেও গুরুত্বের সঙ্গে দেখানো হবে।

লায়নসগেট প্রযোজিত এই সিনেমার টিজার প্রকাশ পায় গত নভেম্বরে। প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে, ছবিটি কেবল একজন তারকার গল্প নয়; বরং একজন শিল্পীর শিল্পী হয়ে ওঠার যাত্রার জীবন্ত দলিল। কিংবদন্তি এই শিল্পীর জীবন ও সংগীতের উত্তরাধিকার নতুন প্রজন্মের দর্শকের কাছে নতুন করে তুলে ধরতেই বড় পর্দায় আসছে এই বায়োপিক। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী ২৪ এপ্রিল বিশ্বব্যাপী মুক্তি পাবে ‘মাইকেল’।

বিনোদন ডেস্ক

জেলে যাওয়ার পর প্রেম ভেঙেছে ফারিয়ার

২০২৫ সালের ১৮ মে। গানের ভিডিওর শুটিংয়ের জন্য সেদিন থাইল্যান্ড যাচ্ছিলেন নুসরাত ফারিয়া। সময়মতো বিমানবন্দরে পৌঁছান। কিন্তু ফারিয়া জানতেন না, তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল অন্য কিছু। বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট থেকে তাকে আটক করে পুলিশ। পরে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময়ের একটি হত্যাচেষ্টা মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

১৯ মে ফারিয়ার জামিন নামঞ্জুর হলে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় মহিলা কারাগারে পাঠানো হয় তাঁকে। পরদিন ২০ মে জামিন হয় নুসরাত ফারিয়ার। জেল থেকে ফিরে এসে মানসিক অবসাদে ভোগার কথাও জানিয়েছিলেন তিনি। তবে সেই অবস্থা দ্রুত কাটিয়ে ওঠেন। এত দিন গ্রেপ্তার ও জেলের অভিজ্ঞতা নিয়ে মুখ খোলেননি ফারিয়া। সম্প্রতি মাছরাঙা টেলিভিশনের এক পডকাস্টে সেই অভিজ্ঞতা জানানো তিনি।

ফারিয়া জানান, মামলার বিষয়টি অত গুরুত্ব দেননি সে সময়। কারণ, জুলাই অভ্যুত্থানের সময় তিনি ছিলেন কানাডায়। ফারিয়া বলেন, ‘আমি শুনেছিলাম আমার নামে একটা মামলা হয়েছে। কিন্তু আমি যেহেতু সে সময় দেশে ছিলাম না, তাই এটা নিয়ে সিরিয়াস ছিলাম না। সেদিন থাইল্যান্ডে যাচ্ছিলাম আমার গানের শুটিংয়ে। এয়ারপোর্টে যাওয়ার আগেও ভাবিনি, এ রকম কিছু হতে পারে। ইমিগ্রেশন শেষ করে লাউঞ্জে বসে আলাু ভার্জি আর রুটি খাচ্ছিলাম। এরপর কী হয়ে গেল বুঝতে পারছিলাম না। তাৎক্ষণিক আমার মা ও শিক্ষককে ফোন করি। আটকের পর আমাকে অনেক প্রশ্ন করা হয়। একসময় তাঁরা বুঝতে পারেন, আমি এর সঙ্গে জড়িত নই। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। পরদিন সকালে প্রথমবারের মতো আমি এজলাসে দাঁড়াই; যেটা এত দিন শুধু সিনেমায় দেখে এসেছি।’

জেলে থাকার সময়ের অভিজ্ঞতা জানিয়ে ফারিয়া বলেন, ‘জেলার থেকে শুরু করে সেখানকার সবাই এত সহানুভূতি ও ভালোবাসার সঙ্গে ব্যবহার করেছে, যেটা ভাবতে পারিনি। সবাই আমাকে যথেষ্ট সম্মান দিয়েছে। প্রায় ৪৮ ঘণ্টা না খেয়েই ছিলাম। আমি দেখেছি, মানুষজন আমাকে লতি দিয়ে ভাত খাইয়ে দিচ্ছে, সকালে দেখেছি রুটি ছিঁড়ে মিষ্টিকুমড়া দিয়ে খাইয়ে দিচ্ছে। আমার যতটুকু মনে আছে, আমার চোখ দিয়ে অনবরত পানি ঝরছে, আর ওরা আমাকে খাইয়ে দিচ্ছে। তাদের আমি চিনিও না। জীবনে আর কখনো তাদের সঙ্গে দেখা হবে কি না, তা-ও জানি না।’



দণ্ডিত যৌন অপরাধী জেফ্রি এপস্টেইনকে কোনো অনুষ্ঠানে ‘হারি পটার’ ব্রষ্টা জেকে রাউলিং আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন—এমন অভিযোগকে ‘একেবারেই হাস্যকর’ বলে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করেছেন তিনি।

এডিনবরাভিত্তিক এ লেখক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে বলেন, আমি বা আমার দলের কেউ কখনোই জেফ্রি এপস্টেইনের সঙ্গে দেখা করেনি, যোগাযোগ করেনি বা তাকে কোনো অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানায়নি।

মুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ (ডিওজে) সম্প্রতি এপস্টেইন সংক্রান্ত বিপুল পরিমাণ নথি প্রকাশ করার পর এ আলোচনা নতুন করে শুরু হয়। প্রকাশিত নথিতে প্রায় ৩০ লাখ পৃষ্ঠা, এক লাখ ৮০ হাজার ছবি এবং ২ হাজার ভিডিও রয়েছে। এসব নথিতে প্রিন্স অ্যান্ড্রু, বিল গেটস ও ডোনাল্ড ট্রাম্পসহ বহু প্রভাবশালী ব্যক্তির নাম এসেছে।

জেফ্রি রাউলিংয়ের নামও নথিতে পাওয়া গেলেও, সেখানে এপস্টেইনের সঙ্গে তার কোনো সরাসরি যোগাযোগের প্রমাণ নেই। বরং ২০১৬ সালের মে মাসে এক অজ্ঞাত ব্যক্তি (যার পরিচয় গোপন রাখা হয়েছে) এপস্টেইনকে ই-মেইল করে রাউলিংয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেছিলেন। তবে এ বিষয়ে কোনো অগ্রগতি বা যোগাযোগের প্রমাণ নথিতে নেই।

নথি থেকে আরও জানা যায়, ২০১৮ সালের এপ্রিলে ব্রডওয়েতে ‘হারি পটার অ্যান্ড দ্য কার্সড চাইল্ড’-এর প্রিমিয়ারে এপস্টেইন উপস্থিত থাকতে চেয়েছিলেন। উদ্বোধনের দুই দিন আগে তার জনসংযোগ প্রতিনিধি পেগি সিগাল থিয়েটার প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান প্লেগ্ৰাউন্ড এন্টারটেইনমেন্টের প্রধান কলিন ক্যালোভারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনি একজন ‘খুব গুরুত্বপূর্ণ বন্ধু’-এর জন্য টিকিট বা প্রবেশের অনুরোধ জানান, তবে প্রথমে ওই ব্যক্তির পরিচয় প্রকাশ করেননি। কলিন ক্যালোভার সেই অনুরোধে সম্মতি দিলেও, নথিতে কোথাও জেকে রাউলিংয়ের সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

সব মিলিয়ে, প্রকাশিত নথিতে রাউলিং ও এপস্টেইনের মধ্যে কোনো সম্পর্ক বা যোগাযোগের সত্যতা মেলে না—এটাই স্পষ্ট করেছে সংশ্লিষ্ট তথ্য। বিনোদন ডেস্ক

‘শিল্পীর নিজে সম্মানটা নিতে পারলে খুশি হন, বাচ্চু দুর্ভাগা তাই পায়নি’

তারকাদের মধ্যে একুশে পদক পাচ্ছেন আইয়ুব বাচ্চু-ববিতা

প্রয়াত ব্যান্ডশিল্পী আইয়ুব বাচ্চুকে ২০২৬ সালে একুশে পদক দিচ্ছে সরকার। খবরটি শুনে আবেগতড়িত হয়ে পড়েন আইয়ুব বাচ্চুর স্ত্রী ফেরদৌস আক্তার চন্দনা।

বৃহস্পতিবার ফেরদৌস আক্তার বলেন, ‘খবরটা শুনে খুশি হলাম। বাচ্চু থাকলে বেশি খুশি হতো। পুরস্কারটা নিজে হাতে নিতে পারলে খুশি হতো। বাচ্চুর সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষের ভালোবাসা আছে। দেরিতে হলেও পেয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ।’

২০১৮ সালের ১৮ অক্টোবর মারা গেছেন আইয়ুব বাচ্চু। তাঁর মৃত্যুর পর আইয়ুব বাচ্চু ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম শুরু হয় ২০২০ সালে। ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্বে থাকা ফেরদৌস আক্তার বলেন, ‘সবার দোয়া চাই। আমরা তার রেখে যাওয়া কাজ যেন শেষ করতে পারি।’ আইয়ুব বাচ্চুর নাম জড়িয়ে থাকা ব্যান্ড এলআরবিও তাকে স্মরণ করেছে। এক ফেসবুক পোস্টে ব্যান্ডটি লিখেছে, ‘এটি শুধু একজন শিল্পীর সম্মাননা নয়, এটি বাংলা সংগীতের প্রতি তাঁর আজীবন সাধনা, সত্যতা ও সাহসী সৃজনশীলতার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি।’

‘গিটার হাতে তিনি যে ভাষায় গান করেছেন, তা প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করেছে। প্রেম, প্রতিবাদ, স্বপ্ন আর জীবনের গল্প তিনি সুরে সুরে বলে গেছেন অক্লান্তভাবে।’

এলআরবির ভাষা, ‘আইয়ুব বাচ্চু আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু তাঁর গান আমাদের রক্তে, আমাদের স্মৃতিতে, আমাদের চলার পথে বেঁচে থাকবে চিরকাল। একুশে পদক সেই চিরজীবী সুরেরই প্রাপ্য সম্মান।’

এ বছর আইয়ুব বাচ্চুসহ দেশের ৯ বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ১টি প্রতিষ্ঠানকে ২০২৬ সালের একুশে পদকের জন্য মনোনীত করেছে সরকার। বাকিরা হলেন ববিতা, অধ্যাপক আবদুস সাত্তার, মেরিনা তাবাস্তম, ইসলাম উদ্দিন পালাকার, সাংবাদিক শফিক রেহমান, অধ্যাপক মাহবুবুল আলম মজুমদার, তেজস হালদার যশ ও অর্থী আহমেদ। আর প্রতিষ্ঠানটি—ওয়ারফেজ। বিনোদন ডেস্ক



প্রয়াত আইয়ুব বাচ্চুর সঙ্গে স্ত্রী ফেরদৌস আক্তার



এবারের একুশে পদক পাচ্ছেন কিংবদন্তী অভিনেত্রী ববিতা। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় একটি গণমাধ্যমকে এই অভিনেত্রী বললেন, ‘এটা শুনে ভালো লাগলো।’

এদিকে বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক শেষে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম একুশে পদক প্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করেন।

এ বিষয়ে ববিতা জানান, একুশে পদকপ্রাপ্তির খবর এখানো তিনি পাননি, বা প্রজ্ঞাপনও তার চোখে পড়েনি। তবে তিনি বলেন, ‘অফিশিয়াল চিঠিটি পেয়ে নিই, তারপর একুশে পদক পেয়ে



GOLDEN AGE HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় **PCA HOME CARE** সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা **HHA/PCA** সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে **HOME CARE** সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সম্বন্ধে সেবা প্রদান করবো

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: **718-775-7852**
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com



Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

JACKSON HTS OFFICE

71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE

3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE

170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE

516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

Parkchester + Medical

PARKCHESTER MEDICAL

TEL: 718-828-6610 1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472

WE WELCOME WALK INS



পার্কচেস্টার মেডিক্যাল

INTERNAL
MEDICINE

ASTHMA
DIABETES
CENTER

CARDIOLOGY

PHYSICAL
THERAPY

UROLOGY

GYNECOLOGY

PODIATRY

GASTRO-
ENTEROLOGY

ORTHO-
PEDICS

HEALTH CARE
FOR THE
ENTIRE FAMILY

WE ARE OPEN:

MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM	TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM	SATURDAY 9:00AM-3:00PM
------------------------------------	---	---------------------------

**WE ACCEPT ALL
MEDICAID / MEDICARE
MOST INSURANCES
ACCEPTED INCLUDING
WORKERS COMP.
NO-FAULT, SLIP AND FALL.**



আমরা বাংলায় কথা বলি

শারীরিক অভ্যন্তরীণ সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়াবেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র

মেডিক্যাল সময়সূচি:

সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা

মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা

শনিবার
সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা

**আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও
মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপূরণ
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া**



Community Development for Asian American (CDAA)

একটি স্বাস্থ্য সামাজিক ব্যপস্থাপনা সংস্থা

যাঁরা আপনার ডায়াল কথা বলে এবং আপনার অধিকারের জন্য কথা বলে

আমাদের সেবা সমূহ-

- আর্থিক অনুদান গ্রহণে সহায়তা
- বাসস্থান ও বাড়ি ভাড়া প্রাপ্তিতে সহায়তা
- কর্মসংস্থান ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- ফুডস্ট্যাম্প ও পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী গ্রহণে সহায়তা
- যাতায়াত ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা

এছাড়া যে কোন শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ।

Tel: +1(866) 367-3232 Email: info@cdaany.org



ABRAMS LAW GROUP আব্রামস আইন গ্রুপ



INJURED? WE CAN HELP!!

FREE
Accident
Consultation



Have you or a loved one been injured by a carelessly driven vehicle or 18-wheeler or by another's irresponsible conduct?

Let us protect your rights and recover the full amount due from the insurance companies and responsible parties.

ATTORNEY AT LAW

MELANIE ABRAMS, ESQ.

RECOVERED MILLIONS FOR OUR CLIENTS.

GET HELP TODAY! 718-997-9797

WE ALSO HANDLE

- ✓ CAR ACCIDENTS | গাড়ি দুর্ঘটনা
- ✓ TRUCK ACCIDENTS | ট্রাক দুর্ঘটনা
- ✓ TRIP AND FALL | ট্রিপ এবং পতন
- ✓ UBER/LYFT ACCIDENT | UBER/LYFT দুর্ঘটনা
- ✓ DEPORTATIONS | নির্বাসন
- ✓ ADJUSTMENT OF STATUS | স্থিতির সামঞ্জস্য
- ✓ ASYLUM APPLICATIONS | আশ্রয়ের আবেদনপত্র
- ✓ VAWA PETITIONS | তাদের পিটিশন আছে
- ✓ FIANCE VISA PETITIONS | বাগদত্তা ভিসা পিটিশন
- ✓ FAMILY PETITIONS | পারিবারিক পিটিশন
- ✓ EB1/E82 PETITIONS | EB1/E82 পিটিশন
- ✓ UNCONTESTED DIVORCE | অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিবাহবিচ্ছেদ

104-70 QUEENS BOULEVARD, SUITE 403
FOREST HILLS, NY 11375

[abramslawgroupny.com](https://www.abramslawgroupny.com)

<https://g.co/kgs/iC36XA>

[abramslawgrouppe](#)

[abramslawgrouppe](#)

প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

নিউইয়র্কে পুনরায় চালু হলো এসেনসিয়াল হোমকেয়ার

বিশেষ প্রতিনিধি

নিউইয়র্কে পুনরায় কার্যক্রম শুরু করেছে এসেনসিয়াল হোমকেয়ার। এ উপলক্ষে ২ ফেব্রুয়ারি সোমবার দোয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন মসজিদ মিশন সেন্টারের ইমাম মনজুরুল করিম। উদ্বোধনী আয়োজনে কমিউনিটির বিশিষ্টজন ও সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন। এসেনসিয়াল হোমকেয়ারের আওতাধীন পার্সোনাল কেয়ার (PCA) হোম হেলথ এইড, হাউস কিপিং, স্পেশালিটি নার্সিং এবং নিউট্রিশন মিল সার্ভিস প্রদান করা হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, খুব শিগগিরই এসব সেবার সঙ্গে ডে কেয়ার সার্ভিস যুক্ত করা হবে, যা প্রবীণ ও বিশেষ যত্নপ্রয়োজনীয় ব্যক্তিদের জন্য আরও সমন্বিত ও কার্যকর সেবা নিশ্চিত করবে।

প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার মোহাম্মদ হোসেন ইশতিয়াক বলেন, এসেনসিয়াল হোমকেয়ার দীর্ঘদিন ধরে কমিউনিটির অসুস্থ, শারীরিকভাবে চলাফেরায় অক্ষম এবং প্রবীণদের দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সেবা দিয়ে আসছে। ভবিষ্যতেও মানবিক মূল্যবোধকে প্রাধান্য দিয়ে মানসম্মত সেবা অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি।

জানা গেছে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের



আবারও কার্যক্রম শুরু করেছে এসেনসিয়াল হোমকেয়ার। এ উপলক্ষে নিউইয়র্কে ২ ফেব্রুয়ারি দোয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে উদ্বোধন হয়।

WWW.MOINLAW.COM

LAW OFFICES
Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)

**এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ**

প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- বিক্টিং এ দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লোড পয়জনিং
- IMMIGRATION**
(Consultation fee applies)

ট্রাজেডিসের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৫

KARNAFULLY
কর্ণফুলী ট্যাক্স
www.karnafulltax.com

ইনকাম ট্যাক্স কর্পোরেট ট্যাক্স সেলস ট্যাক্স
পেরোল বিজনেস সেটিং আপ
ইমিগ্রেশন নোটারি পাবলিক

ENROLLED AGENT

PH: 718-205-6040
37-20 74th Street, 2FI, Jackson Heights

Mohammed Hasan, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent

HILLSIDE TAX & MULTISERVICES INC.

• Income Tax • Business setup
• Sales Tax • Payroll (W2, 1099)
• Corporate Tax • All immigration Services
• Partnership Tax • Accounting & Bookkeeping

MD SHORIFUL ISLAM
President & CEO

165-19 HILLSIDE AVE, 2ND FL, JAMAICA NY 11432
Tel: 347-254-9924, Email: HillsideTax21@gmail.com

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services

আমাদের সেরা অফিস

- ন্যাশনাল ও ইন্টারন্যাশনাল ট্যাক্স সার্ভিস
- ইনভেস্টমেন্ট ও এস এন্ড সি প্ল্যানিং
- ইন্টারন্যাশনাল ট্যাক্স ও রিপোর্টিং
- ই-ট্যাক্স

929-207-1516
2152B Westchester Ave,
Bronx, NY 10462

Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO

আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি

www.zakircpa.com info@zakircpa.com

Home & Habitat Realty Corp.

নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয়
বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

516-460-8260

Mohammed Islam
Branch Manager
646-724-6417

71-20 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372

বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট

BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK

আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার

7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

সুপার সেল \$৫৪৯+ 917-396-4140, 917-592-7828

MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

Accredited Agent

RAHMANIA TRAVEL SERVICES
TICKETS: DOMESTIC & INTERNATIONAL

Emirates, KAYAN AIRWAYS, TURKISH AIRLINES, QATAR, ETihad

এয়ার টিকেট, হজ্জ-ওমরাহ ও ভিসা প্রসেসিং

CALL: 718-205-3270, 646-322-1654

37-15, 73rd Street, Bangladesh Plaza, Suite # 203, Jackson Heights, NY 11372



ALAHI TAX
IRS ENROLLED AGENT



কুদরাত এলাহী
MBA, EA
IRS ENROLLED AGENT

TAX ♦ IMMIGRATION ♦ NOTARY PUBLIC

646-577-6929 ■ 1134 Liberty Ave, Brooklyn ■ www.alahitax.com

সরকারী অনুদানে বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান ?

আপনি কি বাড়ীর হিটিং বিল নিয়ে চিন্তিত ?

আমরা বয়লার পরিবর্তনের মাধ্যমে আপনার বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ক্লিন হিট লাগিয়ে থাকি

সরকারী অনুদানে \$ 8000-\$10000 ডলার

বিস্তারিত জানতে কল করুন: 914-222-9477, 914-989-0089

GREE MECHANICAL YONKERS Contact: 1900 Central Park Avenue, Yonkers, New York 10710

তোফায়েল চৌধুরী